পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 125 Monday, 6 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা ❋ ২২ চৈত্র ১৪৩২, সোমবার, ৬ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘ছবিতে থুতু দিয়েছে, জুতো দেখিয়েছে’

ভবানীপুরের অশান্তিকে ‘পরিকল্পিত হামলা’ বললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ এপ্রিলঃ ভবানীপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন ঘিরে রণক্ষেত্রের ঘটনায় এবার সরাসরি বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, মনোনয়ন দেওয়ার নামে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে এলাকায় অশান্তি পাকিয়েছে গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ওই রোড শো-কে কেন্দ্র করে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাকে ‘পরিকল্পিত হামলা’ বলেই দেগে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। জিয়াগঞ্জের সভা থেকে ভবানীপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ‘‘ভবানীপুরে আমার বাড়ির সামনে হামলা হল। ওরা আমার পোস্টারে থুতু দিচ্ছিল। পাড়ার মা কালীর মন্দিরের সামনে জুতো দেখাচ্ছিল। এমনকি অভিষেকের বাড়ির দিকেও জুতো দেখানো হয়েছে।’’ তৃণমূল নেত্রীর দাবি, এই অভব্য আচরণের প্রতিবাদ করেছেন স্থানীয়রাই। তাঁর সাফ কথা, ‘‘এটা রাজনীতি নয়। মনোনয়ন দিতে ওরা বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছিল।’’ এদিকে, ভবানীপুরের ওই ঘটনায় খোদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভর্ৎসনার মুখে পড়ার পর এবার প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় পদক্ষেপ করেছে কমিশন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার দায়ে চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন ভবন। একই সঙ্গে ওই চার জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগেই কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে কলকাতা পুলিশের ডিসি ২ (দক্ষিণ) সিদ্ধার্থ দত্ত এবং ডিসি ২ (রিজার্ভ ফোর্স) মানস রায়কে শোকজ করা হয়েছিল। অশান্তিতে জড়িতদের চিহ্নিত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে লালবাজার। পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ৩৫ থেকে ৪০ জনকে চিহ্নিত করে নোটিস পাঠানো শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার হাজরা মোড় থেকে সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত শুভেন্দুর রোড শো চলাকালীন হরিশ মুখার্জি রোডে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তুমুল

ধস্তাধস্তি বাধে। তৃণমূল কর্মীরা মাথায় কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় এমন নজিরবিহীন গোলমালের ঘটনায় কমিশন যে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে, চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তেই তা স্পষ্ট। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাকে ‘বহিরাগতদের তাণ্ডব’ হিসেবে তুলে ধরে নির্বাচনী ময়দানে স্থানীয় আবেগকে উস্কে দেওয়ার কৌশলী চাল দিলেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। জিয়াগঞ্জের পর এদিন ফরাক্কার সভা থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালে এই ভোটার তালিকার জোরেই নির্বাচিত হয়েছেন মোদি। তাহলে তিনি পদ ছাড়ছেন না কেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশপাশি নিজের দলের বিদ্রোহীদেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। দলের কথা মেনে না চললে দল থেকে বের করে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনে বিদায়ী প্রার্থীকে টিকিট দেয়নি দল। কংগ্রেসের টিকিটে লড়তে না পারলেও তিনি নির্দল হিসেবে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ফরাক্কায় যাকে আমরা টিকিট দেইনি তিনি শুনছি নির্দল হিসেবে দাঁড়াবেন। আপনাকে অনুরোধ নাম প্রত্যাহার করুন। না হলে দল থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যারা সারাদিন কাজ করে সবাই কি টিকিট পায়? যারা সম্মান নিয়ে দল করবে, দল তাদের সম্মান ফিরিয়ে দেবে। যারা দলের বাইরে কাজ করবেন তারা আমাদের কেউ নন।’’ ফরাক্কার বিদায়ী বিধায়ক মণিরুল ইসলামকে আসন্ন নির্বাচনে টিকিট দেয়নি দল। ক্ষুব্ধ মণিরুল, কংগ্রেসের টিকিটে লড়ার কথা ঘষোণা করেন। কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় তাদের হয়ে নমিনেশন জমা দেন তিনি। কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থী কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। কোর্টের নির্দেশে আগামী ছয় তারিখের মধ্যে তাঁর নাম তালিকায় যুক্ত না হলে মণিরুলের উপরেই বাজি ধরতে চলেছে কংগ্রেস। অন্যদিকে মণিরুলের দাবি, কংগ্রেসের হয়ে লড়তে না পারলেও তিনি নির্দল হয়ে লড়বেন এই নির্বাচনে। তাঁর দাবি, বিধায়ক হিসেবে বাকি থাকা কাজ তিনি শেষ করবেন। তাঁর দাবি, বিধানসভা এলাকার জনগন চান তিনি ফের বিধায়ক হোন। তাই মানুষের ইচ্ছাকে সম্মান দিয়েই তিনি ফের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এই ঘটনার পরেই ফরাক্কার সভা থেকে সরাসরি মনিরুলকে বার্তা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বুলেন, ‘‘২৯৪টা আসনেই আমি প্রার্থী। ভুলে যান কার কী নাম-ধর্ম-বর্ণ। এই জোড়াফুল আমাদের চিহ্ন। আমার নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে হলে, জোড়াফুলকে ভোট দিলে আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারব।’’ তৃণমূলের প্রার্থীকে মঞ্চে ডেকে তিনি জানিয়েছে, এই প্রার্থী এলাকার মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করেছেন বিভিন্ন কাজের জন্য। প্রার্থী জিতলে শেষ পর্যন্ত মানুষের পাশে থাকবেন বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘তৃণমূল শাসনে বিচারকেরাও রেহাই পান না’

মালদহের ঘটনাকে ‘পরিকল্পিত মহাজঙ্গলরাজ’ বললেন মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৫ এপ্রিলঃ রাজবংশী গড় কোচবিহারের রাসমেলার মাঠ থেকে রবিবার বাংলার ভোটপ্রচার শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিকে যখন মালদহের কালিয়াচকে বিচারকদের ‘বন্দি’ করে রাখার ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গেছে, ঠিক তখনই সেই ক্ষতয় নুন ছিটিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে বেনজির আক্রমণে বিঁধলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, মালদহে যা ঘটেছে তা কেবল বিশৃঙ্খলা নয়, ওটা ছিল তৃণমূলের ‘পরিকল্পিত মহাজঙ্গলরাজ’। মালদহের মোথাবাড়ির ঘটনায় তৃণমূলকে নিশানা করে বলেন, ‘‘গোটা দেশ দেখেছে, কী ভাবে কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে রাখা হয়েছিল। এটা কেমন সরকার, যেখানে বিচারপতি এবং সংবিধানও সুরক্ষিত নয়?’’ মোদির অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ওপর এই হামলা আসলে সংবিধানের গলা টিপে ধরার সামিল। তাঁর দাবি, তৃণমূলের মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে এবং এর লক্ষ্য ছিল বিচারকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। অন্যদিকে, কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে সাত বিচারককে সাড়ে সাত ঘণ্টা আটকে রাখার ঘটনায় অভিযুক্ত ‘মুলচক্রী’ মেফাক্কেরুল ইসলামকে শুক্রবার সকালে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পেশায় আইনজীবী মফাক্কেরুলকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে পালানোর সময় পাকড়াও করা হয়। আপাতত তিনি ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তদন্তকারীদের দাবি, মফাক্কেরুলই সেই রাতে ভিড়কে উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিলেন। সুপ্রিম

কোর্টের ভর্ৎসনা এবং নির্দেশ মেনে এই মামলার তদন্তভার হাতে নিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ। শুক্রবার সকালেই কলকাতায় পা রাখেন এনআইএ-র আইজি সোনিয়া সিং। তাঁর নেতৃত্বেই ২৪ জনের একটি বিশেষ দল মালদহে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিস ও মোথাবাড়ি থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বিচারকদের ওপর এই হামলা বা ঘেরাওয়ের পিছনে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বা বড় কোনও সংগঠনের হাত ছিল কি না। মোদির এই সফর এবং মালদহ-কাণ্ডে এনআইএ-র সক্রিয়তা- দুই মিলিয়ে বাংলার বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষাপট এখন তপ্ত। এদিন আইনের ওপর ভরসা রাখার কথা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর গলায়। তিনি বলেন, ‘‘একদিকে বেকারত্ব রয়েছে অন্যদিকে সুশাসন রোজগারের দিশা রয়েছে। ভোটের দিন তৃণমূলের গুন্ডারা যতই ভয় দেখাক আপনাকে আইনের সাহায্য নিতে হবে। এবার ভোটে ভয় পালাবে। বিজেপি জিতবে। এবার ভোটের পর তৃণমূলের পাপের হিসেব করা হবে। ৪ মে-র পর আইন নিজের কাজ করবে। বিজেপি বাংলার মানুষের জন্যেই আসরে নেমেছে। মহিলারা এরপর সঠিক বিচার পাবেন। গোটা দেশের মহিলারা বিজেপিকে বেছে নিয়েছে। বিজেপি মহিলাদের পাশে রয়েছে। তবে দেশের উন্নতির ভাগ বাংলায় আসে না। এবার বাংলার উন্নতি হবে।’’ রাজ্যে ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২ টি কেন্দ্রে নির্বাচন। প্রথম দফা ভোটের আগে এটাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সভা। ব্রিগেডে জনসভার পর এবারেই প্রথমবার রাজ্যে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন হাসিমারা থেকে কোচবিহারে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর কোচবিহার রাসমেলার মাঠে বিজয় সংকল্প সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

‘দলের কেউ কেউ বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে তৃণমূলকে দুর্বল করছে...’

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়না, ৫ এপ্রিলঃ রায়নায় নির্বাচনী জনসভা থেকে সরাসরি বিরোধীদের আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ‘‘এখন সিপিএম-এর সন্ত্রাস অতীত। ২০০৯ সালে মাধকডিহিতে সন্ত্রাস চালিয়েছিল। সেখানকার মা-বোনেরা সিপিআইএমকে তাড়িয়েছে।’’ তিনি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘‘তৃতীয়বার যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হয়েছিল তখন আপনারা ১৬-০ করেছিলেন। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’’ পাশপাশি দলের অন্দরে কর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, ‘‘দল সবার উপর নজর রাখে। কয়েকটা জায়গায়, রাতের অন্ধকারে বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। ৪ তারিখ দেখা হবে। পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভোটে জেতাতে হবে তৃণমূলকে।’’ রায়নায় তৃণমূল প্রার্থীর উপরে আস্থা প্রকাশ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মন্দিরা দলুই মাটির মেয়ে। তিনি দু’বার নির্বাচিত জেলা পরিষদ মেম্বার। জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করবেন। জনকল্যাণমূলক কাজ মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন।’’ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, ‘‘প্রার্থীকে কেউ চেনে না। তিনি এমন দলের প্রতিনিধি যে দল বাংলার জনবিরোধী।’’ অভিষেকের অভিযোগ, বিজেপি একেরপর এক

জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষিপ্রধান রায়না বিধানসভা এলাকায়, ক্ষেতমজুরদের সরাসরি সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। পাশপাশি, তিন বিপ্লবির জন্মভিটে সংরক্ষনের কাজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই অঞ্চলে কাজের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি মনে করিয়ে দেন, এই রায়না বিধানসভায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে গোতান থেকে কামারহাটি পর্যন্ত। পাশপাশি, এই অঞ্চলে মহাবিদ্যালয় হয়েছে, কিষাণমান্ডি হয়েছে। তিনি জানিয়ে দেন, হাইস্কুলগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। কমিউনিটি হল এবং পানিয় জলের কর্মসূচী করা হয়েছে বলেও মনে করিয়ে দেন তিনি। বিজেপি প্রার্থীকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বলেন, ‘‘মোদি সরকারের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন। লড়াই করতে চাইলে ধর্মের ভিত্তিতে নয়, কর্মের ভিত্তিতে করতে হবে।’’ বিজেপির নীতিকে আক্রমণ করে তাঁর অভিযোগ, এখানে অনেক কৃষক ভাইয়েরা রয়েছে। এই বিধানসভা কৃষি প্রধান এলাকা। গোবিন্দভোগ চালের রপ্তানি বন্ধ করেছে কেন্দ্র কেরল ছাড়া আর কোথাও বাজার নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে এর ডিমান্ড ছিল। কিন্তু সেখানে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ২০১৪ সালের আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কত ছিল এবং এখন তা কত হয়েছে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘মোদি সরকার জিনিসের দাম বাড়িয়ে আপনার পকেট থেকে টাকা সরিয়ে নিচ্ছে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষীর ভাণ্ডার করে আপনাকে টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে। কার সঙ্গে থাকবেন সেটা আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’’

কলকাতায় ভয়ঙ্কর হামলা চালাবে পাকিস্তান, ‘হুমকি’ পাক প্রতীরক্ষামন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ৫ এপ্রিলঃ মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ফের চরমে। আরও একবার ভারতে হামলার হুঁশিয়ারি দিল পাকিস্তান। কোথায় হামলা চালানো হবে, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কলকাতায় হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা অসীফ। ভারত যদি ভবিষ্যতে পাকিস্তানে হামলা চালায়, তাহলে এর ফল ভুগতে হবে। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, ভারত ফের পরিকল্পনা করে পাকিস্তানের উপর হামলার ছক কষছে। সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অপারেশন সিঁদুর জারি

রয়েছে। বেচাল দেখলেই সমুচিত জবাব পাবে ইসলামাবাদ। এরপরই পাকিস্তানের তরফে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। লাহোর থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিয়ালকোটে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ভারত যদি কোনও মিথ্যে অজুহাতে পাকিস্তানে হামলা চালায়, তাহলে সেই হামলাকে কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব। গোপন সূত্র খবর পেয়ে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন, ভারত হামলা চালানোর ছক কষছে। একটি বড় ষড়যন্ত্র করা হতে পারে। তাঁর আশঙ্কা, নিজেদের লোককেই ব্যবহার করবে তাঁরা। কিংবা ভারতের হেফাজতে থাকা পাকিস্তানিদের ব্যবহার করে হামলার নাটক সাজানো হতে পারে। যদিও এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ পাকিস্তান তাদের বক্তব্যের সপেক্ষে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। শুধু কলকাতা নয়, আক্রমণ আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন খোয়াজা। তিনি বলেন, ‘‘সংঘর্ষ আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমরা তাদের ঘরে ঢুকে হামলা করব।’’

ইস্টারের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিলঃ রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্টার উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সমাজ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, ইস্টারের শুভেচ্ছা - এই দিনটি উদযাপন করার সময়, আপনি যেন সর্বদা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা স্মরণ করেন। এই ভালোবাসা আপনার হৃদয়কে শান্তি ও আগামীর দিনের জন্য আশায় পূর্ণ করুক। উল্লেখ্য, ইস্টার সানডে বা পবিত্র রবিবার হল খ্রিস্টান ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। এটি হল যিশুর পুনরুত্থানের দিন। তাই গোটা বিশ্বের খিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষজন অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই দিনটা পালন করে থাকেন।

জিয়াগঞ্জে সভা মমতার, নিশানা নির্বাচন কমিশনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি,মুর্শিদাবাদ, ৫ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ বিধানসভার দলীয় প্রার্থী শাওনী সিংহ রায়ের সমর্থনে জিয়াগঞ্জে সভা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে তিনি জিয়াগঞ্জে পৌঁছন। এ দিন সভায় বক্তৃতায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন মমতা। বলেন, যে মানুষ ভোট দেবার সুযোগ পাবে, সবগুলো তৃণমূল পাবে। বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে না। বিজেপির লোকেরাও বিজেপিকে ভোট দেবে না। ভোটার তালিকা থেকে প্রচুর বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, এই অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেন তিনি। এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকায় নাম নেই মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের অনেক সদস্যের। রবিবার সেই প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জিয়াগঞ্জের এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন 'ছোটে নবাব' নামে পরিচিত সৈয়দ রেজা আলি মির্জা। তাঁকে দেখে মমতা বলেন, এখানে ছোটে নবাব আছেন। আমি শুনলাম তাঁরও নাম কেটে দিয়েছে। দিল্লির বাবুরা বসন্তের কোকিলের মতো এখানে আসেন। ৫০০ টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে নিয়ে আসেন।

নয়ড়ার বিভিন্ন এলাকায় মানসিক চাপে ৬ জনের আত্মহত্যা হয়েছে

নয়ডা(সংবাদ সংস্থা), ৫ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডার বিভিন্ন থানা এলাকায় মানসিক চাপের জেরে একদিনে ছ'জনের আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। ঘটনাগুলি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেক্টর ৬৩ এলাকায় ভূপেন্দ্র (২৩) নামে এক যুবক বাড়িতে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। একইভাবে সেক্টর ৪৯-এর বারৌলা গ্রামে ভারত বর্মা (২৮) নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।বিসরাখ থানার টেকজোন-৪ এলাকায় সুমিত কুমার (২১) এবং সোনু কুমার সাইফি (২২) পৃথকভাবে একই পদ্ধতিতে আত্মঘাতী হন। অন্যদিকে, সেক্টর ১১৩-এর সেক্টর ৭৫-এর একটি আবাসনের ১৬ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন ঋষি কুমার (২১)।এছাড়া বিটা-২ এলাকায় আমান (২১) নামে এক যুবক বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে সকল ঘটনাই মানসিক চাপজনিত বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বাংলায় এখন গ্রহণ লেগেছে, কোচবিহারের সভামঞ্চ থেকে মন্তব্য মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কোচবিহার, ৫ এপ্রিল ঃ'বিজয় সংকল্প সভা'য় যোগ দিতে রবিবার বিকেলে কোচবিহার রাসমেলার ময়দানে সভামঞ্চে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এক সময়ে বাংলা সব ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিল। এখন গ্রহণ লেগে গিয়েছে বাংলায়। প্রথমে কংগ্রেসের, তার পরে বামেদের, তার পরে তৃণমূলের গ্রহণ। এর ফলেই বাংলার বিকাশের চমক ফিকে হয়ে গিয়েছে। দেশের বাকি রাজ্য বিকশিত হলেও তৃণমূল বাংলাকে পিছনে টেনে রেখেছে। অন্য রাজ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ আসে, বাংলা থেকে কারখানা চলে যায়। আগে মানুষ বাংলায় রোজগারের জন্য আসত, এখন বাংলা পলায়নের কেন্দ্র। এখানে সরকারি চাকরি তৃণমূলের সিন্ডিকেটের কব্জায়। বাংলার সব যুবক জানে, এই সরকার এসএসসি দুর্নীতি করেছে। তৃণমূলে মন্ত্রী, বিধায়ক যুক্ত, উপর থেকে নীচ, তৃণমূলের লোকেরা এই দুর্নীতিতে যুক্ত।মোদীর দাবি, গোটা বাংলাকে বরবাদ করে দিয়েছে তৃণমূল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের। ভোট এলে তৃণমূলের লোকেরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে আসে। কাজের কাজ কিছুই হয় না। তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ারের মানুষ মেডিক্যাল কলেজের জন্য আকুল। হাসিমারা, বালুরঘাট, মালদা এয়ারপোর্টের বিকাশ আটকে। রাজ্য সরকার বাধা হয়ে আছে। ৪ মে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে, কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে, তার শেষ হবে। এটা মোদীর গ্যারান্টি। বলেন, কোচবিহারের আলুচাষিদের দু ঃখ বুঝি আমরা। কষ্ট করে ফসল ফলান আপানারা। কিন্তু বিক্রির সময় দাম পান না। কারণ তৃণমূল সরকার আপনাদের কথা ভাবে না। এখানে হিমঘর নেই যথেষ্ট। ফসল পচতে শুরু করে। লোকসান হয় চাষিদের। কৃষকদের ভাল জীবন দিতে পারে শুধু বিজেপিই। ৪ মে-র পর বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবে। কোচবিহার এবং উত্তরবঙ্গে আর অন্যায় হবে না। এটা মোদীর গ্যারান্টি ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকায় জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন পায় তৃণমূল। বাংলার মানুষ বিপদের মুখে। তাই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়ন করার কাজ করছে কেন্দ্র। বড় বড় দেশও অনুপ্রবেশকারী তাড়াচ্ছে। কিন্তু বাংলার তৃণমূল সরকার অনুপ্রবেশকারীদের আড়াল করছে। তাই এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে, যাতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত না করা যায়। সিএএ আটকানোর হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল। অর্থাৎ শরণার্থী হিন্দুদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিতে চাইছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ওই নাগরিকত্ব দেবে ওরা। কারণ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক মনে করে তৃণমূল। তুষ্টিকরণের খেলায় বাংলার মহান পরিচয় পাল্টে যাচ্ছে।তিনি বলেন, তৃণমূল ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে, যার নাম তারা বাংলায় রাখেনি। বরং ইস্তেহার বলা হচ্ছে। কেমন ভাবে বাংলার পরিচয় বদলে দিচ্ছে তারা। ইস্তেহার শব্দটির ব্যবহার কী জন্য হয়েছিল বাংলায়? ১৯০৫ সালে সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলায় লাল ইস্তেহার জারি করেছিল। তার পর হিন্দুদের প্রাণ সংহার করা হয়েছিল। তৃণমূল সেই কথা মনে করাতে চাইছে। তিনি বলেন, ভুলবেন না, এই নির্মম সরকার প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে যে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুদের থাকা কঠিন করে দেবে। তুষ্টিকরণের এমন নোংরা খেলা বাংলার সম্মান ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

সামুদ্রিক ক্ষেত্রের কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাতীয় সামুদ্রিক দিবসে শুভেচ্ছা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ জাতীয় সামুদ্রিক দিবস উপলক্ষে দেশের সামুদ্রিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই কর্মীদের দক্ষতা, সাহস এবং নিষ্ঠা ভারতের অগ্রগতিকে এক নতুন দিশা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।সমাজ মাধ্যম ' এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় অমিত শাহ সামুদ্রিক ক্ষেত্রের কর্মীদের অদম্য সাহসের প্রশংসা করে বলেন যে, শান্তি বা সংকট- যে কোনও পরিস্থিতিতে তাঁরা দেশহিতকে সর্বোপরি রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জানান, পুরো দেশ তাঁদের সেবামূলক মনোভাব ও নিষ্ঠাকে প্রণাম জানায়।অমিত শাহ তাঁর বার্তায় আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রের শক্তি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বে সামুদ্রিক পথগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিকে গতি প্রদান করে।উল্লেখ্য, প্রতি বছর ৫ এপ্রিল জাতীয় সামুদ্রিক দিবস পালিত হয়। ১৯১৯ সালের এই দিনেই ভারতীয় জাহাজ ' এসএস লয়্যালটি' মুম্বই থেকে লন্ডনের উদ্দেশে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছিল, যা ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূচনা বলে মনে করা হয়।বর্তমানে ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ বিদেশি বাণিজ্য (পরিমাণের ভিত্তিতে) এবং ৭০ শতাংশ (মূল্যের ভিত্তিতে) সামুদ্রিক পথের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশের কাছে ৭,৫০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ উপকূলরেখা, ১২টি প্রধান বন্দর এবং ২০০টিরও বেশি ছোট ও মাঝারি বন্দর রয়েছে, যা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে নিরন্তর গতিশীল রাখছে।

এক পেড় মাঁ কে নাম' অভিযানে লক্ষ্মীবাই নগরে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ রক্ষায় জোর এনডিএমসি-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ এপ্রিল ' এক পেড় মাঁ কে নাম' রবিবার অভিযানের অংশ হিসেবে দক্ষিণ দিল্লির লক্ষ্মীবাই নগর-এ বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হল। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন নয়াদিল্লি পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কুলজি সিং চাহাল।লক্ষ্মীবাই নগরের তিকোনা পার্কে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়। চাহাল জানান, এই উদ্যোগটি প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় শুরু হওয়া একটি আবেগঘন সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য মানুষকে তাঁদের মায়ের নামে একটি করে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ বাড়ানো।তিনি বলেন, এই কর্মসূচি শুধু গাছ লাগানোতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃতির প্রতি সম্মান, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সবুজ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার এক অঙ্গীকার। এনডিএমসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বছরভর একটি ' গ্রিন ক্যালেন্ডার' তৈরি করা হয়েছে, যার আওতায় প্রতি রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ অভিযান চলবে।তিনি আরও জানান, এনডিএমসি-র এই উদ্যোগগুলি প্রধানমন্ত্রীর ' বিকশিত ভারত ২০৪৭' ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সুস্থ বায়ু এবং টেকসই নগর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু সবুজায়নই নয়, নাগরিকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও যৌথ দায়িত্ববোধও আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনেহয়।

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ধুবুলিয়ায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা - কালজয়ী এই সুরের স্রষ্টাকে স্মরণ করল নদিয়া। সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রবিবার ছুটির দিনে নদিয়ার ধুবুলিয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মানুষের ভিড় উপচে পড়ল। ধুবুলিয়া শিশু নিকেতনের মঞ্চে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকের 'সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি'। এদিন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য কমিটির সভাপতি হিরণ্ময় ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, নদিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মৌসুমী ঘোষ। উদ্বোধনী ভাষণে হিরণ্ময় ঘোষাল সলিল চৌধুরীর জীবন, কর্ম এবং ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান ও সামাজিক চেতনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।অনুষ্ঠানে ব্লক কমিটির সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং সম্পাদক স্বপন পালও উপস্থিত ছিলেন। এলাকার একাধিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, এদিন আগে অনুষ্ঠিত কবিতা, গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীরা মঞ্চে তাঁদের উপস্থাপনা পেশ করে। সলিল চৌধুরীর স্মৃতিকে ঘিরে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বদ্রীনাথ যাত্রার আগে 'গাড়ু ঘড়া' তেল কলশ যাত্রা ৭ এপ্রিল ঋষিকেশে, ২৩ এপ্রিল খুলবে মন্দিরের দ্বার

ঋষিকেশ, ৫ এপ্রিল আসন্ন বদ্রীনাথ ধাম যাত্রা-র প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ' গাড়ু ঘড়া' (তেল কলশ) যাত্রা ৭ এপ্রিল নরেন্দ্র নগর রাজদরবার থেকে শুরু হয়ে ঋষিকেশ পৌঁছবে।রবিবার মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ এপ্রিল রাতে যাত্রাটি রেলওয়ে রোডের চেলা ক্ষেত্রম ধর্মশালায় বিশ্রাম নেবে। পরদিন সকালে ভক্তরা তেল কলশ দর্শনের সুযোগ পাবেন। এরপর পুজো ও প্রসাদ বিতরণ শেষে যাত্রা লক্ষ্মণ ঝুলা হয়ে শ্রীনগর গাড়োয়ালের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।এই যাত্রার সূচনা করবেন রাজ পরিবারের সদস্য মনুজ্যেন্দ্র শাহ। ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজপ্রাসাদে রানী ও বিবাহিত মহিলারা তিলের তেল প্রস্তুত করে কলশে ভরে ডিমরি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেবেন।নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী, ১৯ এপ্রিল পাখি গ্রাম, ২০ এপ্রিল নৃসিংহ মন্দির জ্যোতির্মঠ ও রবি গ্রাম, ২১ এপ্রিল পাণ্ডুকেশ্বরে রাত্রিযাপন করবে এই যাত্রা। ২২ এপ্রিলের মধ্যে এটি বদ্রীনাথ ধাম পৌঁছে যাবে।এরপর ২৩ এপ্রিল সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে ধর্মীয় আচার মেনে বদ্রীনাথ ধামের মন্দিরের দ্বার ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।মন্দির কমিটি ও ডিমরি ধর্মীয় পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই যাত্রা বদ্রীনাথ যাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আচার হিসেবে বিবেচিত হয় বলে জানি।

তৃণমূলে থেকে তৃণমূলের ক্ষতি যারা করছে তাঁদের কড়া বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি,গোসাবা, ৫ এপ্রিল ঃ রবিবার গোসাবার তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে গোসাবার কাছারি ময়দানে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সভায় মানুষের উপস্থিতি দেখে খুশি হন তিনি। রবিবার ছুটির দিনের পাশাপাশি খারাপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলেন, আজকেই মনে হচ্ছে ফল ঘোষনা হয়ে গেছে। ছুটির দিন ও খারাপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে এত মানুষ নদী-নালা পে।য়ে এসেছেন, এতে আমি অভিভুত। মানুষের এই ভালবাসার প্রতিদান হিসেবে ডায়মন্ড হারবারের মত উন্নয়ন গোসাবাতেও করবো নিজের দায়িত্বে।এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক বিজেপিকে যেমন আক্রমন করেন অভিষেক, তেমনি এলাকার মানুষের জন্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেন। কংক্রিটের নদীবাঁধ থেকে শুরু করে সেতুর মাধ্যমে একাধিক দ্বীপকে জুড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। অভিষেক বলেন, আমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁইজালি গ্রামে রায়মঙ্গল নদীর প্রায় ৪০০ মিটার বাঁধ বিপদজনক, তেমনি রাঙাবেলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের পাখিরালায় এলাকার পাখিরালাতে গোমর নদীর বাঁধ ও জরুরী ভিত্তিতে কংক্রিটের তৈরি করা হবে।গদখালি গোসাবা সেতুর কাজ রাজ্য সরকার ২০১৮ সালে শুরু করেছিল। কিন্তু বিজেপির উস্কানিতে সেই কাজের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা করে আইনি জটিলতা তৈরি করা হয়। আর তাই সেই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানান অভিষেক। তবে এই সেতু সহ বগুলাখালি শম্ভুনগরের সংযুক্তি সহ মোট তিনটি সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন অভিষেক।বিজেপি প্রার্থীকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, বিজেপি প্রার্থী এখানে বহিরাগত। তিনি এলাকার রাস্তাঘাট, খালবিল চেনেন না। পাড়া গ্রাম চেনেন না। মানুষের পাশে কোনদিন দাঁড়ায় নি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্বাচনের আগে পড়ে এঁদেরকে গোসাবায় খুঁজে পাওয়া যায়নি, যাবে না। অভিষেক বিজেপি প্রার্থীদের কটাক্ষ করে বলেন, ভোটে দাঁ।য়েই এঁরা চুল দাঁ।কাটা থেকে শুরু করে বা।গিয়ে লুচি পর্যন্ত ভেজে দিচ্ছেন। ফলে আপনারা এই একমাস এঁদেরকে দিয়ে এসব কাজ করিয়ে নিতে পারেন। অভিষেকের এই বক্তব্যের পাল্টা হিসেবে বিজেপি প্রার্থী বিকর্ণ নস্কর বলেন, আসলে উনি তো কর্পোরেট সংস্থার তৈরি স্ক্রিপ্ট দেখে মঞ্চে বক্তব্য দিয়েছেন, আসলে উনিই বাস্তবটা জানেন না। আমি সু ন্দরবনের ছেলে, সুন্দরবনের মাটিতেই জন্মেছি, ব। হয়েছি। পাশের বিধানসভা বাসন্তী থেকে প্রায় দিনই গোসাবায় যাতায়াত করি। ঠিকমত হোমওয়ার্ক না করে এসে ভুলভাল বকেছেন।প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বিগত দিনে গোসাবায় স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে আবাস যোজনার ঘর, রাস্তাঘাটের উন্নয়নের খতিয়ান এদিন জনগণের সামনে তুলে ধরেন অভিষেক। আর কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েই চলেছে বলে দাবি করেন তিনি।এদিন সুব্রতর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা হলেও সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন না অনিমেষ মণ্ডল, তাপস মণ্ডলের মত সুব্রত বিরোধী অনেক ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব ও তাঁদের অনুগামীরা। তাঁদের সম্পর্কে ক।। বার্তা এদিন মঞ্চ থেকেই দেন অভিষেক। তিনি বলেন, সবার উপর আমার নজর আছে। কেউ কেউ তৃণমূলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। আমি তাঁদেরকে চিহ্নিত করেছি। আমি জানি কারা করছে, কাদের থেকে টাকা নিয়ে করছে। রাতের অন্ধকারে কাদের সঙ্গে মিটিং করছে। আসলে যাদের সঙ্গে মিটিং করছে তাঁরাই আমাকে বলে দিচ্ছে। যারা ভাবছে ষড়যন্ত্র করে তৃণমূলের ক্ষতি করবে, তাঁরা ভুল ভাবছো, আগামী ৪ তারিখ বিকেলে দেখা হবে বন্ধু। তারপর বাকি জীবন কিভাবে কাটবে? এভাবে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের এদিন মঞ্চ থেকেই হুমকি দেন অভিষেক।

ইস্টারের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

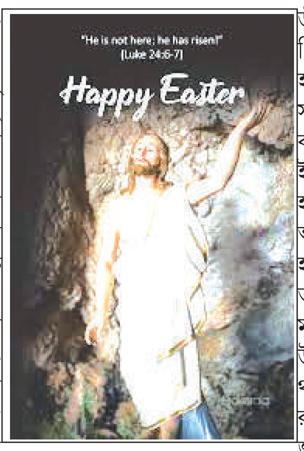

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ এপ্রিল ঃ ইস্টারের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, ইস্টারের শুভেচ্ছা। এই পবিত্র দিনটি আশা ও নবজাগরণের বার্তা বহন করে। এই দিনটি সকলের জীবনে শান্তি, আনন্দ ও উজ্জ্বলতা বয়ে আনুক। যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা সকলকে দয়ালু হতে অনুপ্রাণিত করুক এবং সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি র বন্ধনকে সুদৃঢ় করুক।উল্লেখ্য, ইস্টার সানডে বা পবিত্র রবিবার হল খ্রিস্টান ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। এটি হল যিশুর পুনরুত্থানের দিন। তাই গোটা বিশ্বের খিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষজন অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই দিনটা পালন করে থাকেন। অন্যদিকে ইস্টার উপলক্ষে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন, উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন বলেন, যিশু খ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষা মানবতার প্রতি ভালোবাসা, ত্যাগ, ক্ষমা ও সেবার বার্তা বহন করে। এই পবিত্র উৎসব মানুষের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করুক।লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই দিন প্রত্যেকের জীবনে নতুন সূচনা এনে দিক। মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তুলুক এবং সুখ, শান্তি ও আশীর্বাদে ভরিয়ে তুলুক জীবন।অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-ও ইস্টার উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।উল্লেখ্য, ইস্টার সানডে বা পবিত্র রবিবার খ্রিস্টান ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। যা যিশু খ্রিস্ট-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় দিনে পুনরুত্থানের স্মরণে পালিত হয়। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিন মৃত্যু থেকে জীবনের জয়ের প্রতীক এবং মানবজাতির জন্য আশা, মুক্তি ও নতুন সূচনার বার্তা বহন করে। ইস্টারের আগে ' গুড ফ্রাইডে' পালিত হয়, যেদিন যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্মরণ করা হয় তার পরেই আসে ইস্টার, যা আনন্দ ও পুনর্জাগরণের প্রতীক। এই উপলক্ষে গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়, এবং গোটা বিশ্বের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দিনটি পালন করেন।

নেপালের মুক্তিনাথ মন্দিরে ভারী তুষারপাতঃ সাদা চাদরে ঢাকা মুস্তাং, বাড়ছে ঠান্ডা

কাঠমান্ডু, ৫ এপ্রিল ঃ নেপালের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মুস্তাং জেলার মুক্তিনাথ মন্দির ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে শনিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে ভারী তুষারপাত। এই প্রবল তুষারপাতের ফলে গোটা এলাকা এখন সাদা বরফের চাদরে ঢাকা। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার এবং বাস টার্মিনাল- সর্বত্রই এখন শুধুই বরফের দেখা মিলছে।বারাগুং মুক্তিক্ষেত্র এলাকার রাণীপাউয়া বাসস্ট্যান্ড তুষারপাতের ফলে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। একইভাবে রাণীপাউয়া বাজার, ঝারকোট এবং আশেপাশের এলাকাগুলিতেও বরফের পুরু আস্তরণ জমেছে। একদিকে যেমন এই তুষারপাত এলাকাটিকে অপূর্ব ও আকর্ষণীয় রূপ দিয়েছে, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভোগান্তি।শুধু মুস্তাং নয়, প্রতিবেশী মনাং জেলার বিভিন্ন অংশেও শনিবার রাত থেকে তুষারপাত হয়েছে। এই আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনে গোটা নেপালে হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রার ব্যাপক পতন ঘটেছে। হাড়কাঁপানো ঠান্ডার কারণে স্থানীয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে শুরু করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।মুক্তিনাথ মন্দির নেপালের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হওয়ার কারণে সারা বছরই এখানে অসংখ্য পুণ্যার্থী ও পর্যটকের সমাগম হয়ে থাকে। তুষারপাতের ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেলেও যাতায়াত এবং দৈনন্দিন কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় বরফ জমে যাওয়ার ফলে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইরান থেকে ৩৪৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন, আর্মেনিয়ার সহায়তায় চেন্নাই পৌঁছলেন

চেন্নাই, ৫ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার মধ্যেই ইরানে আটকে পড়া ৩৪৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনল ভারত সরকার। আর্মেনিয়ার পথ ধরে তাঁদের উদ্ধার করে শনিবার চেন্নাইয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়।এই উদ্ধার অভিযানে সহযোগিতার জন্য বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর আর্মেনিয়ার সরকার এবং সেদেশের বিদেশমন্ত্রী আরাত মির্জোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, এই মানবিক উদ্যোগ দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।রবিবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ইরান থেকে ১২০০-রও বেশি ভারতীয় নাগরিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীও রয়েছে। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের করিডর ব্যবহার করে এই উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে ভারতীয় দূতাবাস ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করছে।এদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা চললেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ভারতে সীমিত উড়ান পরিষেবা চালু রয়েছে। বহু মানুষ এই উ।ানগুলির মাধ্যমে দেশে ফিরছেন।জানা গেছে , ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এখনও পর্যন্ত ওই অঞ্চল থেকে ৬.২৪ লক্ষের বেশি যাত্রী ভারতে ফিরে এসেছেন। তবে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। সেই কারণে বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে নজরদারি ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শিলিগুড়িতে চিতাবাঘের ছাল-সহ ধৃত পাচারকারী

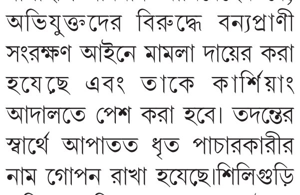

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করলো বন দফতর। দীপক রাসাইলির নেতৃত্বে সুকনা রেঞ্জের একটি দল শনিবার গভীর রাতে মাটিগাড়া মোড় বাস স্ট্যান্ডের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে-১০-এ অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে। তল্লাশিতে তার ব্যাগ থেকে একটি চিতাবাঘের ছাল উদ্ধার করা হয়।প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে যে, এই ছাল নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দার্জিলিং বন বিভাগ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সুকনা রেঞ্জের রেঞ্জার দীপক রাসাইলি রবিবার জানিয়েছেন যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে কার্শিয়াং আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে আপাতত ধৃত পাচারকারীর নাম গোপন রাখা হয়েছে।শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে নেপাল ও ভুটানে বন্যপ্রাণী পাচারের চেষ্টা আগেও সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী আবহের মধ্যে বন দফতরের এই অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃআপনার কাজ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন । সন্ধ্যায় আপনি ভালো সময় কাটাবেন । আপনি সকলের পরিচিতি লাভ করতে চান । নিজের এই উচ্চাকাঙ্খা আপনি শীঘ্রই পূরণ করতে সক্ষম হবেন । শুভ দিন।
বৃষঃ আজকে আপনি বেশিরভাগ সময়টা নিজের স্বাস্থ্যর উপর নজর দেবেন । ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে । গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে। সংসারে শান্তি হবে।
মিথুনঃ ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন। অর্থ ব্যয়।
কর্কট রাশি ঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা। করে দিতে চাইবেন। শুভ দিন হবে
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ব্যয় হবে।
ধনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।
মকরঃপ্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।
কুম্ভঃআপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে।
মীনঃরোমান্টিক দিক থেকে আপনি হয়তো আনন্দের সর্বোচ্চ শিখরে থাকবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু আনন্দময় মুহূর্ত আপনার মেজাজ পালটে দেবে। একটি আনন্দঘন ও মধুর সম্পর্ক মুকুলিত হতে পারে।

আবহাওয়া

রবিবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গে। দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতাতেও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় ঝড় হতে পারে। এর ফলে গরম কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। রবিবার সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে। সোমবার থেকে কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এই সমস্ত জেলায়। সোমবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলিতে। ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে হাওয়া বইবে। মঙ্গলবার কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। শিলাবৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূমে। দুর্যোগ চলবে বুধবার পর্যন্ত।আর উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। সঙ্গে বইতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। একইরকম আবহাওয়া থাকবে সোমবারও। মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টি বাড়বে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। ওই জন্যই এই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধ এবং বৃহস্পতিবারও কমলা সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। বৃহস্পতিবার শিলাবৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে । আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৫শত করা এবং সর্বনিম্ন ৪৩শতকরা হতে পারে। রবিবার বৃষ্টি হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং ১০ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৩মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫১মনিটে হতে পারে।

টালিগঞ্জের সূর্যনগরে কুবেরের ধন!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ এপ্রিলঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে কালো টাকা ও বেআইনি লেনদেন রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। এবার খোদ দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় একটি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে উদ্ধার হল লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা। রবিবার নেতাজিনগর থানা এলাকায় এই অভিযানে আশুতোষ আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ এই অর্থ ইতিমধ্যেই আয়কর দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত আশুতোষ আগরওয়াল নিউ আলিপুরের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নেতাজিনগর থানার পুলিশ তাঁর গাড়িতে তল্লাশি চালায়। সিটের তলা থেকে বান্ডিল বান্ডিল নোট উদ্ধার হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এই টাকার উৎস কী এবং তা নির্বাচনের কোনও কাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে আশুতোষকে ম্যারাথন জেরা করছেন তদন্তকারীরা। কমিশনের নির্দেশ মেনে পুলিশ এই ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ শুরু করেছে। গত ১৫ মার্চ নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে আদর্শ নির্বাচনী বিধি (মডেল কোড অফ কনডাক্ট) বলবৎ হয়েছে। অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট করানোর লক্ষ্যে নজরদারি যে কতটা কঠোর, তা স্পষ্ট কমিশনের দেওয়া সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেই। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ভোটমুখী রাজ্যগুলি থেকে মোট ৪০৮.৮২ কোটি টাকার বেআইনি জিনিস ও নগদ উদ্ধার করেছে কমিশন। এক নজরে বাজেয়াপ্ত তালিকা নগদ টাকা ১৭.৪৪ কোটি টাকা, মদ ৩৭.৬৮ কোটি টাকা (প্রায় ১৬.৩ লক্ষ লিটার), মাদক দ্রব্য ১৬৭.৩৮ কোটি টাকা, দামি ধাতু (সোনা-রুপো) ২৩ কোটি টাকা, অন্যান্য ১৬৩.৩০ কোটি টাকা। টালিগঞ্জের এই উদ্ধার হওয়া অর্থ কি কেবল হিমশৈলের চূড়া? তদন্তকারীদের অনুমান, ভোটের মুখে শহর ও শহরতলিতে এই ধরনের আরও বেআইনি অর্থের আনাগোনা থাকতে পারে। তাই নাকাতল্লাশি ও গাড়ি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাড়তি কড়াকড়ির নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। আয়কর দফতর খতিয়ে দেখছে, আশুতোষের এই বিপুল অর্থের কোনও বৈধ নথি আছে কি না। সন্তোষজনক জবাব না মিললে গ্রেফতারি বা বড়সড় শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ওই ব্যবসায়ী।

ভবানীপুরে চড়ছে ভোটের পারদ, ভোটারদের উপর নজরদারির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভবানীপুরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগকে কেন্দ্র করে সামনে এসেছে এই বিতর্ক। শুভেন্দুর দাবি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোটারদের উপর নজরদারি চালাচ্ছে। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি যখন শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি-বাড়ি প্রচার চালাচ্ছিলেন, সেই সময় সেখানে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। অভিযোগ, ওই পুলিশকর্মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করা ভোটারদের পরিচয় ও ঠিকানা লিখে নিচ্ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ওই ভোটারদের ভয় দেখানোর জন্যই এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, এই ঘটনা আসলে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বাচকদের ভয় দেখানো এবং এই ঘটনা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বড় বাধা। একই পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনা প্রসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানিয়েছেন। এই অভিযোগ সামনে আসার পরই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না এবং শাসকদলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর আগে ভবানীপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বুধবার দুপুরে হাজরা মোড় থেকে শুভেন্দুর সমর্থনে শাহের রোড শো শুরু হয়। মিছিলটি যখন কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই শুরু হয় ধুন্ধুমার। তৃণমূলের একদল কর্মী-সমর্থক মাথায় কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি ও বাদানুবাদ শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছিল। সূত্রের খবর, খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দাকে নজিরবিহীন ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, তআইপিএস হয়েও কলকাতা সামলাতে পারছেন না? আপনাকে কি নতুন করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে?দ কমিশনের এই কড়া মনোভাবের পরেই বুধবার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই দুঁদে আধিকারিক ডিসি ২ (দক্ষিণ) সিদ্ধার্থ দত্ত এবং ডিসি ২ (রিজার্ভ ফোর্স) মানস রায়কে শো-কজ করেছে লালবাজার। সেই ঘটনায় সরাসরি বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জমজমাট রবিবাসরীয় ভোট প্রচার

হাওড়ায় জনসংযোগ পদযাত্রায় অংশ নিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৫ এপ্রিলঃ রবিবাসরীয় প্রচারে জমজমাট হাওড়া। এদিন সকালে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায় ২৮নং ওয়ার্ডে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য জনসংযোগ পদযাত্রায় অংশ নেন। প্রচারে জনসংযোগ করেন প্রার্থী। এদিন রাজবল্লভ সাহা লেন, উমাচারণ ভট্টাচা্য লেন, বরোদা ভট্টাচা্য লেন, চারুচন্দ্র সিংহ লেন, গোপাল ব্যানার্জী লেন সহ বিভিন্ন পথে তিনি প্রচার পর্ব সারেন। এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ডঙ্খ পস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ২৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বহুতল থেকেও প্রার্থী অরূপ রায়ের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে ফুল ছুঁড়তেও দেখা যায়। সাধারণ মানুষকে দেখা যায়। প্রার্থী অরূপ রায়কে মালা পরিয়েও অনেকে শুভেচ্ছা জানান। দেখা যায়। এদিনের এই জনসংযোগ পথযাত্রায় সুশোভন চ্যাটার্জি, শ্যামল মিত্র সহ ২৮নং ওয়ার্ডের সভাপতি শৈলেন দাস এবং সৌমিত্র ঘোষ, দেবরাজ ঘোষ, সৌরভ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ প্রমুখ ওয়ার্ড ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি এদিন সকালে হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রেও ভোট প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন দুই যুযুধান শিবিরের দুই প্রার্থীই। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস মাইতি এদিন দুর্গাপুর অভয়নগর-১ অঞ্চলের দূর্গাপুর পঞ্চাননতলা থেকে হুদহুদ পাড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় পদযাত্রা করেন। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সুদৃশ্য তেরঙ্গা বেলুন নিয়ে বর্ণাঢ্য ওই নির্বাচনী পদযাত্রা হয়। দুর্গাপুর পঞ্চাননতলা থেকে শুরু হয়ে পল্লীমঙ্গল স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস, সমবায় পল্লী বাজার সহ বিভিন্ন পথ ঘুরে সকালের প্রচার কর্মসূচি শেষ হয় হুদহুদ পাড়ায়। তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি বলেন, ‘রবিবাসরীয় প্রচার বলে কিছু নয়, প্রচারে ভীড়ের নিরিখে ডোমজুড়ের বুকে প্রতিদিনই রবিবার তৈরি হচ্ছে। মানুষের ব্যাপক সাড়া, শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ পাচ্ছি। ডোমজুড় ইতিহাস তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বাঙালিকে রোহিঙ্গা বলে বিজেপি যে অপমান করছে নির্বাচনে তার যোগ্য জবাব বিজেপি পাবে।’ অন্যদিকে, এর পাশাপাশি এদিন সকালে এক বর্ণাঢ্য প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা। এদিন তিনি জগদীশপুর বাজারে চা চক্র এবং জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এরপর দুর্গাপুর অভয়নগর-১ অঞ্চলে তিনি জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সকালে টানা প্রচারের পর বরিষ্ঠ কার্যকর্তা পবিত্র প্রকাশ পোদ্দারের বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করেন বিজেপি প্রার্থী। গোবিন্দ হাজরা বলেন, ‘রবিবারের নির্বাচনী প্রচারে এদিন আমরা দুর্গাপুর অভয়নগর-১ অঞ্চলে জনসংযোগ করলাম। ছোট দুর্গাপুর, রামচন্দ্রপুর, মান্নাপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকা পায়ে হেঁটে প্রচার হয়েছে। বর্ণাঢ্য প্রচারে আমাদের বহু কর্মী সমর্থক অংশ নেন। আমরা প্রচারে নেমে ডোমজুড়ের মানুষের যে সমর্থন আশীর্বাদ পাচ্ছি তাতে এটুকু বলতে পারি ডোমজুড় কেন্দ্রের মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছে।’ এর পাশাপাশি এদিন হাওড়ার সাঁকরাইলে বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রিয়া পাল কান্দুয়া অঞ্চলে প্রচার করেন। জনসংযোগ পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নেন। বর্ণাঢ্য ওই প্রচারে প্রচুর তৃণমূল কর্মী সমর্থক অংশ নেন। এদিন সকালে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুবীর চ্যাটার্জি সমর্থনে রুদ্রপুর অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার হয়। দুপুরে বড়গাছিয়া ২নং অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার, বিকেলে জগৎবল্লভপুর ২নং অঞ্চলের বাঁকুলে কর্মীসভা, শঙ্করহাটি ১নং অঞ্চলে কর্মীসভা এবং সন্ধ্যায় পার্বতীপুর অঞ্চলে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম ঘোষের সমর্থনেও এদিন দিনভর বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

কল্যাণের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ, কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার কমিশনে নালিশ করতে চলেছে বিজেপি। তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। যা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে। বিজেপির বক্তব্য, বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে করা কল্যাণের মন্তব্য উস্কানিমূলক, অবমাননাকর, হিংসাত্মক। এই ভিডিয়ো সেন্সর করার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। কমিশনে লেখা চিঠিতে বিজেপি জানিয়েছে, এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে কল্যাণ ও অন্যান্য তৃণমূল নেতারা যাতে বিরত থাকে, সেরকম কঠোর পদক্ষেপ করুক নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি প্রচারে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে কিছু প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে বেলাগাম মন্তব্য করেন কল্যাণ। কল্যাণ বলেছেন, ‘৪ মে আপনাকে সবুজ আবির মাখাব। ১৫ দিন কেন, ১৫ মাস থাকুন। আপনার দাদাগিরি খতম করে দেব।’ এই কথার রেশ টেনেই কল্যাণ এরকম কিছু শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, সেটা রাজনৈতিক পরিভাষায় কুরুচিকর। এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছে বিজেপি। রবিবার নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দিয়েছে বিজেপি। সেখানে এক্স হ্যান্ডেলের লিঙ্কও ‘এমবেড’ করা হয়েছে। যে লিঙ্কে ক্লিক করলে কল্যাণের বিতর্কিত মন্তব্যের ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। বিজেপি তাতে লিখেছেন, তএটা দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে তৃণমূলের একজন সাংসদের মুখের ভাষা। এটা তৃণমূলের সংস্কৃতিকেই তুলে ধরছে।দ কল্যাণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানান বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া। কল্যাণের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে।

সোনা পাপ্পুর নাম বাদ! বহিস্কৃত কসবা থানার ওসি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ ফের সামনে এল পুলিশি গাফিলতির ঘটনা, তাও আবার খোদ কলকাতায়। কসবা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেবনাথকে বহিস্কার করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি কুখ্যাত দুষ্কৃতী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর নাম অ্যাক্টিভ ক্রিমিনাল লিস্ট বা সক্রিয় অপরাধীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা তদন্তে ধরা পড়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।সোনা পাপ্পু কসবা ও ঢাকুরিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এক আতঙ্কের নাম। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তিনি ত্রাস হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, এলাকায় অশান্তি ছড়ানো, বেআইনি নির্মাণ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উস্কানি দেওয়াসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গোলপার্ক, কাঁকুলিয়া রোড, ঢাকুরিয়াসহ আশপাশের এলাকায় সংঘর্ষ ও গুলি-বোমাবাজির ঘটনায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। স্থানীয়রা বলেন, তাঁর প্রভাবে অনেকে ভয়ে মুখ খুলতে চান না। সম্প্রতি গোলপার্কের কাছে একটি অশান্তির ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের চোখ খুলে যায়। তদন্তকারীরা দেখেন, পুলিশের অভ্যন্তরীণ ‘অ্যাক্টিভ ক্রিমিনাল লিস্ট’-এ সোনা পাপ্পুর নামই নেই। অথচ এলাকার মানুষের অভিযোগ অনুসারে তিনি এখনো সক্রিয়ভাবে অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। গভীর তদন্তে জানা যায়, কসবা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেবনাথই এই নামটি তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। এই গাফিলতি বা ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, অ্যাক্টিভ ক্রিমিনাল লিস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল। এতে যাদের নাম থাকে, তাদের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়, পেট্রোলিং বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সোনা পাপ্পুর মতো একজন কুখ্যাত ব্যক্তির নাম বাদ পড়লে পুরো এলাকার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাই ঝুঁকির মুখে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, তএই লোকের নাম তালিকায় না থাকায় পুলিশ অনেক সময়ই তাকে সহজে ধরতে পারেনি বা নজরদারি করেনি। ফলে এলাকায় তোলাবাজি ও অশান্তি বেড়েছে।দঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর কলকাতা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। ওসি বিশ্বজিৎ দেবনাথকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘পুলিশের মধ্যে কোনো ধরনের গাফিলতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। যে কোনো অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।’

১৪ দিন আগেই ভর্তি হয়েছিলেন, নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে দেখে শিউরে উঠলেন সবাই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ এপ্রিল ঃ ১৪ দিন আগে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। আশা ছিল, নেশামুক্তি কেন্দ্রে থাকলে মাদকের নেশা ছেড়ে যাবে। সেই আশা ছারখার হয়ে গেল পরিবারের। নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ। মৃতের নাম মাধব সরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার জগদীশপুরে। ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের কেয়ারটেকারকে আটক করেছে পুলিশ। জগদীশপুরে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে এদিন ভোরে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মাধব সরকারকে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের বাড়ি আনন্দনগরের ঝাউতলা এলাকায়। খবর পেয়েই তাঁর বাড়ির লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা জগদীশপুরে আসেন। নেশামুক্তি কেন্দ্রে মাধবকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে জগদীশপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ও র্যাফ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ওই বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রের কেয়ারটেকার রোহিত জয়সওয়ালকে পুলিশ আটক করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, গত ২৩ মার্চ মাধবকে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। ভর্তির পর থেকে তাঁদের দেখতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মৃতের ভাই বলেন, এদিন খবর পেয়ে আসার পর নেশামুক্তি কেন্দ্রের অন্য রোগীরা তাঁদের জানিয়েছেন, গতকাল রাতে মাধবকে রড, পাইপ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। সারারাত আতঙ্কে চিৎকার করেছিলেন মাধব। নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন মৃতের পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। মৃতের ভাই বলেন, মাধবের ১২ বছর ও ৫ বছরের দুই সন্তান রয়েছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন। এদিকে, মাধবের মৃত্যুর জেরে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অন্য রোগীদের পরিবারের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। একাধিক রোগীর পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে পৌঁছে যান। তাঁরা বলেন, তাঁদের রোগীকে এই নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁরা।

তৃণমূল যুব কর্মীদের প্রশ্নের মুখে রুদ্রনীল, গাড়ি থামিয়েই কথা বিজেপি প্রার্থীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ এপ্রিল ঃ কোনা ভূতবাগানে তৃণমূল যুব কর্মীদের প্রশ্নের মুখে রুদ্রনীল, গাড়ি থামিয়েই কথা বললেন বিজেপি প্রার্থী। রবিবার প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল যুব কর্মীদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। এদিন ওই বিধানসভার ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের কোনা পূর্বপাড়া খালপাড় ভূতবাগানে স্থানীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা এসআইআর এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন। ‘বারবার দিদিকেই চাই’ স্লোগান দেন। বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ গাড়ি থামিয়ে এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন তাঁদের সঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ‘ভাইরাল’ হয়। পরে এই বিষয়ে ৬৪ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কার্তিক ঘোষ বলেন, ‘সাধারণ মানুষ রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন না। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। এমন নিয়ে আমি বিজেপি প্রার্থী রুদ্রঙ্খনীল বাবুকে এদিন প্রশ্ন করেছিলাম। এছাড়া আমাদের এখানে ৯নং বুথে এসআইআরে প্রায় ১৮০ জনের নাম বাদ গেছে। এই নিয়েও ওনাকে প্রশ্ন করি। কিন্তু উনি আমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেননি। অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের প্রশ্ন কার্যত উনি এড়িয়ে গিয়েছেন। ওনার কাছ থেকে প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর আমরা পাইনি।’ অন্যদিকে, এই বিষয়ে রুদ্রনীল বাবুর প্রতিক্রিয়া কিছু জানা যায়নি।

সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষীর অস্থাবর সম্পত্তি দুই হাজার টাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া, হুগলি, ৫ এপ্রিল ঃ বাবা-মা সিপিএমের সদস্য। তিনিও কলেজ জীবন থেকেই বাম পতাকা কাঁধে তুলে নেন। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের কুলটির মেয়ে তিনি। তাঁর মেঠো কথায় উজ্জীবিত হন সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। একুশের নির্বাচনে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। আর এবার লড়ছেন হুগলির উত্তরপাড়া থেকে। মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সেই মনোনয়নপত্রে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কী জানিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়? তাঁর আয়ের উৎসই বা কী? দেখে নেওয়া যাক, কী বলছে মীনাক্ষীর জমা দেওয়া হলফনাম। শনিবার শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। হলফনামায় নিজের গত পাঁচ অর্থবর্ষে আয়ের জায়গায় ‘NIL’ লিখেছেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর আয় শূন্য বলে জানিয়েছেন। অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব দিতে গিয়ে মীনাক্ষী জানিয়েছেন, তাঁর হাতে নগদ ২ হাজার টাকা রয়েছে। একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর। সিপিএম এই প্রার্থীর নামে জীবনবিমা রয়েছে। তাঁর কি নিজের কোনও গাড়ি রয়েছে? হলফনামায় মীনাক্ষী জানিয়েছেন, ২০১৪ সালে মোটর বাইক কেনেন। উত্তরপাড়ার সিপিএম এই প্রার্থীর কোনও গয়না নেই। সবমিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৫৬ টাকা। নিজের স্থাবর সম্পত্তির হিসেব দিতে গিয়ে মীনাক্ষী জানিয়েছেন, তাঁর নামে কোনও কৃষিজমি নেই। তাঁর নামে কোনও বাড়ি নেই। সবমিলিয়ে নিজের স্থাবর সম্পত্তি শূন্য বলে জানান। পেশা হিসেবে সমাজকর্মী লিখেছেন বছর বিয়াল্লিশের মীনাক্ষী। আর আয়ের উৎস হিসেবে লিখেছেন সিপিএম থেকে পাওয়া ভাতা। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, ২০০৭ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাশ করেন তিনি। ২০১০ সালে বিএড পাশ করেন।

৪ তারিখের পর প্রশাসন নিজের কাজ করবে সে যত বড়ই গুন্ডা হোক না কেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ৫ এপ্রিল ঃ আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারে কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠে জনসভা করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করা নিরাপত্তা চাদরে মোরে ফেলা হয়েছিল কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে রাসমেলা মাঠ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা। বিকেল চারটে নাগাদ কোচবিহার বিমানবন্দরে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে নেমে সড়কপথে সভাস্থলে পৌঁছন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ সময় পর এত বিরাট জনসমুদ্র দেখতে পাওয়া গেল কোচবিহারে। এমনকি তিনি যখন বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে সভামঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তার দু'ধারে প্রচুর সাধারণ মানুষ একবার প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিল নিরাশ করেননি তাদের প্রধানমন্ত্রী নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মঞ্চে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থীরা উপস্থিত ছিল। দীর্ঘ সময় বাদে প্রায় কুড়ি বছর বাদে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে একসাথে দেখতে পাওয়া গেল দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তুই বিপরীতমুখী নেতা কোচবিহারের রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ এবং বংশী বদন বর্মনকে। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রীতিমত হুংকার দিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রিগেডে যে মানুষের ভিড় দেখেছিলাম সেই ব্রিগেড কেউ হার মানিয়ে দিয়েছে কোচবিহারের ভিড়। পুরো বাংলায় এখন চাইছে পাল্টানো দরকার সেই বিজেপি সরকার। তিনি বলেন বিমানবন্দর থেকে মঞ্চে আসা অব্দি যত মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল তা যে কোন বড় রোড শোকেও হার মানাতে পারে।

বাবুল সুপ্রিয়র হাত ধরে কংগ্রেস কাউন্সিলারের তৃণমূলে যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৫ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি জয়নগরে ভাঙন। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দীর্ঘ দিনের কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার (২ নং ওয়ার্ডের) রবিবার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এদিন জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাসকে নিয়ে বাবলু সুপ্রিয়ের হুডখোলা গাড়িতে প্রচারের সময় প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলার মনুজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন বাবুল সুপ্রিয়। এদিন তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হলেন। আর এব্যাপারে জয়নগরের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস বলেন, প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলারকে তৃণমূলে স্বাগত জানাই। তাকে সাথে নিয়ে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকার উন্নয়নের কাজ হবে।

প্রার্থী ঘোষণায় বিজেপি জেলা অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদ দাতা, নদীয়া, ৫ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নদীয়ার কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। শনিবার রাতে দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ও পেশায় শিক্ষক তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। তবে এই ঘোষণার পরই দলের অন্দরেই শুরু হয় তীব্র অসন্তোষ। একাধিক নাম নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই প্রার্থী ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মী। শনিবার রাতেই ক্ষোভ প্রকাশ পেলেও রবিবার দুপুরে তা রূপ নেয় সরাসরি বিক্ষোভে। রবিবার দুপুরে কৃষ্ণনগরের নদীয়া উত্তর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান দলের ক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রার্থী তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পূর্ববর্তী নির্বাচনের সময় কর্মীদের বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও তুলে ধরেন বিক্ষোভকারীরা। এছাড়াও, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর অর্থ লেনদেন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে জেলা নেতৃত্ব এই প্রার্থী নির্ধারণ করেছে। বিক্ষোভরত কর্মীদের স্পষ্ট দাবি; অবিলম্বে প্রার্থী পরিবর্তন করতে হবে এবং তা করতে হবে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেই। তাঁদের হুঁশিয়ারি, জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস আলোচনায় না বসা পর্যন্ত জেলা কার্যালয়ের তালা খোলা হবে না এবং আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে। এই ঘটনাকে ঘিরে নির্বাচনের আগে বিজেপির অন্দরমহলের কোন্দল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হুডখোলা গাড়িতে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে বাবুল সুপ্রিয়

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৫ এপ্রিল ঃ বিধানসভার নির্বাচনের আগে রবিবাসরীয় প্রচারে চমক দিল তৃণমূল কংগ্রেস জয়নগরে। এদিন বিকালে জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাসকে সঙ্গে নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে করে প্রচার করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। এদিন বিকালে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার এক নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে শুরু হয়ে এই প্রচার সম্বিতেশতলা, পালপাড়া, বুড়োরঘাট, মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুল মোড়, দত্তবাজার হয়ে মজিলপুর তালপুকুর মোড়ে জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। এদিনের এই ভোট প্রচারে প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এদিন প্রচারের মাঝে বৃষ্টি কিছুটা হলেও বিঘ্ন ঘটালেও রবিবাসরীয় প্রচারে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ, সেই চিন্তায় আত্মঘাতী মহিলা

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, রিষড়া, হুগলি ৫ এপ্রিল ঃ হুগলির রিষড়া গ্রামপঞ্চায়েতের বারুজীবী এলাকার বাসিন্দা মিনতি সেন (৫৮)। ভোটার তালিকায় নাম বাদ। পরিবারের দাবি, সেই চিন্তায় আত্মঘাতী মহিলা। শনিবার রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকায় মিনতি সেনের নাম নেই। এমনকী নাম বাদ গিয়েছে ছেলেরও। তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। ছেলে ভোলা সেন জানান, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। বার বার ধাক্কা দিলেও ভিতর থেকে সাড়াশব্দ মেলেনি। এর পরেই পড়শিদের ডাকেন। তাঁরা এসে দরজা ধাক্কা দিতেই মিনতির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। ভোলা জানান, আধার কার্ডে তাঁর মায়ের নাম মিনতি সেন থাকলেও ভোটার কার্ডে মিনু সেন ছিল। তালিকায় নাম না আসায় চিন্তায় পড়ে যান। ছেলেকে বার বারই বলতেন, যদি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এ দিকে ভোলারও নাম নেই তালিকায়। রবিবার সকালে ভোটপ্রচারে বেরিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষ। তন্ময় বলেন, ‘মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ২০০২ সালে তাঁর নাম ছিল বেলুড়ে। তার পরে কয়েক বছর ধরে রিষড়ায় থাকছিলেন। সেই কারণে সমস্ত নথি ট্রান্সফার হয়নি। তাতে নাম বাদ। তা নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন। বাড়ির ঠিকানা বদল হলে যে নাম বাদ পড়ে যাবে, এটা তো ভাবা যায় না। মানুষ ভোটের বাক্সে এর জবাব দেবেন। ৮ এপ্রিল শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন। তাঁকেও এটা জানানো হবে।’ যদিও শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, ‘যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। কী কারণে মারা গিয়েছেন, সেটা দেখার দায়িত্ব তৃণমূলের নয়। অনেক কারণেই মারা যেতে পারেন। তবে মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তদন্ত হোক।’

বেহালায় পার্টি অফিস ভাঙচুর! তৃণমূলকে নিশানা করে থানায় অবস্থান-বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, রিষড়া, হুগলি ৫ এপ্রিল ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে দক্ষিণ কলকাতার বেহালার পর্ণশ্রী এলাকায় রবিবার দুপুরে উত্তেজনা চরমে ওঠে। পোস্টার টাঙানোকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বচসা মুহূর্তে রূপ নেয় সংঘর্ষে। একদিকে শাসক দল তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের পোস্টার লাগাতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবির বিজেপির দাবি, তাঁদের কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এই নিয়েই পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে। ঘটনার সূত্রপাত, দুপুরের দিকে পর্ণশ্রী এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায়। শাসক দলের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে কিছু কর্মী পোস্টার লাগাতে গেলে সেখানে উপস্থিত বিরোধী দলের সমর্থকরা আপত্তি জানান বলে অভিযোগ। সেই বাধা ঘিরেই শুরু হয় উত্তেজনা। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, এরপরই বিরোধী দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। একই সঙ্গে পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনাও সামনে আসে। এই ঘটনার পরই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তবে উত্তেজনা থামেনি। পরে বিজেপির প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ নিজে থানায় পৌঁছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, পুরো ঘটনাটি পরিকল্পিত এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থীর নেতৃত্বেই হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, পুলিশের উপস্থিতিতেই এই হামলা হয়েছে, যা নিয়ে তিনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, শাসক দলের প্রার্থী থানায় পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকেরা মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। স্লোগান, প্রতিবাদ - সব মিলিয়ে মুহূর্তে এলাকায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে মানবশৃঙ্খল তৈরি করে ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঠিক কীভাবে ঘটনা শুরু হল এবং কারা ভাঙচুরে জড়িত ছিল, তা নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে পোস্টার ঘিরে সংঘর্ষের এই ছবি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, নির্বাচনের ময়দান যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ এবং সংঘাতের সম্ভাবনা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৫ সংখ্যা, সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৪৩২

নাটোরের ভবানী মন্দির

২৮ বছর পূর্বে যখন প্রথম নাটোর ভ্রমণ করি, নাটোর তখন নব্য জেলার খেতাব পাওয়া একটি মফস্বল শহর। সরু সড়ক, ঘিঞ্জি গলি, ছড়ানো-ছিটানো দুর্বল অবকাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাণী ভবানীর বাড়ি তখন প্রায় অরক্ষিত; ভবনগুলো ছিল মলিন ও যত্নহীন। সেই নাটোর এখন অনেক পরিবর্তিত। শহরের বুক চিরে এখন বিশাল ডিভাইডার, চোখ জুড়ানো অট্টালিকা, শহরজুড়ে নানা পণ্যের শোরুম;সবকিছুতেই নবজাগরণ। এও পরিবর্তনের মাঝেও নাটোরে এখনও উপজেলা-লেভেলের ঘুমন্ত খেয়ে পড়া মানুষের ভিড়ে আধুনিক বস্তিতে পরিণত হয়নি;এটি একটি ভালো দিক। নাটোরে এখনও প্রাণভরে শ্বাস নেওয়া যায়। এরই মধ্যে বহু বছর আগে দেখা রানী ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপাতিয়া জমিদারবাড়ির ব্যাপক সংস্কার হয়েছে। নাটোর শহর ঘুরে রানী ভবানীর বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যায় ভেতরের উৎসবের আমেজ। বাড়ির পূজামণ্ডপে পূজা চলছে, সেই পূজা উৎসবে শহরের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সমবেত হয়েছেন। নাটোরের রানী ভবানীকে বলা হতো 'অর্ধবঙ্গেশ্বরী'। তার রাজত্বকাল জমিদারি বর্তমান নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার জমিদারির আদি ও মূল কেন্দ্র ছিল নাটোর, যা ক্রমান্বয়ে ১৩৯টি পরগণার প্রায় ১২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত হয়। বর্তমানে এখানে চারটি ভবন অক্ষত রয়েছে। এর মধ্যে ছোট তরফের একতলা সুদৃশ্য ভবনটি ১৯৮৪ সালে নাটোরের জজ কোর্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল। ভবনগুলো এখন তালাবন্ধ। প্রাঙ্গণে রয়েছে প্রাচীন বৃক্ষরাজি, যা শীতকালে নানা অতিথি পাখির আবাসে পরিণত হয়। এছাড়া রয়েছে একটি অতিথিশালা, 'হানি কুইন' নামক একটি ভবন, দুটি কাচারিঘর এবং একটি মালখানা। প্রবেশমুখে বাঁ পাশে রয়েছে তারকেশ্বর মন্দির, যেখানে শিবের পূজা হয়। বড় তরফের নির্মিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ মন্দিরও অক্ষত রয়েছে, যেখানে রাধা-কৃষ্ণ ও জগন্নাথের পূজা হয়। পাশেই সর্বমঙ্গলা ও দুর্গা মন্দির অবস্থিত। এই প্রাঙ্গণে নতুন-পুরাতন মিলিয়ে শিবমন্দিরের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বড় তরফ প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত রানী ভবন, যেখানে রানী ভবানী বসবাস করতেন। বর্তমানে এর অবস্থা এতটাই জীর্ণ যে সাইনবোর্ড না থাকলে চেনা কঠিন। রানী মহলে যাওয়ার পথে ডান পাশে রয়েছে চারবাংলা মন্দির চত্বরের ধ্বংসাবশেষ। মুর্শিদাবাদের তার বাসভবনে একই ধারনের চারবাংলা মন্দির এখনও অক্ষত রয়েছে, যা দেখে নির্মাণশৈলীর নিপুণতা অনুমান করা যায়। রানী ভবানী বিশাল জমিদারির অধিকারী হয়েও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। প্রজাদের কল্যাণ ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে তার আগ্রহ ছিল গভীর। নাটোরসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি হাওড়া থেকে কাশী পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেন, যা 'রানী ভবানী রোড' বা 'বেনারস রোড' নামে পরিচিত ছিল। বগুড়ার শেরপুরে ভবানীপুর তীর্থস্থানের উন্নয়নেও তিনি অবদান রাখেন।

সমরেশ বসুর চোখে উত্তমকুমার

সাহিত্যিক সমরেশ বসুর মতে, বাংলা দেশের অদ্বিতীয় নায়ক উত্তমকুমার, সবথেকে বেশি প্রিয়তম। একজন সর্বজনপ্রিয় রোমান্টিক হিরো সম্পর্কে এটাইতো শেষ কথা নয়। পর্দার বুকে ফেড-ইন ফেড-আউটের বাইরে, সকলের দৃষ্টির বাইরেও হয়তো একজন নায়ক আছে, যে নিজের কাছেও সর্বাংশেনায়ক। উত্তমকুমারও হয়তো তাই। সেটাই শক্তি। সেখান থেকেই অদ্বিতীয়ের উদ্ভব। প্রসঙ্গত শ্রীসত্যজিৎ রায়ের উক্তি আবার মনে করা যেতে পারে-ওর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। আশ্চর্য অভিনয় দক্ষতা। উত্তমকুমারের মতো নায়ক নেই, কেউ হবে না! উত্তমকুমারের দর্শকদের টেনে রাখার ক্ষমতা আছে। অনেক নায়ক আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো অভিনয় করেন, কিন্তু উত্তমকুমারের মতো কেউ নেই, কেউ হবে না। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর টিভি-তে আবার নায়ক ছবি দেখানো হয়েছিল। টিভিতে আবার নায়ক দেখে শ্রীরায় বলেছিলেন, এখন এছবি দেখলে নিজের কাজে হয়তো অনেক ত্রুটি ধরা পড়ে কিন্তু উত্তম কুমারের অভিনয় নিখুঁত। ও এ ছবিতে অভিনয়ই শুধু করেনি, নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে সত্যিকারের কিছু কনট্রিবিউটও করেছিল। উত্তমকুমারের দর্শকদের টেনে রাখার ক্ষমতা আছে ' তিনি এই শিল্পীটির ফিল্ম প্যারসোন্যালিটির কথাই মনে করিয়ে দিতে চাইছেন, যেটা না থাকলে কেউ এতদিন ধরে দর্শকদের কাছে একটানা একইরকমভাবে জনপ্রিয় থাকতে পারে না। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর কথায়, উত্তর কলকাতার দিকে কি একটা কাজে যাচ্ছিলাম। বৌবাজার মোড়ে,রূপম সিনেমার সামনে আমার গাড়িটি বিরাট জ্যামে পড়ে আটকে গেল। একে দুপুরের গরম, তাঁর উপরে পাশের ছানাপট্টি অবিক্রীত স্নেহবস্তুর গন্ধ, অসম্ভব মেজাজ খারাপের ব্যাপার। আর বাহনটি নট নড়ন চড়ন, প্রায় মিনিট বিশেক একিই জায়গায়। ন যযৌ ন তস্হৌ। হঠাৎ অধৈর্য হয়ে মুখ তুলতেই একটা কেয়স্ক চোখে পড়লো। থারটি ফরটি মাল্টিকালার পোষ্টারে উত্তমকুমার হাসছেন। মুক্তি প্রতীক্ষিত কোন একটি ছবির নায়ক হিসেবে। বিশ্বাস করুন, ফিল্মের লোক হয়েও উত্তমকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও, আমার চোখ পোষ্টারে কুইক জুমচার্জ করে একেবারে যেন সেঁটে গেল। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না। অথচ টের পাচ্ছি সময়,বেশ অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছে। ততক্ষণে আমার চোখ মনকে জিঞ্জেস করছে, কি আছে ঐ চেহারায়। কেন এতো টানছে? কিসের এত সম্মোহনী শক্তি, বাজে লে-আউটের একটা থার্টি-ফরটি পোষ্টারের? বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা কিন্তু প্রায় আধ ঘন্টা আমি ঐ পোষ্টারের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। তারপর এক সময়ে পোষ্টারটি চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

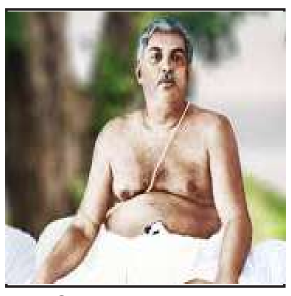

মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

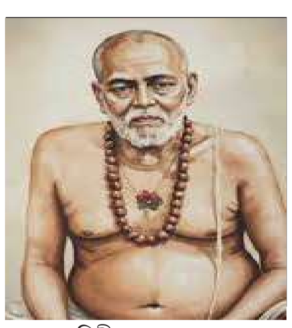

শশ্মানচারিনী মাতা বামাক্ষ্যাপাকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি তো আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। বামাক্ষ্যাপা তা পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হন। আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা।

জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটির সদস্য হয়ে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের ওপর জোর দেন

রবীন্দ্রকুমরা শীল

Jallianwala Bag massacre on 13 April, 1919 in Amritsar. The Massacre metamorphosed the political atmosphere. The emerging scenario helped Mohandas to get into the driver's seat. As a priliminary step, he took control of the

populer newspapers, 'Yourng India' and 'Navajivan', and became a memeber of the Jallianwala Bag enquiry Committee, which was formed by Madan Mohan Malaviya, then party Prisident, with C.R.Das, Motilal Nehru, Abhas Tyabji and M.R. Jayakar as members. Although Das mainly conducted the strenuous enquiry Gandhi undertook to draft the enquiry report. Also, he drafted the party's constitution, taking care to secure the cooperation of Das and Tilak in the matter, before the calcutta session (September 1920).

জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের সময়ে স্যার চেত্তুর শঙ্করন নায়ার ব্রিটিশ শাসনামলে উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত অল্প কয়েকজন ভারতীয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের অনেক আগেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এক প্রতিবাদী কণ্ঠ ঔপনিবেশিক গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সাহস দেখান এবং এর জন্য তাঁকে মূল্যও চোকাতে হয়েছিল। ১৯১৯ সালে, উত্তর ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ভাইসরয়ের পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। এই হত্যাকাণ্ডে একটি জনসভায় অংশ নেওয়া শত শত বেসামরিক নাগরিককে ব্রিটিশ সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ পূর্তিতে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে ভারতে ব্রিটেনের ইতিহাসে একটি 'লজ্জাজনক ক্ষত' হিসেবে বর্ণনা করেন। পাঞ্জাবের তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ারের সমালোচনা করায় নায়ারের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা হয়, যা এই হত্যাকাণ্ড এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডকে জনসমক্ষে আনতে সাহায্য করে। নায়ারের একটি জীবনীতে, স্বাধীন ভারতের প্রথম পররাষ্ট্র সচিব কেপিএস মেনন তাঁকে তাঁর সময়ের একজন অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নায়ার তাঁর স্বাধীনচেতা মতামত ও চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণার জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের এমনকি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বর্তমানে জাতির পিতা হিসেবে বিবেচিত মহাত্মা গান্ধীরও সমালোচনা করতেন।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি খুবই সংকট জনক ছিল। এটা সত্যি যে জনগণের পক্ষ থেকে বিশৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলা দমনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোও ছিল অত্যন্ত কঠোর। নেতারা জনগণকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের গৃহীত কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থার ইতিহাসে নজির খুব কমই ছিল। অমৃতসরে জনগণকে অবাধে চলাফেরা করতে দেওয়া হচ্ছিল না। সকল প্রকার সমাবেশ ও সভা নিষিদ্ধ করে একটি ঘোষণা জারি করা হয়েছিল। তবে, এই ঘোষণাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়নি এবং এটি শুধুমাত্র ইংরেজিতে করা হয়েছিল বলে খুব কম লোকেই এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক একটি বাগানে সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। জেনারেল ডায়ার সভাটি ঠেকানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেননি। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়ি ও সৈন্য নিয়ে যান। কোনো পূর্ব সতর্কবার্তা না দিয়েই তিনি আদেশ দিলেন, 'গোলাবারুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি চালাতে থাকো।' বাগানটি প্রাচীর ও দালানকোঠা দিয়ে ঘেরা ছিল এবং এর বেরোনোর পথ ছিল মাত্র একটি। প্রথম গুলিতেই বেরোনোর পথটি বন্ধ হয়ে যায় এবং ভিড়ের পালানোর কোনো আশা ছিল না। সেখানে ছয় থেকে দশ হাজার লোক ছিল। সৈন্যরা সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর ষোলশোরও বেশি গুলি বর্ষণ করেছিল।

একসময়কার বাগানটি এখন এক নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যপটে পরিণত হয়েছিল। শত শত পুরুষ, নারী ও শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, যদিও সরকারি পরিসংখ্যানে মাত্র ৩৭৯ জন নিহত এবং ২০০ জন আহতের কথা বলা হয়েছিল। আহত ও মুমূর্ষুদের মাটিতে ফেলে রেখে সৈন্যরা মার্চ করে চলে গেল। 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' শব্দটি গণহত্যার সমার্থক হয়ে উঠেছিল।

এইসব খারাপের পাশাপাশি, সমগ্র পাঞ্জাব জুড়ে আরও অনেক লজ্জাজনক কাজ করা হয়েছিল। ভারতীয়দের হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও জেনারেল ডায়ার আদেশ দিয়েছিলেন যে, নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কোনো ব্রিটিশ অফিসারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত ভারতীয়কে যানবাহন থেকে নেমে সালাম দিতে হবে। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু জায়গায় পুরুষদের বিবস্ত্র করে চাবুক মারা হয়েছিল। ছাত্র ও শিশুদের রোল কলের জন্য, প্যারেডে যোগ দেওয়ার জন্য এবং ব্রিটিশ পতাকাকে স্যালুট করার জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারপর ছিল বিয়ের বরযাত্রীদের বিবস্ত্র করে চাবুক মারা, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেন্সরশিপ আরোপ এবং ভারতীয় পরিবার গুলিতে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। জেনারেল ডায়ারের সামরিক আইন পাঞ্জাবে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল।

সিএফ অ্যান্ড্রুস, যিনি ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন, গান্ধীকে চিঠি লিখে অবিলম্বে আসার জন্য অনুরোধ করেন। গান্ধী যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্থানটি পরিদর্শনের অনুমতির জন্য তাঁর বারবার করা অনুরোধ সরকার প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে, সেই বছরের অক্টোবরে, ভাইসরয় তাঁকে পাঞ্জাব সফরের অনুমতি দেন এবং গান্ধীজি যান।

লাহোর রেল স্টেশনে পৌঁছে গান্ধীজি দেখলেন যে, শহরের প্রায় সমগ্র জনগণই সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

পাঞ্জাবে সংঘটিত নৃশংসতার তদন্তের জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে। লাহোরে পৌঁছানোর পর তাঁকে সেই কমিটিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি পাঞ্জাবের ঘটনাগুলোর একটি ধীরগতিতে কিন্তু পদ্ধতিগত তদন্ত শুরু করেন।

জওহরলাল নেহেরু, যিনি পাঞ্জাবেই ছিলেন, উপলব্ধি করলেন যে গান্ধীই গণমানুষের নেতা। তাঁর চিন্তা ও কর্মের কারণে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। গান্ধী যেভাবে তদন্ত পরিচালনা করেন, তা নেহেরু লক্ষ্য করেন। অত্যাচারের বিষয়ে গান্ধীর প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল যে, সরকার কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল। গান্ধী কখনোই কারো উপর প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু সরকারের নিজের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের নীরব উপস্থিতি দেখে তিনি হতবাক হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের মানুষের দুর্দশায় গান্ধী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। নিরস্ত্র মানুষের ওপর যে ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তা তিনি জানতেন।

গান্ধী তখন জনগণকে সরকারের সঙ্গে সম্ভাব্য সব উপায়ে অসহযোগিতা করার পরামর্শ দিলেন। তিনি ব্রিটেনের দেওয়া কোনো সম্মাননা গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন এবং যারা ইতিমধ্যে সম্মাননা পেয়েছেন, তাদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি চেয়েছিলেন জনগণ যেন পণ্য বর্জনের একটি আন্দোলন শুরু করে। তিনি চান ভারতীয়দের সরকারের কোনো পদে কাজ না করার জন্য বোঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা হোক। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছাত্রদের ডেকে পাঠালেন।

ভারতীয় জনগণের উপর গান্ধীর প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছিল। পুরনো নেতারা, যাঁদের অনেকেরই উদার পন্থী নীতি ছিল, তাঁরা ভারতীয় রাজনীতি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯২০ সালের শেষ নাগাদ গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা ও প্রধান হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস অবিলম্বে স্বশাসনের জন্য লড়াই করছিল। তাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি ছিল সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগিতা।

অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে রাস্তায় প্রতিবাদ পদযাত্রা

বুদ্ধদেব মিশ্র

এফআইআর থেকে মিছিল;রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে বাড়ছে চাপ। টলিউডে এখনও কাটেনি শোকের আবহ। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু যেন এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে গোটা ইন্ডাস্ট্রির সামনে। ঠিক কীভাবে মৃত্যু হল তাঁর;এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এখন জোরালো হচ্ছে তদন্তের দাবি।

ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার তালসারিতে, যেখানে 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে

গিয়েছিলেন রাহুল। সূত্রের খবর, শুটিং চলাকালীনই জলে নামার পর ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে। যদিও প্রাথমিকভাবে এটিকে দুর্ঘটনা বলা হলেও, ধীরে ধীরে সামনে আসছে একাধিক অসঙ্গতি।

অভিযোগ উঠেছে;শুটিং স্পটে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না, এমনকি প্রয়োজনীয় অনুমতিও নাকি ঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে;এই মৃত্যু কি শুধুই দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে গাফিলতি?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার সরব হয়েছেন অভিনেতার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। তাঁর উদ্যোগে এবং আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যদের উপস্থিতিতে ৪ এপ্রিল কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় দায়ের করা হয়েছে একটি 'জিরো এফআইআর'। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২), ১০৬(১) এবং ২৪০ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে, যেখানে গাফিলতি, দায়িত্বে অবহেলা এবং সম্ভাব্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে টলিপাড়া। শনিবার বিকেলে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো থেকে রাধা স্টুডিও পর্যন্ত একটি মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে অংশ নেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, জুন মালিয়া-সহ বহু শিল্পী ও কলাকুশলী। কালো ব্যাজ পরে, নীরবতার মধ্যেই তাঁরা জানান প্রতিবাদ এবং দাবি তোলেন স্বচ্ছ তদন্তের। শুধু তারকারাই নয়, এই প্রতিবাদে সামিল হন সাধারণ মানুষও। অনেকেই রাহুলের ছবি হাতে নিয়ে রাস্তায় নামেন। তাঁদের কণ্ঠেও একটাই দাবি;একজন শিল্পীর এমন মৃত্যু কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, সত্যিটা সামনে আসতেই হবে।

যদিও আর্টিস্ট ফোরামের তরফে জানানো হয়েছে, এটি কোনও অফিসিয়াল কর্মসূচি নয়, তবুও ব্যক্তিগতভাবে বহু শিল্পীর উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে;এই ঘটনা শুধু একটি মৃত্যু নয়, বরং ইন্ডাস্ট্রির নিরাপত্তা ও দায়বদ্ধতা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ঘটনার ছ'দিন পেরিয়ে গেলেও রহস্য এখনও কাটেনি। বরং দিন যত যাচ্ছে, ততই বাড়ছে প্রশ্নের সংখ্যা।

রাহুলের মৃত্যু কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও বড় গাফিলতি;এই প্রশ্নের উত্তরই এখন খুঁজছে পরিবার, ইন্ডাস্ট্রি এবং সাধারণ মানুষ।

এখন দেখার, তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়। আর সত্যিটা আদৌ সামনে আসে কি না।

অভিনেতা রাহুল ওরফে অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে হাজার প্রশ্ন। প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার-সহ আরও অনেকে। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তোলপাড় টলিপাড়া। তালসারিতে 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে যান। পুলিশ সূত্রে দাবি, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বিনা অনুমতিতেই নাকি সেখানে চলছিল শুটিং। ফলে অভিনেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কেন, কী ভাবে ঘটল এই ঘটনা? সেই উত্তর চাইতেই পুলিশের দ্বারস্থ স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার-সহ আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বিতীয় শহিদ হলেন বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত

ড. সুবীর মুখোপাধ্যায়

চন্দনগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কানাইলাল এর সাথে জেলে দেখা করার ফাঁকফোকর খুঁজছিল বেশ কিছুদিন ধরে। আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, চারুচন্দ্র রায়, বারীন্দ্র কুমার, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাস কর, হেমেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রমুখের সাথে কানাইলাল বন্দি।

শ্রীশচন্দ্র বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রাম থেকে তখন চন্দননগরের বাসিন্দা। চন্দননগরের বাসিন্দা কাকা বামাচরণের কাছে থেকে স্থানীয় চন্দননগর কলেজে পড়াশোনা করছে। এই সময় বিপ্লবী চারু চন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আসে। পরবর্তীকালে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্র সে কথা মতিলাল রায়কে এসে জানালেন। মতিলাল রায় সেই সময় চন্দন নগরের বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা। নিজে ব্রহ্মচর্য জীবনে উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ চন্দন নগরে মতিলাল রায়ের কাছে আশ্রয় নেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। সে প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে আসা যাবে।

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল রায় কে নিয়ে আলিপুর বোমা মামলায় বন্দিদের সাথে একদিন দেখা করতে গেলেন। জেলের গরাদের অপরপ্রান্তে বন্দীরা আর এই প্রান্তে দর্শনকারীরা। বেশ কিছুটা হট্টমেলা। এতটা বজ্র কঠিন নিরাপত্তা নেই। মতিলালকে দেখে কানাইলাল চওড়া হাসিতে বলে উঠল, এই যে মতিলাল এখানে আসা থেকে তোমাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। মতিলাল জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীঅরবিন্দ কোথায়? কানাইলাল বলল, উনি কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন না, ধ্যানেই থাকেন, কথাবার্তা বলেন না বললেই চলে।

বারীন্দ্র কুমার, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাস কর, হেমেন্দ্রনাথ,হেম চন্দ্র, অনেকের সঙ্গে মতিলালের পরিচয় করিয়ে দিলেন কানাইলাল।

মতিলাল নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি করতে চাইছো? কানাইলাল বলল, আমরা সকলে মিলে পলায়ন করব। ভেতর থেকে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। বাইরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে কানাইলাল বলল, তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। মতিলাল জিজ্ঞাসা

করল, কেমন করে জেল থেকে পালাবে? কানাইলাল বলল, উপায়ের কথা পরে বলব। বাইরে থাকার আস্তানা ঠিক করতে পারলে জেল থেকে বের হওয়া কোনো দুঃসাধ্য কাজ নয়। কানাইলাল এর কথাগুলো তরুণ মনের চাঞ্চল্য মনে করে মতিলাল জিজ্ঞাসা করল, শ্রী অরবিন্দ, চারুবাবু এতে রাজি আছে? উত্তরে কানাইলাল বলল, না ওনারা রাজি নন। অনেকেই পালিয়ে যেতে রাজি হচ্ছেন না। অনেকেই ভাবছেন আমাদের অপরাধ কোর্টের বিচারে প্রমাণ হওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু আমরা তো দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকার পক্ষে নয়। দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকা এবং আন্দামান দর্শন করার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। আমরা কয়েকজন তাই পালাবার ব্যবস্থা করছি। ভারত মাতাকে শৃংখল মুক্ত করতে হবে। ফিরে এসে শ্রীশচন্দ্র আর এক বন্ধুর খোঁজ পেল। তিনি চন্দননগর মুরারি পুকুর বাগানেই থাকতেন। ধরা পড়ার দিন সেখানে না থাকায় অব্যাহতি পান। তিনি ছিলেন খাঁটি একজন বিপ্লবী। সবরকম দুঃসাহসিক কর্ম করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে ওদের সবরকম থাকার ব্যবস্থার আশ্বাস দিলেন। সেই খবর জেলে কানাইলালের কাছে পৌঁছল। এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে তড়িঘড়ি আলিপুর মামলা শুরু হল। বারীন্দ্র কুমার সহ সকলই মুক্ত কণ্ঠে বিপ্লবের কথা ঘোষণা করল। ওদের যুক্তি ছিল তারা অবধারিত দণ্ডিত হবে। কিন্তু ওদের দেখে ভবিষ্যতে তরুণ সমাজ উদ্বুদ্ধ হবে। ভারত মায়ের শৃংখল মোচন করতে এগিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে তারা জেল ভেঙে বেরিয়ে যাবে। দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু এই মামলায় শ্রী অরবিন্দকে যুক্ত করার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাদের ছিল না। কিন্তু হঠাৎ অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজ সাক্ষী রূপে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি করল শ্রীঅরবিন্দ ওই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই স্বীকারোক্তি ব্রিটিশ শাসকের ষড়যন্ত্র ও অভিষ্ঠকে শক্তিশালী করল। মামলা শেষ হতে সত্বর ব্রিটিশ গভমেন্ট নরেন্দ্রনাথকে বন্দিশালা থেকে জেলে চিকিৎসা ভবনে নিয়ে গিয়ে রাখল। বাকি সকল বিপ্লবী রাগে, দুঃখে হিংস্র বজ্রের মতো হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে আবার মতিলাল রায় ও শ্রীশচন্দ্র আলিপুর জেলে কানাইলালের সাথে দেখা করল। জেলের গরাদের ওপার থেকে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চোয়াল শক্ত করে কানাইলাল বলল, তোমাদের আমাকে দুটো রিভলবার দিতে হবে। মতিলাল রায় চিন্তিত হয়ে বলল, জেলে রিভলবার ঢোকানো খুবই কঠিন। আর রিভলবার নিয়ে তোমরা রাখবে কোথায়? উত্তরে কানাইলাল বলল, আমরা সে ভাবনা ভাবি নি তা নয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের নিষেধ করেছেন, কিন্তু রাজসাক্ষী বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথ এর রক্ত পান না করলে পিপাসা নিবৃত্ত হবে না।

কানাইলালের নিচের ঠোঁটটা ছিল খুবই পুরু। অর্থাৎ মোটা। সেই পুরু ঠোঁট আবেগে কেঁপে উঠল। শ্রীশ চন্দ্রকে বলল, তোমাকে এই ব্যবস্থা করতেই হবে। বাড়ি ফিরে মতিলাল এবং শ্রীশচন্দ্র গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করল। শ্রীশচন্দ্রের উৎসাহ প্রবল। খাঁটি বিপ্লবী। ইত্যবসরে কানাইলাল এর সাথে একদিন দেখা করতে গেল শ্রীশচন্দ্র। দেখা করে এসে এক বুক হাসি নিয়ে মতিলালকে বলল, ব্যাপারটা আদৌ শক্ত নয়। জেলার সাহেব অমায়িক লোক। মাথা নিচু করে কাজ করেন। বিপ্লবীদের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখেন না। যারা দেখা করতে যায় তাদের কোন পরীক্ষা বা সার্চ করেন না। কথায় কথায় দুটো কেন চারটে রিভলবার পৌঁছে পার করে দেওয়া এমন কি শক্ত কাজ!

শ্রীশচন্দ্রের প্রফুল্লতা দেখে মতিলাল বুঝলেন কার্য সিদ্ধ হয়েছে। রিভলবার কানাইলাল এর কাছে পৌঁছে গেছে। আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা কমেছে। ভাদ্র মাসের সূর্য কিরনে রোদের তীক্ষ্ণতা। ততই তীক্ষ্ণ দুজনের চোখ। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে জেলে হাসপাতালে পাশাপাশি ভর্তি হলেন। কানাইলালের শরীর ম্যালেরিয়ার জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথের ততটা নয়। দুজনে পরিকল্পনা মত এই হাসপাতালের অন্য ওয়ার্ডে ভর্তি বিশ্বাস ঘাতক নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠাল। আরো দুজন সহকর্মী রাজসাক্ষী হবে এই আশায় এবং আনন্দে এক ডাকেই নরেন্দ্রনাথ এসে পৌঁছল কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সাক্ষাতের কিছুটা সময় অতিবাহিত হতেই দুজনের রিভলবার থেকে গুলিবর্ষণ। নরেন্দ্রনাথ গুলিবিদ্ধ হল। প্রাণভয়ে নরেন্দ্রনাথ পালাতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আবার গুলি চালাল। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে নরেন্দ্রনাথ দৌড়াতে লাগল। ততক্ষণে কানাইলালের রিভলবার থেকে পরপর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে নরেন্দ্রনাথ নর্দমার ধরে মুখ থুবড়ে পড়ল। কানাইলাল নরেন্দ্রনাথ এর বুকের উপর বসে, গুলির পর গুলি চালিয়ে ওর শেষ নিঃশ্বাসটুকু কেড়ে নিল। জ্বরে আক্রান্ত কানাইলালের দেহে তখন ১০৫ ডিগ্রী উত্তাপ।

পরদিন সংবাদপত্রে খবরটা প্রকাশিত হল। দেশব্যাপী কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি উঠল। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। সমগ্র চন্দননগরবাসী মিছিল করে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল, আমাদের কানাইলালের এই কীর্তি। যথারীতি কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের বিচারের ফল বের হল কিছুদিনের মধ্যেই। প্রত্যাশিত দুজনেরই ফাঁসির আদেশ হল। প্রথম ফাঁসির দিন ধার্য হল কানাইলালের। ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর। তারপর হবে সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি। কারণ হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের পরিবার আত্মীয় স্বজন ফাঁসি মুকুবের জন্য আবেদন করে। কিন্তু কানাইলাল সেইটুকু সুযোগও পরিবারের কাউকে দেননি। কানাইলাল মরণের জন্য প্রস্তুত ছিল। তার ফাঁসির দিন আগেই ধার্য হল।

একমাত্র কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ আশুতোষ দত্ত জেলে গিয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পায়। আশুতোষ দত্তের মুখের বয়ানে পাওয়া যায় ফাঁসির হুকুমের পর কানাইলাল শুধু ম্যালেরিয়া জ্বর মুক্ত হয়নি, ওর ওজন পাঁচ পাউন্ড বেড়ে যায়। শুধুমাত্র কানাইলালের একটাই আর্জি ছিল তার ফাঁসির পর শবদেহ যেন শোভাযাত্রা করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফাঁসির আগের দিন রাতে সকলে কলকাতা চলে এল। ডাঃ আশুতোষ দত্তের সাথে মতিলাল রায় কানাইলালের ভাগিনেয় শ্রীরাম পুরের আশুতোষ দাস। যিনি পরবর্তী কালে এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হরিপালে দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।

আগের দিন কলকাতা পৌঁছে ওরা ধুতি, চাদর, উত্তরীয়, ফুলের মালা, কিনল। ধুতিটা সুন্দর করে কোঁচানো হল। সারারাত সকলের বিনিদ্র কাটল। ভোরবেলা সকলে মিলে পৌঁছালো আলিপুর জেলের সামনে। ১০ই নভেম্বর। ফাঁসিকাঠে উঠলেন কানাইলাল। সদ্য স্নান সেরে প্রত্যয়ী চিত্তে এসে দাঁড়ালেন। যখন কালো কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকা হচ্ছে, বলে উঠলেন, no no– donót blacken my face– please. এমন অনুরোধে ইংরেজ জেলার ইথান প্রাইস বিস্মিত হলেও কানাইলালের অনুরোধ মেনে নিলেন। বিপ্লবী ধারার আদর্শ ও দেশের প্রতি ভালোবাসা কতখানি শক্তিশালী তা সেদিন দেখিয়ে দেন কানাইলাল। এসবই এক আইরিস ওয়ার্ডার এর বক্তব্য থেকে পরবর্তী কালে নথিভুক্ত। তার থেকে আরও শোনা, জেলের কুঠুরিতে কানাইলাল সর্বদা সিংহের মতো পদচারনা করতেন। মুখে সর্বদা হাসি। আইরিশ ওয়ার্ডার বলেছিল, ফাঁসির সময় এই হাসি।

প্রচার থেকে মনোনয়ন, আস্থা সেই 'ভগবানেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ৫ এপ্রিলঃ শনিবার সকাল থেকে বিভিন্ন মন্দিরে পা পাল তৃণমূল প্রার্থীদের। কারণ, মনোনয়ন জমার আগে সব প্রার্থীই তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। এ বার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে শাসক থেকে বিরোধী, সব দলের প্রার্থীদের প্রচারে বেরিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেওয়া কিংবা - মসজিদে চাদর চড়াতে দেখা গিয়েছে। সেই ছবি এদিন মনোনয়নেও দেখলেন ভোটাররা। কেউ কালীমন্দিরে পুজো দিলেন, কারও ভরসা শীতলা। কেউ পুজো দিলেন শনিমন্দিরে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রায় সব দলের প্রার্থীরাই ভোটের ময়দানে বাজি মাত করতে চান। আর সেটাতেই যে যাঁর বিশ্বাস মতো আরাধ্যার শরণাপন্ন হন। কখনও কখনও ভোটারদের চেয়ে তাঁরা ঈশ্বরকেই বেশি ভরসা করেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের শুরু থেকে ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করার দাবি ঘিরে টানাপড়েন চলছিল তৃণমূল, বিজেপি উভয় দলেই। প্রার্থী ঘোষণার পর দলীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছেন না ঘোষিত প্রার্থীরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের কর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে তাই মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠেকাচ্ছেন প্রার্থীরা। একটা প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন ভোট বৈতরণি পার করে দেন। যদিও এ সব মানতে রাজি নয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের যুক্তি, যে কোনও শুভকাজে যাওয়ার আগে মন্দিরে প্রণাম করে যাওয়াটা বাংলার সংস্কৃতি। শনিবার খেজুরি, রামনগর কেন্দ্রের দুই তৃণমূল প্রার্থী কাঁথি মহকুমা শাসকের দপ্তরে আর পটাশপুরের তৃণমূল প্রার্থী এগরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তৃণমূলের পাশাপাশি কাঁথি মহকুমা শাসকের দপ্তরে উত্তর কাঁথি ও দক্ষিণ কাঁথি কেন্দ্রের দুই কংগ্রেস প্রার্থী ও চার বামপ্রার্থীও মনোনয়ন জমা দেন। রামনগরের তৃণমূল প্রার্থী অখিল গিরি মনোনয়ন জমার আগে ভবতারিণী মন্দিরে যান পুজো দিতে। খেজুরির তৃণমূল প্রার্থী রবীন মণ্ডল নাচিন্দা মন্দিরে পুজো দেন।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম নেই, আতঙ্কে হার্ট-অ্যাটাকে মৃত্যু আহম্মদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ৫ এপ্রিলঃ এসআইআর সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ওঠেনি নাম। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু এক বৃদ্ধের। পরিবারের দাবি অন্তত তেমনটাই। মৃতের নাম আহম্মদ আলি (৮২)। জানা যাচ্ছে, এসআইআর সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম না থাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে কালনার সুলতানপুর এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সমস্ত নথিপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও গতকাল নির্বাচন কমিশনের সাপলিমেন্টারি তালিকায় নাম ওঠেনি আহম্মদ আলির। তালিকায় নাম না ওঠার পর থেকেই তিনি চিন্তা করতে শুরু করেন। রাতে খাওয়া দাওয়া না করেই তিনি শুয়ে পড়েন। এরপর আজ সকালে পরিবারের লোকজন দেখেন মৃত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছে আহম্মাদ। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মৃতের ছেলে আজিজ শেখ বলেন, ''ভোটার লিস্টে প্রথম থেকেই নাম চলে গিয়েছিল বিচারাধীন তালিকায়। এরপর সমস্ত নথি আমি জমা করি। তারপর ফাইনাল লিস্টে নাম ডিলিট হয়ে যায়। এটা জানতে পেরে মর্মাহত হয়ে পড়েন। ওঁর নাম ২০০২ সালে ছিল। প্রতিবার ভোট দিয়েছেন। উনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। নাম ডিলিট হওয়ার পরই ভয়ে আতঙ্কে মারা গেছেন। উনি ১৯৫২ সালেও ভোট দিয়েছেন।''

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO. - 16/Q of 2026-27

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Moyna Phase-VI, PS- Nsandakumar Phase-VI, PS- Panskura Phase-VI, PS- Nandigram Phase-VI, PS- Mahishadal Phase-VI, PS- Egra Phase-VII, PS- Contai Phase-IX, PS- Khejuri Phase-IV. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 07.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 07.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 07.04.2026

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

অধীরকে দেখেই দু'পাশে চিল-চিৎকার তৃণমূল কর্মীদের

মাঝখান থেকে হাসতে-হাসতে প্রচার করে বেরিয়ে গেলেন কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৫ এপ্রিলঃ এই নিয়ে পরপর তিনদিন। যেখানে-যেখানে বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী প্রচারে যাচ্ছেন, সেখানেই তাঁকে পতাকা নিয়ে বাধা দেওয়া হচ্ছে। রবিবারও সকালে ভোট প্রচারে বেরনো মাত্রই অধীরকে ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান তৃণমূল কর্মীদের। এখানে উল্লেখ্য, যে কেন্দ্রে অধীর প্রচার করছিলেন সেই কেন্দ্র দখলে রয়েছে বিজেপির। গতবার এখান থেকে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। এবারও দল তাঁকে প্রার্থী করেছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তাঁর প্রচারে এখনও কোনও সমস্যা হয়নি। তাহলে অধীরই কেন? গত লোকসভা ভোটের হিসাব বলছে, অধীর চৌধুরী বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের কাছে হারলেও, বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে কিন্তু এগিয়ে ছিলেন। আর এই বহরমপুর অধীরের গড় বলা চলে। এখানকার মুখ তিনি। সেই কারণে কি এখানে লড়াই তৃণমূল বনাম কংগ্রেস এমনই ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে? রবিবার বহরমপুর পৌরসভার অন্তর্গত তিন নম্বর ওয়ার্ডের দয়াময়ী কালী বাড়ি এলাকায় অধীর চৌধুরীকে স্লোগান দেওয়া হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। অশান্তি এড়াতে কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

এ দিন, একপাশে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা, অন্যদিকে পাত্তা না দিয়েই এগিয়ে যেতে থাকেন কংগ্রেস প্রার্থী। ২১ নম্বর ওয়ার্ডে অধীরের ভোট প্রচারের সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, অধীর চৌধুরী যখন গাড়ি থেকে নেমে প্রচার শুরু করতে যান তখনই তাঁকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। অভিযোগ, ওই সময়েই কংগ্রেস কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূলের কর্মীরা। এ দিকে, অধীর এই সব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলেন, ''কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শুনে কোনও মাথা ব্যথা নেই। আমরা যাব, ভোট চাইব, বক্তব্য রাখব, ভোট করাবই। এতদিন পুরোভোটে মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছিল। এবার এগুলো হতে দেব না। তাদের ইচ্ছা থাকতে পারে, আমরা এবার হতে দেব না। নির্বিঘ্নে অবাধ ভোট হবে-হবে-হবে। বহরমপুরবাসী যেন ভরসা রাখেন। আগামী দিনেও এই শহরকে সন্ত্রাসমুক্ত করব।'' উল্লেখ্য, শনিবার অধীরের মিছিল ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে বহরমপুরে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটপ্রচার করছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। অভিযোগ, প্রচারে বাধা দেওয়া হয়। তা নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে তৃণমূল কর্মীদের। দু'পক্ষের বচসা হাতাহাতির চেহারা নেয় নিমেষে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। কংগ্রেস কর্মীদের দাবি, অধীর চৌধুরী ভোটপ্রচার করতে যাবেন, সেকথা জেনে তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে একদল যুবক ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন। কংগ্রেস কর্মীরা এলাকায় পৌঁছনো মাত্রই অধীরকে লক্ষ্য করে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়। পালটা আবার কংগ্রেস কর্মীরাও স্লোগান দিতে থাকেন। তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তি বেঁধে যায়। হাতাহাতি শুরু হয়। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কোনওক্রমে অধীরবাবুকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

বাংলা দখলের বার্তা রেখার, অজিতের কটাক্ষ 'দিবাস্বপ্ন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ৫ এপ্রিলঃ ক্রমেই জমে উঠেছে বঙ্গ-দখলের লড়াই! শনিবার খড়্গাপুরের সভা থেকে 'বাংলায় ক্ষমতা দখলের' ডাক দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। অন্য দিকে, ঝাড়গ্রামে এসে তৃণমূলকে সরাতে পরিবর্তনের ডাক দিলেন ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। যা শুনে তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া, ''ওঁরা তো বাইরে থেকে এসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাই এ সব অপপ্রচার করছেন।'' এ দিন খড়্গাপুর মহকুমার আটটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই মতো শুক্রবারই খড়্গাপুরে চলে আসেন রেখা। ছিলেন খড়্গাপুর আইআইটি-র গেস্ট হাউসে। বিজেপির শোভাযাত্রা বের হয় গোলবাজার রামমন্দির থেকে। প্রার্থীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে সেখানে হাজির হন। রামন্দিরে হাজির হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রেখা গুপ্তা। রেখা গুপ্তা এসেছেন।'' যা শুনে তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজিত মাইতির কটাক্ষ, ''দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেন, বিজেপি তো মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেও তো আনতে পারত। তিনি এলে আরও ভালো হতো। এ সব করে কিস্যু লাভ হবে না। বিজেপি এখন দিবাস্বপ্ন দেখছে।'' এ দিন খড়্গাপুরের আটটি বিধানসভার বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের প্রার্থীরাও মিছিল করে মনোনয়নপত্র দেন। এ দিন দুপুর ১২টা নাগাদ হেলিকপ্টারে ঝাড়গ্রামে পৌঁছে পরিবর্তনের ডাক দিলেন ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। ঝাড়গ্রামের চার বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে এসে বিষ্ণু বলেন, ''কংগ্রেস থেকেই এই তৃণমূলের সৃষ্টি। সেখানে পরিবারতন্ত্র রয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় দল বিজেপিতে কোনও পরিবারতন্ত্র নেই।'' তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, ''১৫ বছর ধরে মমতা সরকারের কুশাসন চলছে।

একটি গাড়িতে প্রার্থীদের সঙ্গেই ছিলেন রেখা, শুভেন্দু ও দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার। কর্মী-সমর্থকরা হাঁটছিলেন সামনের সারিতে। শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমান বহু মানুষ। গাড়ি থেকে মাইক হাতে কখনও শুভেন্দু অধিকারী, কখনও দিলীপ ঘোষ, কখনও রমাপ্রসাদ গিরি বক্তব্য রাখতে থাকেন। খড়্গাপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে শুভেন্দু অবশ্য নেমে যান ভবানীপুর যাওয়ার জন্য। মহকুমাশাসকের অফিসের সামনে আসার পরে দিলীপ-সহ অন্য প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে অফিসে ঢোকেন। সভামঞ্চে পৌঁছন রেখা। সেখান থেকে রেখা বলেন, ''এখানে অত্যাচারের শাসন চলেছে। মহিলারা নির্যাতিত হয়েছেন। বেকার যুবকদের চাকরি হয়নি। আর টাকা এলে দিদি সব লুটে নিয়েছে। গরিব আরও গরিব হয়েছে। পুরো শক্তি দিয়ে বাংলা থেকে অত্যাচার খতম করতে হবে। সারা দেশের মতো এখানেও ডবল ইঞ্জিনের সরকার আনতে হবে।'' হঠাৎ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে খড়্গাপুরে আনা হলো কেন? দিলীপ বলেন, ''দিল্লির মতো এ বার বাংলাতেও সরকার গড়বে বিজেপি। মানুষ সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সেই কারণেই মানুষের কল্যাণের জন্য ভারত সরকারের যোজনাগুলোকে এ রাজ্যে চালু হতে দেওয়া হয় না। বাড়িতে জল নেই। বেকারদের চাকরি নেই। ১৫০০ টাকা দেওয়ার নামে যুবকদের বোকা বানানো হচ্ছে। কৃষকরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না।'' আদিবাসীদের প্রসঙ্গ তুলে বিষ্ণু বলেন, ''আমাদের সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা ভাবনাচিন্তা করছে। কিন্তু এখানকার আদিবাসীরা কিছুই পান না।'' সন্দেশখালি ও আর জি করের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ''বিহারে লালুর জঙ্গলরাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু এখানে জঙ্গলরাজ চলছে।'' সরকারি কর্মীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ''বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলেই এ রাজ্যে ৪৫ দিনের মধ্যেই সপ্তম পে কমিশন চালু করা হবে।'' ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি প্রসূন ষড়ঙ্গী বলেন, ''উনি (ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী) তো বাইরে থেকে এসেছেন। তাই বাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে ওঁর ঠিক জানা নেই। বাংলার জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো এখন সারা দেশের মডেল হয়ে উঠেছে। এ সব অপপ্রচার করে বিজেপির কোনও লাভ হবে না।'' এ দিন ঝাড়গ্রামের বামফ্রন্ট প্রার্থীরাও মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

সঞ্জয়ের সার্টিফিকেট কি বৈধ, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ৫ এপ্রিলঃ রাজগঞ্জের স্বপ্না বর্মনকে নিয়ে যে জটিলতা, নাগরাকাটা আসনে সঞ্জয় কুজুরকে নিয়েও সেই ধন্দ তৈরি হয়েছে। তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এই আসনে তৃণমূল প্রার্থীর শংসাপত্রের বৈধতা নিয়েই এই সংশয়। যদিও এই জল্পনা ছাানোর পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে বলে মনে করেন নাগরাকাটা বিধানসভার তৃণমূলের অবজার্ভার চন্দন ভৌমিক। তাঁর কথায়, ''সঞ্জয়ের সবকিছু দেখেশুনে দল প্রার্থী করেছে। এখন তাই ওঁর জন্ম, বংশতালিকা এ সব অবান্তর। বলেন, ''কোনও রকম সমস্যা নেই। আমিই প্রার্থী এবং আমার মনোনয়ন অনলাইনে উঠে গিয়েছে।'' প্রথম বার বিধানসভার প্রার্থী হওয়া সঞ্জয়, দত্তক সন্তান হিসেবে একটি পরিবারে বড় হয়ে ওঠেন। তফসিলি উপজাতির যে বংশানুক্রমিক ধারা, দত্তক বা আশ্রিত সন্তানের ক্ষেত্রে স্বভাবতই থাকে না। এ নিয়েই শুরু হয় গুঞ্জন। বিজেপির রাজ্য নেতা বাপি গোস্বামী বলেন, ''ডুয়ার্সের গোটা আদিবাসী সমাজ জানে যে সঞ্জয়কে যিনি দত্তক নিয়েছিলেন তিনি আদিবাসী নন। আমরা যথাসময়ে চ্যালেঞ্জে যাব।'' পাল্টা

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের তফসিলি উপজাতিভুক্ত গ্যাস-এর এজেন্সি তালিকায় সঞ্জয়ের নামে রয়েছে। তাই এ সব প্রশ্ন অবান্তর।'' শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সঞ্জয় মালবাজার মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসডিও অফিসে ঢোকার পরে বেলা যত এগিয়েছে, ততই অন্যরকম কানাঘুষো শুরু হয় অফিস চত্বরে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মহকুমা শাসকের অফিস থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে সঞ্জয় অবশ্য সঞ্জয় বলেন, ''দত্তক সন্তানের জন্য সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে। যে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আমি প্রস্তুত।'' তফসিলি উপজাতি ভূক্ত দু'তিন জনকে তবে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকল্প হিসেবে রাখতে যোগাযোগ শুরু করেছেন জেলার নেতারা। সঞ্জয়-এর ক্ষেত্রে কোনওরকম সমস্যা হলে যাতে তাঁর স্ত্রীকেও প্রার্থী করা যায়, আলোচনা শুরু হয়েছে তৃণমূলে। নাগরাকাটায় জোসেফ মুন্ডা, জন বালা, স্নোমিতা কালান্দির মতো এক ঝাঁক হেভিওয়েট মুখ রয়েছে তৃণমূলের।

ট্রেনিংয়ে দেওয়া হল ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন

কিন্তু প্যাকেট খুলতেই যে অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলেন ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ এপ্রিলঃ ভোটের ট্রেনিং সেন্টারে পচা খাবার! খাবার ফেলে দিলেন মহকুমা শাসকের সামনে। কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে ও কান্দি রাজ কলেজে চলছিল ভোটের ট্রেনিং। রবিবার সেই ট্রেনিং চলাকালীন পচা খাবার দেওয়া হয় ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে। আর তখনই সব খাবার ফেলে দেওয়া হল ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে। অস্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোট কর্মীরা। মহকুমা শাসক প্রদীপ্ত বিশ্বাস তাঁর সামনে খাবার ফেলে দিলেন ভোট কর্মীরা। জানা গিয়েছে, কান্দি মহকুমার ভোট কর্মীদের এদিন কান্দি রাজ কলেজ ও রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করে মহকুমা প্রশাসন। এই ঘটনা আগেও হয় বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে ভোটের ট্রেনিং চলাকালীন দুপুর ২ টোর মধ্যে খাবার প্রশিক্ষণ শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার কথা থাকলেও বিকাল গড়িয়ে গেলেও খাবার এসে পৌঁছয়নি। সেদিনও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রশিক্ষণ নিতে আসা ভোট কর্মীরা। ৯০ শতাংশ প্রশিক্ষণ নিতে আসা ভোট কর্মী খাবার পাননি বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই অব্যবস্থা চলতে থাকলে প্রশিক্ষণ না নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এরপরেই ফের রবিবার আবার খাবার দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই খাবার ছিল সম্পূর্ণ পচা। খাবারের মেনু ছিল ফ্রাইড রাইস ও চিলি চিকেন। অভিযোগ, সেই প্যাকেট খুলতেই

আলানি গন্ধ নাকে আসে। প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ভোটকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, সম্পূর্ণ মহকুমা প্রশসাসনের গাফিলতি। ভোট কর্মীদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবেই পচা খাবার দেওয়া হচ্ছে ভোট কর্মীদের। সরকারি কর্মী এক ভোট কর্মী বলেন, ''সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত টানা ট্রেনিং দেওয়া হলেও অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়। আমরা খাবার ত্যাগ করেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা এই ঘটনা চালিয়ে যাচ্ছেন।'' যদিও এবিষয়ে দায়িত্বে থাকা মহকুমা প্রশসাসন পক্ষ থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যদিও কান্দি মহকুমা শাসক প্রদীপ্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, খাবার পরিবর্তন করে দিয়ে নতুন করে খাবার দেওয়া হবে।

দুর্ঘটনা নয়, বিচারকের পাইলট কারে হামলা! কালিয়াচককাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৫ এপ্রিলঃ দুর্ঘটনা নয়, বিচারকদের পাইলট কারে পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছিল। এনআইআর-এর কাছে বয়ান দিয়েছেন পাইলট কারের চালক। মালদহ মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পাইলট কারের চালক তারিকুল আলম বলেন, ''মোথাবাড়ি থেকে যখন গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, সে সময় পালাচ্ছিলাম। মাথায় বাঁশ পড়ে যায়, আর তখন বুঝতে পারিনি। গাড়ি পড়ে যায়।'' বিচারকদের পর এবার তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার কনভয়ে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিবরণ নেয় এনআইএ। কনভয়ের জখম আরেক পাইলট কারের চালক রামপ্রসাদ মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলতে হাসপাতাল যাবে এনআইএ টিম। ১ এপ্রিল বিকেলের পর থেকে রাত পর্যন্ত মোথাবাড়ি থানার যেসব পুলিশ কর্মীরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তদন্তকারীরা। আজই খসড়া রিপোর্ট তৈরি করে পাঠানো হয় এনআইএ ডিজিকে। তাঁর অনুমোদনের পরেই রিপোর্ট জমা পড়বে সুপ্রিম কোর্টে। তিন ভাগে ভাগ করে সুপ্রিম কোর্টে মোথাবাড়ির ঘটনার রিপোর্ট দিতে চলেছে এনআইএ। প্রথমে দশ থেকে পনেরো পাতার বিস্তারিত রিপোর্ট থাকবে। তারপর সময় উল্লেখ করে ঘটনাক্রম লেখা থাকবে (টাইমলাইন)। তৃতীয় ভাগে আক্রান্ত বিচারকদের বয়ান লেখা থাকবে। গত বুধবার কালিয়াচকে এসআইআর কাজের সময়ে কার্যত নিগ্রহের শিকার হন। অভিযোগ, কালিয়াচক-২ ব্লকের হাজার হাজার মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতে বিক্ষোভকারীরা ব্লক অফিস ঘেরাও করে। জন মহিলা সহ মোট ৭ জন জুডিশিয়াল অফিসারকে প্রায় ৯ ঘণ্টা ব্লক অফিসের ভেতরে আটকে রাখা হয়। রাত ১টার দিকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীরা পাথর ছুড়তে শুরু করে। এই সময়েই বিচারকদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পাইলট কারের ওপর হামলা হয়।

চিংড়ি-পাবদা কিনে আমিষ বিরোধী বিজেপির মিথ ওড়ালেন চুঁচুড়ার প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া, ৫ এপ্রিলঃ আপাতত ভোটের আগে বাঙালি আমিষ খাবে নাকি নিরামিষ খাবে সেই নিয়ে জোরদার চর্চা চলছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে। আর পদ্মশিবির সেই অভিযোগ খণ্ডাতে মরিয়া। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালি আরও বেশি-বেশি মাছ মাংস খাবে, রবিবাসরীয় প্রচারে ঘুরে বাজার করলেন চুঁচুড়ার বিজেপি প্রার্থী। রবিবারের সকালে বাজারের ব্যাগ হাতে জনসংযোগে দেখা গেল চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগকে। রবিবাসরীয় সকালে তিনি চুঁচুড়ার মল্লিক কাসেম হাটে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে জনসংযোগ করেন। বাজারে ঘুরে শাক-সবজি থেকে শুরু করে চিংড়ি, পাবদা, কাতলা সহ নানা ধরনের মাছের দোকানেও দেখা যায় বিজেপি

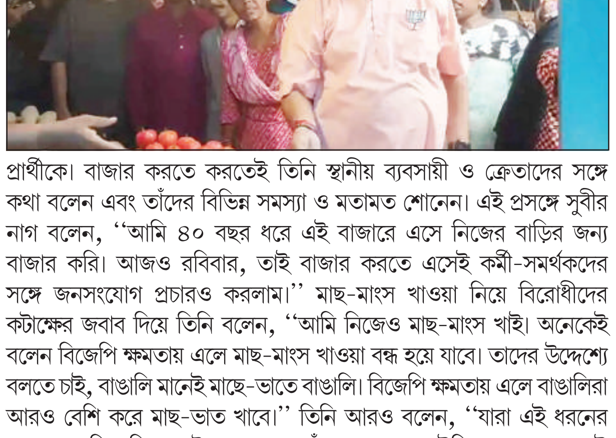

প্রার্থীকে। বাজার করতে করতেই তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও মতামত শোনেন। এই প্রসঙ্গে সুবীর নাগ বলেন, ''আমি ৪০ বছর ধরে এই বাজারে এসে নিজের বাড়ির জন্য বাজার করি। আজও রবিবার, তাই বাজার করতে এসেই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে জনসংযোগ প্রচারও করলাম।'' মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের জবাব দিয়ে তিনি বলেন, ''আমি নিজেও মাছ-মাংস খাই। অনেকেই বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, বাঙালি মানেই মাছে-ভাতে বাঙালি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালিরা আরও বেশি করে মাছ-ভাত খাবে।'' তিনি আরও বলেন, ''যারা এই ধরনের কথা বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত আমরা সকলেই বাঙালি। আর বাঙালির প্রিয় খাবারের তালিকায় মাছ অন্যতম।''

মহিলাদের দিঘা ভ্রমণ, তরজায় পদ্ম-জোড়াফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৫ এপ্রিলঃ দু'দিন মহিলাদের নিয়ে সাত সকালে দিঘায় রওনা দিচ্ছে সাতটি বাস। তাতে যাত্রী শুধু মহিলারাই। হঠাৎ এতগুলি বাসে মহিলাদের দিঘা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কেন? পরিকল্পনাই বা কবে হলো? এ সব প্রশ্নই এখন নন্দীগ্রামের আনাচে কানাচে। অভিযোগ, নন্দীগ্রামের মহিলাদের ওই সব বাসে করে দিঘায় বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যা নিয়ে সরব বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার দুপুরে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে বিজেপির বিধায়ক কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। কারণ, নির্বাচনের আগে এমন কোনও কাজ করা মানে বিধিভঙ্গ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, তাঁরা মহিলাদের নিয়ে দিঘায় বেড়াতে যাওয়ার কোনও উদ্যোগই নেননি। ওই মহিলারা নিজেরাই বাস ভাড়া করে দিঘায় বেড়াতে গিয়েছেন। দিঘায় জগন্নাথ ধাম উদ্বোধনের পর থেকেই নন্দীগ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ তা দেখার সেখানে যান। জগন্নাথ ধামে দেখতে নন্দীগ্রাম এলাকার সোনাচূড়া, গোকুলনগর, রেয়াপাড়া, বয়াল, সামসাবাদ, ভেকুটিয়া, বিধানসভার কনভেনার অভিজিৎ মাইতি বলেন, ''মহিলা ভোটার টানতে তৃণমূল নন্দীগ্রামের মহিলাদের দিঘায় পাঠানোর সুযোগ করে দিয়েছে। এটা নির্বাচন বিধিভঙ্গের ঘটনা।'' বিজেপির

হরিপুর-সহ বিভিন্ন এলাকার মহিলারা দিঘায় গিয়েছেন। এমনই দাবি তৃণমূলের। শুক্রবার ও শনিবার দু'দিন ধরে বাসগুলি গিয়েছে। তবে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখছে বিজেপি। দলের নন্দীগ্রাম তমলুক সাংগঠনিক জেলা মিলুক জেলা ''নন্দীগ্রামে তৃণমূল হেরে যাবে বুঝতে পেরেই মহিলাদের খুশি করার জন্য দিঘায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কারা গিয়েছেন, কী ভাবে যাচ্ছেন-সমস্ত তথ্য এবং ছবি আমরা নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে মেল করেছি। আশা করি তাঁরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।'' সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে নন্দীগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য শেখ আলরাজি বলেন, ''বিজেপির কোনও কাজ নেই। ওদের পাশে লোক নেই। পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে বলে এমন সব কথা বলছে। নন্দীগ্রাম থেকে মহিলাদের দিঘা যাওয়ার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। দিঘায় জগন্নাথ ধাম যেতে অনেকেই পছন্দ করেন। তাই হয়তো মহিলারা গিয়েছেন।'' যাঁরা দিঘা বেড়াতে গিয়েছেন সেই মহিলাদের কয়েক জনের কথায়, ''লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে বেড়াতে এসেছি। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল দিঘায় জগন্নাথ ধাম দর্শন করার। আমাদের মতো বহু মহিলা এসেছেন। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।'' নন্দীগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, ''রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, যুবসাথী, বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পে বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পে মহিলারা স্বনির্ভর হয়েছেন। সেই টাকায় তাঁরা বেড়াতে গিয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনাকে পরিকল্পিত ভাবে রাজনাতির ছাঁচে ফেলে নন্দীগ্রামে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি।'' যদিও রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, এতদিন এতগুলি বাসে করে মহিলাদের দিঘায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ঠিক ভোটের আগেই মহিলারা যে ভাবে দল বেঁধে বাসে করে দিঘায় গেলেন, তাতে প্রশ্ন ওঠা অযৌক্তিক নয়।

কি খাবেন

কাঠফাটা রোদেও শরীর থাকবে ঠান্ডা,বাড়িতেই বানান ক্যাফে স্টাইল ৩টি রিফ্রেশিং মকটেল

গরমের সময়টায় তৃষ্ণা মেটানো এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারের প্যাকেটজাত বা কৃত্রিম মিক্সড ড্রিঙ্কসের চেয়ে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ঘরোয়া পানীয় অনেক বেশি নিরাপদ এবং পুষ্টিকর। তরমুজ, শসা ও কাঁচা আমের মতো সহজলভ্য ফল ও সবজি ব্যবহার করে তৈরি করা যায় এমন কিছু মকটেল যা গরমের দুপুরে শরীরকে ঠান্ডা রাখবে এবং একেবারে ক্যাফে স্টাইলের অনুভূতি দেবে।

নিচে দেওয়া হল তিনটি সহজ কিন্তু সুস্বাদু রেসিপি-

১. তরমুজ ও পুদিনার যুগলবঙ্ক্তিক্ত মকটেল-তরমুজে জলাশয় বেশি থাকে, যা শরীরকে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। পুদিনার সতেজতা এবং লেবুর টক স্বাদ গরমে রিফ্রেশমেঙ্ক্তেঐর জাদু সৃষ্টি করে।

উপকরণ- এক বাটি তরমুজের টুকরো (বীজহীন)
এক মুঠো টাটকা পুদিনা পাতা
১ চামচ লেবুর রস
সামান্য বিট নুন
বরফ কুচি

প্রস্তুত প্রণালী-
১. তরমুজের টুকরোগুলো ব্লেন্ড করে রস বের করুন।
২. একটি গ্লাসে পুদিনা পাতা এবং লেবুর রস হালকা করে থেঁতো করুন, যাতে পুদিনার সুবাস ছড়িয়ে যায়।
৩. তরমুজের রস ও সামান্য বিট নুন মিশিয়ে দিন।
৪. ওপর থেকে বরফ কুচি ছা।য়ে পরিবেশন করুন।

২. আদা-শসার স্পেশাল মকটেল-
শসা শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য নিখুঁত। আদার হালকা ঝাঁজ এবং সোডা ওয়াটারের সঙ্গে মিশিয়ে এটি তৈরি হয় একদম রিফ্রেশিং পানীয়।

উপকরণ-
স্লাইস করা শসা
সামান্য আদা কুচি
চিনি বা মধু
সোডা ওয়াটার
বরফ

প্রস্তুত প্রণালী-
১. ব্লেন্ডারে শসা, আদা এবং সামান্য জল দিয়ে পেস্ট করুন।
২. ছাঁকনি দিয়ে রসটি ছেঁকে বের করুন।
৩. মিষ্টির জন্য চিনি বা মধু মিশান।
৪. গ্লাসে ঢেলে ঠান্ডা সোডা বা জল মিশিয়ে নিন।
৫. লেবুর স্লাইস এবং বরফ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

৩. কাঁচা আমের স্পাইসি টুইস্ট- কাঁচা আমের স্বাদে টক এবং লঙ্কার হালকা ঝাল মিশিয়ে তৈরি করা এই মকটেল গরমে শরীরকে চনমনে রাখে।

উপকরণ-
সেদ্ধ করা কাঁচা আমের পাল্প
ভাজা জিরে গুঁড়ো
সামান্য কাঁচা লঙ্কা কুচি
চিনি ও সামান্য বিট নুন
সোডা ওয়াটার

প্রস্তুত প্রণালী
১. গ্লাসে আমের পাল্প, জিরে গুঁড়ো এবং লঙ্কা কুচি নিন।
২. স্বাদমতো চিনি ও বিট নুন মেশান।
৩. এবার সোডা ওয়াটার মিশিয়ে আলতো করে নাড়ুন।
৪. লঙ্কার হালকা ঝাল এবং আমের টক স্বাদ মিলিয়ে পানীয়টি একদম রিফ্রেশিং হবে।

পুষ্টিবিদদের মতে, প্রাকৃতিক ফল এবং সবজি ব্যবহার করে তৈরি মকটেল শরীরের ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখে। শসা, তরমুজ ও আম শরীরের জল ধরে রাখে, হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় এবং গরমে ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে। গরমের বিকেলে বাইরে বেরোনোর আগে বা দুপুরে হালকা বিরতিতে এই তিনটি ঘরোয়া মকটেল বানিয়ে রাখলে শরীর থাকবে চনমনে, রোদেও গরম লাগবে না। বাজারের কৃত্রিম পানীয়ের চেয়ে এই প্রাকৃতিক মকটেল স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং তৈরি করতেও সহজ। ছোটদের জন্য তরমুজ ও পুদিনার মিক্স, বড়দের জন্য আদা-শসার রিফ্রেশার এবং তরুণদের জন্য কাঁচা আমের স্পাইসি টুইস্ট-এই তিনটি মকটেল প্রত্যেকের রুচির সঙ্গে খাপ খায়। বাড়িতেই সহজে বানানো যায়, ক্যাফের স্বাদও পেতে পারেন, আর গরমের দফায় শরীর থাকবে ঠান্ডা ও সতেজ। এবার গরমের বিকেল মানেই আর তৃষ্ণার্ত মন নয়, বরং ঘরে তৈরি এই স্বাদে ঠান্ডা ও ফ্রেশ রাখুন নিজের শরীর।

খাবার টেবিলে পাহাড়ি ছোঁয়া, ঘরেই বানান হিমাচলের ঐতিহ্যবাহী 'সিড্ডু রইল সহজ রেসিপি

বরফে ঢাকা পাহাড়, কনকনে ঠান্ডা আর গরম ধোঁয়া ওঠা এক বিশেষ রুটি-এই তিনের মিলেই যেন তৈরি হয় হিমাচলের স্বাদ। সেই স্বাদেরই অন্যতম পরিচিত নাম সিড্ডু।হিমাচল প্রদেশের এই ঐতিহ্যবাহী খাবার শুধু রসনার তৃপ্তিই দেয় না, বরং বহন করে পাহাড়ি সংস্কৃতির গভীর ছাপ। শোনা যায়, যাযাবর মেষপালকদের হাত ধরেই সিড্ডুর পথচলা শুরু। ধীরে ধীরে এটি হিমাচলের ঘরোয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেছে বড় শহরের অভিজাত রেস্তরাঁয়। নামের উস নিয়েও রয়েছে নানা মত-অনেকে মনে করেন তিব্বতি শব্দ ' থেকে এসেছে, যার অর্থ ভাপে রান্না করা রুটি। দেখতে অনেকটা বড় মোমো বা ডাম্পলিংয়ের মতো হলেও স্বাদ ও তৈরির পদ্ধতিতে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। হিমাচলের বিভিন্ন অঞ্চলে সিড্ডুর স্বাদ ও পুরে ভিন্নতা দেখা যায়। কুলু উপত্যকায় পোস্ত আর গুড়ের মিষ্টি পুর জনপ্রিয়, আবার মান্ডি অঞ্চলে ঝাল ডাল বা মাংসের পুর ব্যবহার করা হয়। কোথাও পনির বা খাসির মাংস দিয়েও তৈরি করা হয় এই রুটি। তবে

সব ধরনের সিড্ডুর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে-গরম গরম পরিবেশনের সময় উপরে উদারভাবে ঘি মাখানো হয়, যা এর স্বাদকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। সঙ্গে ঝাল সবুজ চাটনি থাকলে তো কথাই নেই। এবার জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে বাড়িতেই তৈরি করবেন এই পাহা।িপদ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ-
মণ্ডের জন্য-
২ কাপ আটা (চালের গুঁড়োও ব্যবহার করা যেতে পারে)
১.৫ চা চামচ শুকনো ইস্ট
১ চা চামচ চিনি
১ চা চামচ লবণ
১-২ টেবিল চামচ ঘি
প্রয়োজনমতো হালকা গরম জল

পুরের জন্য-
আধা কাপ বিউলির ডাল (২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা)
১২ চা চামচ লাল মরিচ গুঁড়ো
১ ইঞ্চি আদা কুচি
২টি কাঁচা লঙ্কা (কুচি)
চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
এক চিমটি হিং
১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
এক মুঠো ধনে পাতা কুচি
স্বাদমতো লবণ

প্রস্তুত প্রণালী- প্রথমে আটা, ইস্ট, চিনি, লবণ ও ঘি মিশিয়ে হালকা গরম জল দিয়ে মেখে নিন। মণ্ডটি ঢেকে রেখে দিন অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা, যাতে ইস্টের প্রভাবে তা ফুলে ওঠে। এবার পুর তৈরি করুন। ভেজানো বিউলির ডাল বেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা, কাঁচা লঙ্কা, হিং, ধনে গুঁড়ো ও অন্যান্য মশলা মিশিয়ে নিন। এতে একটি ঝাল ও সুগন্ধি পুর তৈরি হবে। মণ্ড থেকে ছোট লেচি কেটে নিয়ে বেলে তার মধ্যে পুর ভরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি দিন। প্রান্তগুলো মুড়িয়ে সুন্দর নকশা করতে পারেন। সবশেষে সিড্ডুগুলো স্টিমারে রেখে প্রায় ২০ মিনিট ভাপান। এটি তেলে ভাজা হয় না, ফলে পুষ্টিগুণ অটুট থাকে।

কেন খাবেন সিড্ডু? সিড্ডু শুধু সুস্বাদু নয়, এটি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। আটার ফাইবার ও ডালের প্রোটিন শরীরকে শক্তি জোগায় এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে। বিশেষ করে শীতপ্রধান অঞ্চলে এটি শক্তিদায়ক খাবার হিসেবে জনপ্রিয়।হিমাচলে সিড্ডু শুধু একটি খাবার নয়, এটি আতিথেয়তার প্রতীক। নতুন অতিথি এলে ঘরে সিড্ডু পরিবেশন করা এক ধরনের ঐতিহ্য। উৎসব, পারিবারিক আড্ডা বা ঠান্ডা সন্ধ্যায় গরম সিড্ডু-সব ক্ষেত্রেই এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। আজকাল ব্যস্ত জীবনে পাহাড়ে গিয়ে এই স্বাদ নেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু ঘরেই যদি সেই স্বাদ তৈরি করা যায়, তাহলে মন্দ কী! সহজ উপকরণ আর একটু সময় দিলেই আপনার খাবার টেবিলে হাজির হবে পাহাড়ি হিমাচলের অনন্য স্বাদ। তাই আর দেরি কেন? এই সপ্তাহান্তেই বানিয়ে ফেলুন গরম গরম সিড্ডু-আর উপভোগ করুন এক টুকরো পাহাড়ি আনন্দ।

হরমুজ অবরুদ্ধ, বাড়ছে বিশ্বচাপ, ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামে ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি-'না খুললে নরক নেমে আসবে'

তেহেরান,৩ এপ্রিল ঃ প্রায় একমাস ধরে চলতে থাকা তীব্র সংঘাতের মধ্যেও এখনও অবরুদ্ধ রয়েছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ পথ হরমজ প্রণালী। এই পরিস্থিতিতে ইরানকে কড়া বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে না দিলে নরক নেমে আসবে ইরানের উপর। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম -এ এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, তিনি ইরানকে দশ দিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন-হয় হরমুজ প্রণালী খুলতে হবে, নয়তো একটি চুক্তিতে পৌঁছতে হবে। সেই সময়সীমা শেষ হতে আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাকি। এরপরও যদি অবরোধ না তোলা হয়, তাহলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া-গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সংঘাত ক্রমেই জটিল আকার নিচ্ছে। একদিকে ইরান, অন্যদিকে United States এবং Israel-এই ত্রিমুখী সংঘর্ষ এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। যুদ্ধের একমাস পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার কোনও লক্ষণ নেই। ইরানের নতুন সুপ্রিম লিডার Mojtaba Khamenei স্পষ্ট জানিয়েছেন, হরমুজ অবরুদ্ধ রেখেই তারা আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে চায়। এই অবস্থান থেকে এখনও একচুলও সরেনি তেহরান। ফলে সংঘাত আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী? বিশ্বের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের

একটি বড় অংশ এই হরমুজ প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয়। তাই একে অনেকেই ' তেল ধমনী' বলে থাকেন। এই পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রণালী অবরুদ্ধ থাকলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর এর প্রভাব আরও বেশি প।বে।

ভারতের জন্য ব্যতিক্রমী 'এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও ভ্রুঞ্জট্জ-কে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ইরান। জানা গেছে, ' দেশ' হিসেবে ভারতকে আলাদা করে কিছু জ্বালানি সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে তা সামগ্রিক সংকট কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।ট্রাম্পের দ্বৈত সংকেত-একদিকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ-এই দুইয়ের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থান দেখা যাচ্ছে ট্রাম্পের মধ্যে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন এবং ঘনিষ্ঠ মহলে তা স্বীকারও করেছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁর ধারণা ছিল, এই যুদ্ধ চার সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে একমাস পার হয়ে গেলেও পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। যুদ্ধের খরচ ক্রমশ বা।ছে, আন্তর্জাতিক চাপও বা।ছে।

রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, জোর করে হরমুজ প্রণালী খুলতে গেলে সংঘাত আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এতে শুধু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না, বরং তা বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। কূটনীতি বনাম শক্তিপ্রদর্শন-বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ-কীভাবে এই অচলাবস্থা ভাঙা যায়। একদিকে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা, অন্যদিকে সামরিক চাপ-এই দুই পথের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করাই এখন মূল লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি শেষ মুহূর্তে কোনও সমঝোতা না হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। ট্রাম্পের দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার পর মার্কিন পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়েই এখন বিশ্বজুড়ে জল্পনা। সামনে কী? ৬ এপ্রিল সময়সীমা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি কোন দিকে মো। নেয়, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ইরান যদি তার অবস্থান থেকে সরে না আসে, তাহলে সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে। একদিকে বিশ্ব অর্থনীতির চাপ, অন্যদিকে সামরিক উত্তেজনা-এই দুইয়ের মাঝে দাঁ।য়ে রয়েছে হরমুজ প্রণালী। সেটি খুলবে, না কি আরও বড় সংঘর্ষের কেন্দ্র হয়ে উঠবে-তার উত্তর মিলবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই। বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, এটি আর শুধু একটি আঞ্চলিক সংঘাত নয় বরং তা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির ভবিষ্য নির্ধারণ করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে যুদ্ধের মেঘ। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-এর সামরিক প্রস্তুতি, অন্যদিকে ইরান-এর পালটা কঠোর বার্তা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির জেরে আন্তর্জাতিক মহল উদ্বিগ।

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Rakesh Kumar (Old Name) S/o Ranjeet Singh Residing at B.S.S Road Tarapukur, Paschim Pally, Panihati(M), Barrackpore, District - North 24 Parganas,Pin - 700109, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rakesh Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 02-04-2026. Rakesh Kumar (Old Name) and Rakesh Kumar Singh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swati Agarwal D/o Arun Agarwal Residing at 270/C, Rabindra Sarani Jorabagan Barabazar, District - Kolkata, Pin- 700007, West Bengal, India, declaring that my minor daughter , previously known as Hamshika Goel (Old Name) shall henceforth be known as Hamshika Agarwal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 12 dated 01-04-2026. I declare that my minor daughter Hamshika Goel (Old Name) and Hamshika Agarwal (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rubia Bibi (Old Name) W/o Tajrul Ahamad Sk Residing at Chak Alampur, Chak Alampur, P.s - Nodakhali, District - South 24 Parganas, Pin - 743318, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rubiya Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-04-2026. Rubia Bibi (Old Name) and Rubiya Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanuara Bibi, W/o Nupur Ali Laskar, residing at Chapnamari, Nayabad, P.S. Sonarpur Now Narendrapur, Kolkata- 700150, Dist.- South 24 Parganas, W.B., declare that, in my Voter List for the year 2002, being Part No. 66, Serial No. 467, Under Sonarpur Assembly Constituency, my name has wrongly been recorded as Manuara Khatun, W/o Nupur Laskar in place of my original name Sanuara Bibi, W/o Nupur Ali Laskar. Sonarpur Uttar Assembly constituency EPIC No. LLH3881133, voter list for the year 2002 and 2025 same, As per affidavit vide no. 345 before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Baruipur, South 24 Pgs on 28.01.2026, Sanuara Bibi, W/o Nupur Ali Laskar and Manuara Khatun, W/o Nupur Laskar is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sadhan Das (Old Name) S/o Late Fanibhushan Das Residing at Mobarakpur Kalitala, P.o - Debipur (R.S), P.s - Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713146, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sadhan Kumar Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11 Dated 01-04-2026. Sadhan Das (Old Name) and Sadhan Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samsul Alam (Old Name) S/O–Md Abdus Samad resident of Vill-Abdulpur , Po-S Dharampur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Samsul Alam to Md Samshul Alam and henceforth I shall be known as Md Samshul Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1st class) Berhampore court on 02/ 03/ 2026. My name Md Samshul Alam & Samsul Alam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pritilata Saha (Old Name) W/O–Sanatan Saha resident of Vill-Purbajagadanandapur Collegepara , Po-Bethuadahari , Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Pritilata Saha to Pritilata Saha Mandal and henceforth I shall be known as Pritilata Saha Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My name Pritilata Saha Mandal & Pritilata Saha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rishik Haldar (Old Name) S/O–Kamalesh Haldar resident of Vill & Po-Nischintapur , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Rishik Haldar to Rishik Halder and henceforth I shall be known as Rishik Halder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My name Rishik Halder & Rishik Haldar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salema Begum (Old Name) W/O–Md Badiul Ahasan resident of Vill & Po-Khargram , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Salema Begum to Selima Khatun and henceforth I shall be known as Selima Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/04/ 2026. My name Selima Khatun & Salema Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Niladri Sekhar Basu (Old Name) S/o Nirmal Brata Basu Residing at 404, Uttarayan Appartment, Rishi Bankim Chatterjee Road, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Niladri Shekhar Basu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13 Dated 02-04-2026. Niladri Sekhar Basu (Old Name) and Niladri Shekhar Basu (New Name) both are same and one identical person.

Identity Declaration

I, Pemba Tsering as per Aadhar no 5963 9221 8379 S/o Ta Cheng Wong Residing at 114, Dr Lal Mohan Bhattacharjee Road, Flat 2C, P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, is also known by the names Lap Fat Pemba Tsering Wong and Pemba Tsering Alias Wong Lap Fat. The names Pemba Tsering, Lap Fat Pemba Tsering Wong and Pemba Tsering Alias Wong Lap Fat are of the same and one identical person as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 14-08-2023

NAME CHANGE

I, Md Sahabuddin, Md Shabuddin (Old Name) S/o Md Salam Residing at 71, Mofidul Islam Lane , P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shahabuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-04-2026. Md Sahabuddin, Md Shabuddin (Old Name) and Md Shahabuddin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Rafid (Old Name) S/o Sk Janab Residing at Vill - Talgachhari, P.o - Ramnagar, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721441, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Rafid (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Sekh Rafid (Old Name) and Sk Rafid (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Rabul (Old Name) S/o Sk Rafid Residing at Vill - Talgachhari, P.o - Ramnagar, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721441, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Rabul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Sekh Rabul (Old Name) and Sk Rabul (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Utpal Jana (Old Name) S/o Arjun Jana Residing at Goaberia Govt Colony Danesh Sk Lane, P.s - Sankrail, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Utpal Kumar Jana (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Utpal Jana (Old Name) and Utpal Kumar Jana (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Proshad Chandro Mondal (Old Name) S/o Ballav Chandra Mondal Residing at Jolpara Bergum, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prasad Chandra Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-04-2026. Proshad Chandro Mondal (Old Name) and Prasad Chandra Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamalesh Halder (Old Name) S/O– Karttik Haldar resident of Vill & Po-Nischintapur , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Kamalesh Halder to Kamalesh Haldar and henceforth I shall be known as Kamalesh Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My name Kamalesh Haldar & Kamalesh Halder both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mujela Bibi, my mother's (Old Name) Setara Bibi, W/O–Ekramul Hoque resident of Vill-Mahabatpur , Po-Duishatabighi , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my mother's name from Setara Bibi to Noorjahan and henceforth my mother's name shall be known as Noorjahan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My mother's name Noorjahan & Setara Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Minuddin Sk (Old Name) S/O–Imad Ali Sekh resident of Vill-Nowapara , Po-Bagdanga , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742138 do hereby declared that I have changed my name from Minuddin Sk to Mainuddin Sekh and henceforth I shall be known as Mainuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My name Mainuddin Sekh & Minuddin Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Taslima Bibi (Old Name) W/O–Md Atiqur Rahaman Khan resident of Vill & Po-Saiyadpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Taslima Bibi to Somela Khatun and henceforth I shall be known as Somela Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/04/ 2026. My name Somela Khatun & Taslima Bibi both are same and one identical person

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Mohammad Saiful Alam (Old Name) S/O–Md Samsul Alam resident of Vill-Khargram Bazarpara , Po & Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Saiful Alam to Md Saiful Alam and henceforth I shall be known as Md Saiful Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My name Md Saiful Alam & Mohammad Saiful Alam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Safura Aktar Bibi, my mother's (Old Name) Sanuara Bibi resident of Duishat Bighi Musalimpara , Kaliachak , Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my mother's name from Sanuara Bibi to Kadbanu and henceforth my mother's shall be known as Kadbanu (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My mother's name Kadbanu & Sanuara Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mujela bibi, my father's (Old Name) Kalu Sk resident of Vill-Mahabatpur , Po-Duishatabighi , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my father's name from Kalu Sk to Ekramul Hoque and henceforth my father's name shall be known as Ekramul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/ 04/ 2026. My father's name Ekramul Hoque & Kalu Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sufia Begam Mallick, W/O-Rejaul Karim Mallick, resident of Vill.- Pichkuri Uttampara, P.O.- Pichkuri, P.S.- Ausgram, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713128, my name wrongly mentioned as Sufia Begam @ Suphiya Mallick @ Suphiya @Mallick Suphiya in various documents but my actual name is Sufia Begam Mallick vide affidavit No 2310, dated 01/04/2026 sworn before the Ld 1st class Judicial Magistrate at Purba Burdwan.That Sufia Begam, Suphiya Mallick, Suphiya,Mallick Suphiya and Sufia Begam Mallick all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি BAPI MISTRI পিতা KANU MISTRI VILLAGE FAKIRTAKIA P,O F.S.HAT PS NAZAT DISTRICT NORTH 24 PGS Pin 743329 WB আমার আধার নম্বর ৬২৪০ ১৮১৯ ৮৩২৩ ভোটার নং JHN2338556 PAN NO JYRPM8963E এ পিতার নাম আছে KANU MISTRI, আমার পিতার আঁধার ভোটার ও ২০০২ সালের তালিকায় নাম আছে KANU BHAUMIK আমি 1St class judicial magistrate at Alipur court Affidavit দ্বারা BAPI MISTRI son of KANU MISTRI and BAPI MISTRI son of KANU BHAUMIK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Sulekha Begum DO Yeasin Seikh, W/O Abdul Goni Mondal গ্রামঃপোঃ কাঁটাগড়িয়া, থানাঃ নলহাটি, পিন ৭৩১২৩৭ বীরভূমের বাসিন্দা। আমার নাম Sulekha Begum D/O Yeasin Seikh প্যান কার্ড এবং ডিজিটাল রেশন কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে Sulekha Begum W/O Abdul Goni Mondal আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার কিছু কাগজে Sulekha Bibi W/O Goni লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৫.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের (ক্রমিক নং ৫৭৬৯) এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sulekha Begum D/O Yeasin Seikh Sulekha Begum WO Abdul Goni Mondal Sulekha Bibi WO Goni এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

আমি সত্যজিৎ দাস, পিতা নগেন্দ্র দাস, সাং+পো- গড়বাড়ী, পূর্ব মেদিনীপুর, ঘোষণা করছি যে সত্যজিৎ দাস, ক্ষুদিরাম দাস ও সত্যজিৎ দাস (পিতা নগেন্দ্রনাথ দাস) একই ব্যক্তি (অ্যাফিডেভিট নং ৬৬, তারিখ ১০/০৩/২০২৬, কাঁথি আদালত)। এখন থেকে আমি সত্যজিৎ দাস নামে পরিচিত হব।

নাম পরিবর্তন

আমি Ali Newaz Seikh S/O Sehetar Ali, গ্রামঃ মাঝাড়িপাড়া, পোঃ সন্দিগড়া বাজার, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Ali Newaz Seikh S/O Sehetar Ali যা আধার এবং নতুন ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার পুরনো ভোটার কার্ডে Sekh Nefajuddin SO Sehetar নথিভুক্ত রয়েছে। ২৭.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ali Newaz Seikh S/O Sehetar Ali and Sekh Nefajuddin S/O Sehetar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিশেষ ট্রেন পরিষেবার সম্প্রসারণ ও পরিচালনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংযোগ ব্যবস্থা মজবুতকরণ

মালিগাঁও, ০৫ এপ্রিলঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং ০৬৫৭১ / ০৬৫৭২ (যশবন্তপুর জং. - কাটিহার - যশবন্তপুর জং.)-এর পরিষেবা উভয় দিকেই আরও ১৫ (পনেরো)টি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই ট্রেনটির সম্প্রসারণ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে এবং দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করতে সহায়তা করবে এর ফলে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ও।শি, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের যাত্রীরা উপকৃত হবেন এবং উত্তর- পূর্বাঞ্চলের ভ্রমণকারীদের যাতায়াত সুবিধাও উন্নত হবে। এছাড়াও, ১২ (বারো)টি ট্রিপের জন্য স্পেশাল ট্রেন নং ০৮০৪৭০৮০৪৮ (সাঁতরাগাছি - নাহরলগুন - সাঁতরাগাছি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল যাত্রীদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি, পরীক্ষা, চিকিসা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এছাড়াও, এই রুটগুলোর অন্যান্য ট্রেনের অপেক্ষরত তালিকায় থাকা যাত্রীরাও এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ট্রেন নং. ০৬৫৭১ (যশবন্তপুর জং. - কাটিহার) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল ৭ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ১৪ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার চালানোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরযাত্রায়, ট্রেন নং ০৬৫৭২ (কাটিহার - যশবন্তপুর জং.) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল ১০ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ১৭ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চালানোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনটির বিদ্যমান সময়সূচি, সময়, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে। স্পেশাল ট্রেন নং ০৮০৪৭ (সাঁতরাগাছি - নাহরলগুন) ১০ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ২৬ জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ১৮,০০ ঘন্টায় সাঁতরাগাছি থেকে যাত্রা শুরু করে পরের দিন ২০,৫০ ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছাবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং ০৮০৪৮ (নাহরলগুন - সাঁতরাগাছি) ১১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ২৭ জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ২৩,৫৫ ঘন্টায় নাহরলগুন থেকে যাত্রা শুরু করে সোমবার ০৪,১৫ ঘন্টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। যাত্রাপথে, অন্যান্য স্টপেজগুলির মধ্যে এটি বর্ধমান, মালদা টাউন, শিলিগুড়ি জং, কোকরাঝার, রঙিযা. এবং রঙাপারা নর্থ সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে থামবে । যাত্রীদের সুবিধার জন্য ট্রেনটি এসি ২-টায়ার, এসি ৩-টায়ার এবং স্লিপার ক্লাস কোচসহ চলাচল করবে।এই স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলোর পরিচালন ও সম্প্রসারণ যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত ভ্রমণ বিকল্প প্রদানের মাধ্যমে এবং ব্যস্ত রুটগুলোতে যানজট কমিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে সুফল বয়ে আনবে।

ভোটের ময়দানে লালবাবা জ্যোতিষীর চোখে এবার নিজের ভাগ্য গণনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৫৫ এপ্রিল ঃ ভোটে দাঁড়িয়ে বারবার হারার গল্পে যেমন পরিচিত তামিলনাড়ুর পদ্মরাজন, তেমনই নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এবার ভোটের ময়দানে নামতে চলেছেন মালদার জ্যোতিষী অসময় মণ্ডল, যিনি ' নামেই বেশি পরিচিত। বহুদিনের ইচ্ছা-জনপ্রতিনিধি হওয়া। সেই স্বপ্ন পূরণে এ বার বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ট্রেজারি থেকে ডিসিআর কেটে ফেলেছেন লালবাবা। ২০২১ সালের নির্বাচনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কিন্তু সাক্ষীর অভাবে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর কোনও খামতি রাখতে চান না। এখন পর্যন্ত নয়জন সাক্ষী জোগা। করেছেন, আর একজনের খোঁজ চলছে। অসময় মণ্ডলের আত্মবিশ্বাস চোখে পড়ার মতো। তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন, আমি নিশ্চিত জিতব। যে দলই সরকার গঠন করুক, আমার সমর্থন তাদের প্রয়োজন হবে। তখন আমি মন্ত্রী হব। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিশ্রুতি-ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়া এবং বেকারত্ব দূর করার উপায় তাঁর জানা। মালদা আদালত চত্বরে বসেই বছরের পর বছর ধরে মানুষের হাত দেখে, জড়িবুটি ও রঙিন পাথর বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন লালবাবা।

তাঁর আলাদা পরিচয় তৈরি হয়েছে তাঁর পোশাকের জন্য-লাল পাঞ্জাবি, লাল পাজামা এবং মাথায় লাল ফেট্টি। এই পোশাকই তাঁকে ' নাম দিয়েছে সাধারণ মানুষ। পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মো। মণ্ডলপা।ায় তাঁর বাড়ি। ছোটবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। ক্লাস সেভেনের পর আর পা।শোনা এগোয়নি। বর্তমানে তাঁর দুই ছেলে টোটো চালিয়ে সংসারে সাহায্য করেন, আর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অভাব-অনটনের মধ্যেও মনের মধ্যে তিনি লালন করে এসেছেন এক অন্য স্বপ্ন-ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছনো। তাঁর কথায়, আমি কনভয় নিয়ে ঘুরতে চাই, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। সেই ইচ্ছা থেকেই এবারের নির্বাচনে তিনি ঝাঁপিয়ে প।ছেন তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেসের মতো বড় দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। প্রতীক হিসেবে তিনি ক্রিকেট ব্যাট বা হেলিকপ্টার বেছে নেওয়ার কথা ভাবছেন। তাঁর বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ তাঁকে চায় এবং তাঁকেই ভোট দেবে। আমার পরিচয় যাই হোক, আমি বিধায়ক হবই,-এই দড় বিশ্বাসে অটল লালবাবা। এখন মালদা আদালত চত্বরে চায়ের আড্ডায় যেমন রাজনীতি, আইপিএল বা অন্যান্য প্রসঙ্গ উঠে আসে, তেমনই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন লালবাবা। যিনি এতদিন অন্যের ভবিষ্যৎ গণনা করেছেন, এবার তাঁর নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য কী বলে-সেটাই দেখার অপেক্ষা।

এক আসনে দুই বিজেপি প্রার্থী! ময়নাগুড়িতে চরম গোষ্ঠীকোন্দল, অস্বস্তিতে পড়ছে দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়নাগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্ব ন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে চরম আকার নিল। একই আসনে একই দলের দুই নেতা নিজেদের প্রার্থী দাবি করে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগেই। প্রথমে এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বিদায়ী বিধায়ক কৌশিক রায়-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু দলীয় স্তরে বিক্ষোভের জেরে পরে রাজ্য নেতৃত্ব প্রার্থী বদলে ডালিম রায়-এর নাম ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হননি কৌশিক রায় এবং তাঁর অনুগামীরা। তিনি নিজেকে আসল প্রার্থী দাবি করে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যান, এমনকি দলের পতাকা নিয়েই বিভিন্ন এলাকায় প্রচারেও নামেন। শনিবার সকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কৌশিক রায় জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। খবর পেয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সেখানে হাজির হন ডালিম রায়ও। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই নিজেদের বিজেপি প্রার্থী দাবি করে মনোনয়ন জমা দেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর কৌশিক রায় বলেন, আমি বিজেপি প্রার্থী হিসেবেই মনোনয়ন জমা দিয়েছি। তবে তিনি স্বীকার করেন, এদিন তিনি দলের প্রতীক জমা দেননি, পরে জমা দেবেন বলে জানান। অন্যদিকে ডালিম রায় স্পষ্ট দাবি করেন, তিনিই দলের অনুমোদিত প্রার্থী। তিনি পদ্মফুল প্রতীকসহ দলের দেওয়া সমস্ত নথি দেখিয়ে বলেন, দল আমাকেই সিম্বল দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে নির্বাচনের মুখে এখনই কৌশিক রায়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চাইছে না দল। সূত্রের খবর, আপাতত তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে।এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, দল ডালিম রায়কেই প্রতীক দিয়েছে। হয়তো কৌশিক রায়ের তা জানা নেই। তবে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে-এই পরিস্থিতি কতদিন চলবে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতা জানান, কৌশিক রায়কে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। তিনি যদি না বোঝেন, তা হলে দল অন্য সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। ময়নাগুড়ির এই ঘটনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ভোটের আগে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল এখনও মেটেনি। এর প্রভাব নির্বাচনের ফলাফলে কতটা পড়বে, এখন সেটাই দেখার। মোটের উপর, ময়নাগুঙি বিধানসভা কেন্দ্রের এই ঘটনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নির্বাচনের মুখে ভারতীয় জনতা পার্টি-র অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল এখনও গভীরভাবে বিদ্যমান। একই আসনে দুই প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি শুধু সাংগঠনিক দুর্বলতারই ইঙ্গিত দেয় না, বরং ভোটারদের কাছেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। কৌশিক রায় এবং ডালিম রায়-উভয়ের অনড় অবস্থান দলীয় শৃঙ্খলার উপর প্রশ্ন তুলেছে। যদিও দল আনুষ্ঠানিকভাবে ডালিম রায়কেই প্রার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবুও কৌশিক রায়ের অবস্থান এই সংঘাতকে আরও জটিল করে তুলছে। নির্বাচনের আগে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিরোধী দলগুলোর জন্য বাড়তি সুযোগ তৈরি করতে পারে। কারণ, সংগঠনের ভিত মজবুত না থাকলে তা সরাসরি ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে তৃণমূল বা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দল এই পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, সেটাও স্বাভাবিক। এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দলের রাজ্য নেতৃত্বের সামনে-কীভাবে দ্রুত এই সমস্যা মিটিয়ে একক প্রার্থীর পক্ষে সংগঠনকে একজোট করা যায়। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে ময়নাগুড়িতে বিজেপির নির্বাচনী ল।াই অনেকটাই দুর্বল হয়ে প।তে পারে। সুতরাং, এই ঘটনা শুধুমাত্র একটি আসনের সমস্যা নয় বরং এটি বড় রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছে-দলীয় ঐক্য ছাড়া নির্বাচনী সাফল্য অর্জন কঠিন। এখন দেখার, বিজেপি নেতৃত্ব কত দ্রুত এবং কার্যকরভাবে এই সংকট সামাল দিতে পারে।

ভাগ্যের চেয়ে জীবন দামী,লেভেল ক্রসিং গেট আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পূর্ব রেলের ২০২৫-২৬ সুরক্ষা অভিযানের সাফল্য

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ লেভেল ক্রসিং গেট হলো একটি মসৃণ যাত্রা এবং জীবন বদলে দেওয়া দুর্ঘটনার মধ্যবর্তী শেষ প্রতিরক্ষা বলয়। মাঝে মাঝে এগুলিকে আপনার দিনের পথে একটি সাময়িক বিরতি মনে হতে পারে, কিন্তু এই গেটগুলি রাস্তা ব্যবহারকারীদের চলন্ত ট্রেনের বিপুল শক্তি ও গতি থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টনী। একটি ট্রেন চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে থামতে পারে না তাই যখন একটি লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ থাকে, তখন এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ বিপদ এগিয়ে আসছে। গেটের নিচ দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করা বা সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা কেবল আইন লঙ্ঘন নয়, বরং নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা। পূর্ব রেলওয়ে প্রতিটি নাগরিককে অনুরোধ করছে মনে রাখার জন্য যে-কোনো তা।হু।োই মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়।যাত্রী এবং জননিরাপত্তার প্রতি পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা দায়বদ্ধ। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর জুড়ে, মানুষের ভুলভ্রান্তি কমিয়ে আনতে এবং রেল-রাস্তা সংযোগস্থলে নিরাপত্তা বাড়াতে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এই বছরের সুরক্ষা অভিযানের একটি বিশেষ দিক হলো ১০টি লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করে যে গেটগুলি শারীরিকভাবে এবং ইলেকট্রনিকভাবে লক না হওয়া পর্যন্ত ট্রেনের সিগন্যাল 'বিপদ' সংকেতেই থাকবে। এই গুরুত্বপূর্ণ আধুনিকীকরণগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ, বেথুয়াডহরী-দেবগ্রাম, পাকুড়ে দুটি, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর জংশন, নিশ্চিন্তপুর-কাকদ্বীপ সেকশনে দুটি, তাপসী-বারাবানি, নিশ্চিন্তপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর এবং মহিপাল রোড-মণিগ্রাম।এই ক্রসিংগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন ডিভিশনে ৪২টি স্লাইডিং বুম স্থাপন করেছে, যার মধ্যে সর্বাধিক ৩৮টি স্লাইডিং বুম শিয়ালদহে বসানো হয়েছে।

এনআইএ আতঙ্কে থমথমে মোথাবাড়ি, টানা তিন দিন বন্ধ দোকানপাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, মোথাবাড়ি , ৫ এপ্রিল ঃ মালদার মোথাবাড়ি এখনও আতঙ্কের আবহে মোড়া। ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। বিশেষ করে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধই রইল। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দোকান খুললেই ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখে প।তে হতে পারে।

গত শনিবার সকালে দুই তেলেভাজা বিক্রেতা দোকান খোলার সাহস দেখালেও তাঁদেরও এনআইএ অফিসারদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। ফলে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

বুধবার গভীর রাতে সাতজন বিচারক কালিয়াচক-২ ব্লক অফিস থেকে ইংরেজবাজার পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ কী পরিস্থিতিতে অতিক্রম করেছিলেন, তার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে শনিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনআইএ-র একাধিক দল। বিচারকদের গাড়ির চালকদের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা। এদিন এনআইএ-র একটি ১০ সদস্যের দল ব্লক অফিসে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তদন্ত চালায়। অন্য দল যায় মালদা পুলিশ সুপারের অফিস এবং জেলা পুলিশ লাইনে। সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি আরও একটি দল জেলাশাসকের দপ্তরেও যায়। তদন্তে গতি আনতে দেশের খ্যাতনামা সাইবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছে এনআইএ। তদন্তকারীদের মতে, সমাজমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্ট ছড়িয়ে যেভাবে উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছে, তাতে এর পিছনে প্রযুক্তিতে দক্ষ কোনও চক্র কাজ করছে বলে সন্দেহ। সেই সূত্র ধরেই সাইবার দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে মোথাবাড়ি কাণ্ডে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সব মিলিয়ে গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭। তবে ধৃতদের পরিবারের সদস্যদের একাংশ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, আমাদের পরিবারের লোকেরা যদি দোষী হন, তবে রাজনৈতিক নেতারা দায়মুক্ত থাকবেন কেন?

বিশেষ করে সাবিনা ইয়াসমিন-এর নাম তুলে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মোথাবাড়ির বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর দাবি, তিনি শুধুমাত্র বৈধ ভোটারদের দাবিতে কালিয়াচক-১ ব্লক অফিস চত্বরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান-বিক্ষোভ করেছিলেন এবং কোনও রকম বিশৃঙ্খলায় জড়িত ছিলেন না। তাঁর আরও অভিযোগ, বিরোধী দলগুলোই তৃণমূলের বদনাম করতে এই ধরনের অভিযোগ তুলছে। ঘটনার পর নিরাপত্তার কারণে কালিয়াচক-২ ব্লকে কর্মরত বিচারকদের আপাতত ইংরেজবাজার শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেই তাঁদের অফিস সংক্রান্ত কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকায় আধা-সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা রয়েছে। স্থানীয় এক তেলেভাজা বিক্রেতা মহম্মদ ইউনুস ঘটনার দিনকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জানান, সকাল থেকেই প্রচুর মহিলা ও কিশোর-কিশোরীর ভিড় জমেছিল। পরে ব্লক অফিসের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে উত্তেজনা বা।তে থাকে। পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে আমি দোকান বন্ধ করে দিই। সব মিলিয়ে, মোথাবাড়িতে এখনও উত্তেজনা থামেনি। প্রশাসন ও তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা চললেও সাধারণ মানুষের মনে ভয় কাটেনি। কবে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে সবার মনে।

ট্রাইবুনালের রায়ে স্বস্তি পেলেন ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী

মিঠুন হালদার ঃ অবশেষে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূর হলো মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মাহতাব শেখের। রাজ্যের এসআইআর ট্রাইবুনাল তাদের প্রথম রায়ে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেঃেদ্রর বাসিন্দা মাহাতাব শেখের নাম ভোটার তালিকায় ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে। রবিবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ ট্রাইবুনালে এই রায় দিয়েছে । মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে মাহাতাব শেখের নাম ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে যখন তাঁকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় সেই সময়ে মাহাতাবের নাম ভোটার তালিকায় ছিল না। নামের বানান সংক্রান্ত কিছু ভুল থাকায় মাহাতাবকে এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়ায় নোটিশ ধরানো হয়েছিল। সাপ্লিমেন্ট।রি তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায় মাহাতাবের নাম 'ডিলিট' করে দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে মাহতাবের পক্ষে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হতো না। সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় মাহতাবের নাম 'ডিলিট' হতেই তিনি কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ধাপে ধাপে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কাজ শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যদি সেই তালিকায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায় তাহলে তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ট্রাইবুনালে আবেদন করার সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোটারদের আবেদন শোনার জন্য ট্রাইবুনাল গঠিত হলেও তার কাজ শুরু না হওয়ায় সেখানে আবেদন করতে পারছিলেন না মাহতাব। এই সমস্যার কথা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেসের এই প্রার্থী। তাঁর আবেদন শোনার পর দেশের শীর্ষ আদালত ট্রাইবুনালকে জরুরী ভিত্তিতে মাহাতবের আবেদন শোনার নির্দেশ দিয়েছিল। মাহতাবের আবেদন বিচার করে ট্রাইবুনাল রবিবার জানিয়েছে, আবেদনকারী এবং তাঁর বাবার নামে তথ্যগত অসংগতির কারণে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। তবে বাবার নামের ক্ষেত্রে কিছু ভুল থাকলেও মাহাতাবের নামে কোনও সমস্যা নেই। তাই অবিলম্বে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ফেরাতে নির্দেশ দিয়েছে এসআইআর ট্রাইবুনাল। রবিবার রাত আটটার মধ্যে মাহাতাবের নাম ভোটার তালিকায় তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসআইআর ট্রাইবুনালে শুনানির জন্য রবিবার কলকাতাতেই ছিলেন মাহাতাব। ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশ হওয়ার পর নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মাহাতাব বলেন,গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে উদ্বেগে ছিলাম। হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট ঘুরে আজ ট্রাইবুনালে এসে আমার নাম ভোটার তালিকায় উঠলো। সোমবার আমি মনোনয়ন পত্র জমা করবো।তিনি জানান ,আমার আইনজীবী ট্রাইবুনালে ভোটার এবং আধার কার্ডের নথি গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছিল। ট্রাইবুনাল আধার কার্ডের নথিকে মান্যতা দিয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী জানান, ইতিমধ্যে কংগ্রেস কর্মীরা আমার সমর্থনে ফরাক্কায় দেওয়াল লিখন এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেছে। আমি ৭ তারিখ থেকে নিজে প্রচারের ময়দানে নামবো। অন্যদিকে মাহাতাবের নাম ভোটার তালিকায় ফিরতেই কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে রনে ভঙ্গ দিয়েছেন ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম।

ঋষিকেশ-মুজাফফরপুর-গোরখপুর হয়ে যোগা সিটি ঋষিকেশ গ্রীষ্মকালীন সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ৫ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৪৩১৪। মুজাফফরপুর সামার রিজার্ভড স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬ সালের ১৬ই এপ্রিল থেকে ১২ই জুলাই

০৪৩১৩ যোগা সিটি ঋষিকেশ-মুজাফফরপুর-গোরখপুর হয়ে যোগা সিটি ঋষিকেশ গ্রীষ্মকালীন সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১৬ এপ্রিল থেকে ১২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার যোগা সিটি ঋষিকেশ থেকে এবং ১৭ এপ্রিল থেকে ১৩ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ও সোমবার মুজাফফরপুর থেকে নিম্নলিখিত ২৬টি ট্রিপ পরিচালনা করবে। ০৪৩১৪ যোগ নগরী ঋষিকেশ-পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার ১৫.২০ ঘটিকায় যোগ নগরী ঋষিকেশ থেকে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি হরিদ্বার থেকে ১৬.১৫ ঘটিকায়, মোরাদাবাদ থেকে ১৯.২৫ ঘটিকায়, বরেলি থেকে ২০.৪৯ ঘটিকায়, শাহজাহানপুর থেকে ২২.০৫ ঘটিকায়, . ছেড়ে যাবে। পরের দিন সীতাপুর থেকে ০০.২০ ঘটিকায়, গোন্ডা থেকে ০২.৪৩ ঘটিকায়, বস্তি থেকে ০৩.৫৫ ঘটিকায়, গোরখপুর থেকে ০৫.১৫ ঘটিকায়, সিওয়ান থেকে ০৭.০৫ ঘটিকায়, ছাপরা থেকে ০৮.১৫ ঘটিকায়, এবং হাজিপুর থেকে ০৯.৪০ ঘটিকায়, ছেড়ে ১১.২০ ঘটিকায়, মুজাফফরপুর পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪৩১৩ মুজাফফরপুর - যোগ নগরী ঋষিকেশ সামার রিজার্ভড স্পেশাল ট্রেনটি ১৭ই এপ্রিল থেকে ১৩ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্র ও সোমবার দুপুর ২,০০ টায় মুজাফফরপুর থেকে, বিকেল ৩,০৫ টায় হাজিপুর, বিকেল ৫,৪৫ টায় ছাপরা, সন্ধ্যা ৬,৩৫ টায় সিওয়ান, রাত ৮,৩৫ টায় গোরখপুর, রাত ৮,৩৫ টায় বস্তি, রাত ৯৩৫ টায় গোন্ডা, রাত ১০,৫৫ টায় সীতাপুর, রাত ২,৩০ টায় শাহজাহানপুর, ভোর ৪,৪২ টায় বরেলি, ভোর ৫,৫৭ টায় মোরাদাবাদ, সকাল ৭৫৮ টায় এবং পরের দিন সকাল ১০,৫৫ টায় হরিদ্বার থেকে ছেড়ে সকাল ১১১৫ টায় যোগ নগরী ঋষিকেশে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে মোট ১৮টি কোচ স্থাপন করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ০১টি এসি থার্ড টায়ার, ০১টি এসি সেকেন্ড টায়ার, ১০টি স্লিপার ক্লাস, ০৪টি জেনারেল সেকেন্ড টায়ার এবং ০২টি এসএলআর কোচ।

টানা বৃষ্টিতে সিকিমে ধস, বন্ধ লাচেনের রাস্তা-পর্যটকদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় ধাক্কা

এপ্রিলের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে স্বস্তির খোঁজে অনেকেই উত্তরবঙ্গ বা সিকিম-এর পাহা।ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পর্যটন মরসুমের শুরুতেই এল দুঃসংবাদ। টানা বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমে ভয়াবহ ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেল লাচেন যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। রবিবার ভোরে লাচেন যাওয়ার পথে তারেম চু খোলার কাছে বিশাল ধস নামে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, শুধু যানবাহন চলাচলই নয়, ওই পথে হেঁটে যাওয়াও কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে সিকিম জুড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাত চলছিল। প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান, এই বৃষ্টির ফলেই পাহাড়ি ঢাল দুর্বল হয়ে ধস নেমেছে। উত্তর সিকিমের পর্যটন মূলত লাচেন, লাচুং এবং চুংথাং কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বহু পর্যটক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। পর্যটন মরসুমের শুরুতেই এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ সালে দক্ষিণ লোনার্ক হিমবাহ হ্রদ ভেঙে ভয়াবহ বন্যা ও ধসের ঘটনা ঘটে। সেই বিপর্যয়ের ফলে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল লাচেন অঞ্চল। পরে প্রায় দু'বছরের চেষ্টায় নতুন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করা হয়, যা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়েছিল। কিন্তু সেই নতুন রাস্তাই আবার ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এটাই প্রথম নয়। গত মার্চ মাসেও গ্যাংটক থেকে লাচেন এবং চুংথাং যাওয়ার পথে একাধিক জায়গায় ধস নামে, যার ফলে বহু পর্যটক আটকে প।ছিলেন। ফলে পাহাড়ি পথে ভ্রমণ নিয়ে নতুন করে সতর্কতা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন মঙ্গন, গ্যাংটক এবং সোরেং-সহ সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। মঙ্গন

জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বুধবারের পর বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলেও পূর্বাভাস। এই পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিন উত্তর সিকিমের পর্যটন কার্যত থমকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হোটেল ব্যবসায়ী, গাইড এবং গাড়িচালকদের উপর এর প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে পর্যটকদেরও ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হতে পারে। যাঁরা সিকিমে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আবহাওয়া ও রাস্তার পরিস্থিতির আপডেট জানা। পাহাড়ে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সময়োচিত সিদ্ধান্তই হতে পারে নিরাপদ যাত্রার চাবিকাঠি। সব মিলিয়ে, সিকিম-এ টানা বৃষ্টির জেরে ধস নামার ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল পাহা।ি অঞ্চলের ভৌগোলিক ভঙ্গুরতা এবং অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে লাচেন-এর মতো জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুধু পর্যটকরাই নন, স্থানীয় অর্থনীতিও বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে। পর্যটন মরসুমের শুরুতেই এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় হোটেল ব্যবসায়ী, গাড়িচালক ও গাইডদের রোজগারে সরাসরি প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে, যাঁরা ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদেরও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বুকিং বাতিল বা স্থগিত করার প্রবণতা বা।তে পারে।এর পাশাপাশি, ২০২৩ সালের দক্ষিণ লোনার্ক হিমবাহ হ্রদ বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও তাজা। ফলে এই ধরনের নতুন ধস স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বা।াচ্ছে। বারবার ধস নামার ঘটনা দেখাচ্ছে যে, পাহা।ি অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ-সহনশীল পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল সতর্কতা। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনে চলা এবং পর্যটকদের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া-এই তিনটি বিষয়ই ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। অতএব, সিকিমে ভ্রমণের আকর্ষণ অটুট থাকলেও, প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকল্পনা করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এ।িয়ে চলাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ পথ।

ভোটের প্রচারে অংশ নিলেই মিলবে ছাগল! শোরগোল রামপুরহাটে

নির্বাচনের মরসুমে রামপুরহাট-এ উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ভোটের প্রচারে অংশ নিলে মহিলাদের ছাগল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে-এমনই দাবি সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামপুরহাট-১ ব্লক-এর কুসুম্বা গ্রামের একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা রবিবার ছুটির দিনেও ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরে হাজির হন। তাঁদের দাবি, এলাকার এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁরা জানতে পারেন, ওই দিন তাঁদের ছাগল দেওয়া হবে। কিন্তু ব্লক অফিসে গিয়ে তাঁরা দেখেন, ছুটির কারণে অফিস বন্ধ। এরপর তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখানে গিয়ে মহিলাদের জানানো হয়, একটি করে ডায়েরি দেওয়া হবে এবং তাতে ভোট প্রচারে অংশগ্রহণের হাজিরা নথিভুক্ত করতে হবে। পরবর্তীতে সেই তালিকার ভিত্তিতেই তাঁদের বিনামূল্যে ছাগল দেওয়া হবে-এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি মহিলাদের একাংশের।

এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপির অভিযোগ, ভোটের আগে প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাদের মিছিলে টানার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু ছাগল নয়, মুরগি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কী প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের সময় এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়, প্রায়শই শাসক-বিরোধী তরজার অংশ হিসেবেই সামনে আসে। সব মিলিয়ে, রামপুরহাটের এই ঘটনাকে ঘিরে ভোটের আবহে উত্তেজনা আরও বা।ছে। অভিযোগ কতটা সত্য, তা তদন্তসাপেক্ষ হলেও, এই ইস্যু যে রাজনৈতিকভাবে ব। বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তা বলাই যায়নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ৫ এপ্রিল ঃ ।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.. ."

NIQ No.: WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-07 of 2026-27

Bid submission closing date: **06/04/2026 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/- **Executive Engineer, P.W.Dte.**
Hooghly Electrical Division

ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হার্দিক পাণ্ডিয়া

মুম্ব, ৫ প্রিল ঃ আইপিএল ২০২৬-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। দলের মূল অলরাউন্ডার এবং অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যা অসুস্থতার কারণে খেলতে পারেননি। ভাইরাল জ্বর এবং শরীরের দুর্বলতার কারণে হার্দিককে বিশ্রামে রাখা হয়েছে, আর তার পরিবর্তে দলের নেতৃত্ব সামলেছেন সূর্যকুমার যাদব। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হোঁচট খেয়েছে মুম্বই, যা হার্দিকের অনুপস্থিতিতে দলের ব্যালান্সে প্রভাব ফেলেছে। শনিবারের ম্যাচের আগে টসের সময় সূর্যকুমার যাদব নিশ্চিত করেছেন যে, হার্দিক পুরোপুরি সুস্থ নয়। ফিটনেসের সমস্যা এবং ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি খেলতে পারছেন না। সূর্যকুমার বলেন, হার্দিক পুরোপুরি ফিট নয়। আজকের ম্যাচে তাকে ঝুঁকিতে রাখা ঠিক হবে না। তাই আমি তার পরিবর্তে ক্যাপ্টেন্সি করব।

হাসপাতাল ও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা হার্দিকের শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে। মুম্বই শিবিরে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, খেলোয়া।রে শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে.সতর্কভাবে ফিরে আনা হচ্ছে। হার্দিকের অসুস্থতা না শুধুমাত্র দলের জন্য উদ্বেগের বিষয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ। সূত্রের খবর অনুযাযী, সবকিছু ঠিক থাকলে হার্দিক মঙ্গলবার গুযাহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন। মুম্বই ম্যানেজমেন্ট এবং দলের চিকিসকরা আশ্বাস দিয়েছেন যে, হার্দিকের সঙ্গে দলের সঙ্গে যাত্রা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এমন খবর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ভক্তদের জন্য স্বস্তিদায়ক। মাঠে ফেরার আগে হার্দিকের ফিটনেস পরীক্ষা করা হবে। বিশেষ করে আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে, তাঁর ফিটনেস অপরিহার্য। বিসিসিআই সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বকাপে খেলতে হলে হার্দিককে অন্তত ১০ ওভার বল করার ক্ষমতা রাখার মতো ফিট থাকতে হবে। হার্দিকের শরীরের উপর অতিরিক্ত চাপের ইতিহাস রয়েছে। ২০১৯ সালে লোয়ার ব্যাক সার্জারি করেছিলেন তিনি। তার পর থেকেই ম্যাচে খেলতে গেলে ওয়ার্কলোড সীমিত করতে হয়েছে। আইপিএল এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার মঞ্চ। হার্দিককে ফিট রাখতে হলে শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মুম্বই শিবিরের লক্ষ্য হলো, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে খেলতে হার্দিক নিজেকে এমনভাবে ফিট রাখুক যে, তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে অবাধভাবে অংশ নিতে সক্ষম হোন। তাঁর বর্তমান ফোকাস অবশ্যই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের মধ্যে নিজের দক্ষতা এবং ফিটনেস বজায় রাখা। হার্দিকের অনুপস্থিতিতে সূর্যকুমার যাদব দায়িত্ব নিয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়েছে। তবে হার্দিকের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে দলের ব্যালান্সে ফেরত দেবে। তিনি ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং-এ দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। ক্যাপ্টেন্সি ছাড়াও হার্দিক একজন প্রভাবশালী অলরাউন্ডার। ২০ ওভারে বা বড় রান তাড়া করতে গেলে তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং মিডল ওভারে বোলিং দলের জন্য বড় সুবিধা। হার্দিক ফিরে এলে মুম্বই ইন্ডিযান্সের কৌশলগত পরিকল্পনা আরও শক্তিশালী হবে। আইপিএল-এ হার্দিকের ফর্ম এবং ফিটনেসের ওপর নজর থাকবে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের। বিশ্বকাপের ব্লুপ্রিন্ট তৈরিতে আইপিএল একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে হার্দিকের পারফরম্যান্স, ফিটনেস এবং নেতৃত্বের দক্ষতা আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় দলের কৌশলগত পরিকল্পনা নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, হার্দিকের সুস্থতা এবং ম্যাচে ফিরে আসা শুধুমাত্র মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য নয়, দেশের আন্তর্জাতিক দলকেও প্রভাবিত করবে। তাঁর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দলকে শক্তিশালী এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাখবে। ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হার্দিক পাণ্ড্যার অনুপস্থিতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে, তিনি আগামী মঙ্গলবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মাঠে ফিরবেন। মুম্বই শিবির এবং চিকিসকরা সতর্কভাবে তাঁকে ফিট রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। হার্দিকের স্বাস্থ্য ও ফিটনেস শুধু আইপিএল ২০২৬-এ নয়, আগামী বছরের দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন, দলের জন্য আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করবেন।

পাঞ্জাবের শক্তি ঠেকাতে কে কে আর-এর কৌশল

নারিন-চক্রবর্তী, ওপেনিং থেকে ডেথ ওভার পর্যন্ত পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য আইপিএল ২০২৬-এর শুরু সহজ যাচ্ছে না। জোড়া ম্যাচে হেরে ব্যাকফুটে গিয়ে, আগামী ৬ এপ্রিলের ম্যাচে কে কে আর-এর সামনে থাকবে ঝাঁপাতোলা পাঞ্জাব কিংস । শ্রেয়স আইয়ার ও রিকি পন্টি ংয়ের নেতৃত্বে PBKS একবারে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। তাদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও শক্তিশালী বোলিং একদিকে এবং কে কে আর-এর ব্যাটিং অস্থিরতা অন্যদিকে-এই লড়াইয়ে জয় পেতে হলে কলকাতার দলকে নিতে হবে নির্দিষ্ট কৌশল।

ব্যাটিংয়ে স্থিতিশীলতা-কে কে আর-এর বড় সমস্যা এখনও ব্যাটিং। বড় রান তাড়া করতে গিয়ে দল বারবার ভেঙে পড়ছে। সমাধান হিসেবে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী বা ক্যামেরন গ্রিনকে ওপেনিংয়ে বা টপ অর্ডারে ব্যবহার করে ইনিংসের হাল ধরে রাখা প্রয়োজন। রিঙ্কু সিংকে রাখা যেতে পারে ফিনিশারের ভূমিকায়, যাতে শেষ মুহূর্তে বড় ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়। ৭-১৫ ওভারের মধ্যে পার্টনারশিপ গড়ে উঠলে, সেট বা চেজ-দুই অবস্থাতেই বড় রান তোলা সম্ভব হবে। শট সিলেকশন এবং ঝুঁকিমুক্ত খেলাও এই সময় অপরিহার্য। ফর্মে থাকা ব্যাটারদের সঙ্গে এই মিডল অর্ডারের সমন্বয় কে কে আর-এর জন্য মূল চাবিকাঠি হতে পারে।

স্পিন কৌশল- ইডেন গার্ডেন্সের পিচ স্পিন সহায়ক। কে কে আর-এর দুই অভিজ্ঞ স্পিনার, সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তী, মিডল ওভারে একসঙ্গে ব্যবহার করলে পাঞ্জাব-এর বিপজ্জনক ব্যাটারদের থামানো সম্ভব। যদিও এই দুই স্পিনার এখনও তাদের সর্বোচ্চ রূপ দেখাতে পারেননি, একদিনে তারা একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। প্রয়োজনে অনুকূল রায়কেও যুক্ত করে স্পিন ডিপার্টমেন্ট আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

ওপেনিং স্ট্র্যাটেজি- ফিন অ্যালেন ও অজিঙ্ক রাহানে কে কে আর-কে দ্রুত শুরু দিতে পারেননি। এবার তাদের কাজ হবে প্রথম ৬ ওভারে ৫০-৬০ রান তোলা। ঝুঁকি কমিয়ে স্মার্ট শট সিলেকশন করতে হবে। ভালো শুরু পেলে গুব্ক্লাঙ্ক-এর ওপেনারদের ওপর চাপ তৈরি হবে, যা দলের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

পেস আক্রমণে চ্যালেঞ্জ- কে কে আর-এর পেস আক্রমণ এখনও দুর্বল। হর্ষিত রানা ও মথিশা পাথিরানার অনুপস্থিতি এই দুর্বলতার মূল। সমাধান হিসেবে বৈভব অরোরা ও ব্লেসিং মুজারাবানিকে ক্যামেরন গ্রিন ও রমনদীপ সিংয়ের সঙ্গে ব্যবহার করলে ডেথ ওভারের নিয়ন্ত্রণ বা।বে। এই কৌশল গুব্ক্লাঙ্ক-এর মারকুটে ব্যাটারদের থামাতে গুরুত্বপূর্ণ।

টার্গেট প্লেয়ার ও ফিল্ডিং- শ্রেয়স আইয়ার ও প্রভসিমরন সিংকে স্পিনারদের নিশানা বানাতে হবে। ফাঁকা জায়গা না দিয়ে তাদের ওপর ধাপে ধাপে চাপ তৈরি করতে হবে। ফিল্ডিংও আরও শক্তিশালী করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় গুব্ক্লাঙ্ক-এর আক্রমণ ভেঙে দেওয়া সম্ভব।

সামগ্রিক পরিকল্পনা- কে কে আর-এর সাফল্য হবে ব্যাটিং, স্পিন এবং পেসের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের ওপর। ওপেনিং থেকে মিডল অর্ডার এবং ডেথ ওভারের মধ্যে সঠিক কৌশল প্রয়োগ করলে, ব্যাকফুটে থাকা দলও পাঞ্জাব কিংসকে চাপে ফেলতে পারবে। তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মধ্যে সমন্বয়, ফিল্ডিং কৌশল এবং চাপ তৈরি-এই তিনটি উপাদান কে কে আর-এর সম্ভাব্য জয়ের চাবিকাঠি। কে কে আর-এর কোচিং স্টাফ ও অধিনায়কের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হবে-পাঞ্জাব-এর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংকে ধরতে হলে দলকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা এবং পরিকল্পিত খেলায় নিশ্চিতভাবে নামানো। হারের হ্যাটট্রিক রুখতে এই কৌশলগুলোই হতে পারে কলকাতার সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

৭ বলেই ম্যাচের মোড় ঘোরালেন শামি, সানরাইজ-কে ১৫৬-এ আটকাল লখনউ

মুম্বই, ৫ এপ্রিল ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে গত কয়েক মাস ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহম্মদ শামি। জাতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, মাঠে নিজের পারফরম্যান্স দিয়েই সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন এই অভিজ্ঞ পেসার। ২০২৬ সালের আইপিএল-এ লখনউ সুপার জায়ান্ট স-এর জার্সিতে তিনি ফের প্রমাণ করলেন নিজের ধার। ঋষভ পন্ত-এর নেতৃত্বে লখনউয়ের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই শামির আগুনে বোলিং কার্যত ভেঙে দেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-এর টপ অর্ডার। ম্যাচের শুরুতেই মাত্র ৭ বলের ব্যবধানে দুই বিপজ্জনক ওপেনারকে ফিরিয়ে দিয়ে হায়দরাবাদকে চাপে ফেলে দেন তিনি।

প্রথম ওভারেই শামির শিকার হন অভিষেক শর্মা। মাত্র ২ বল খেলে শূন্য রানে ফিরে যান তিনি। আইপিএলে শামির বিরুদ্ধে অভিষেকের দুর্বলতা আরও একবার সামনে আসে। এরপর নিজের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই তিনি ফেরান ট্র্যাভিস হেড-কে। টি-টোয়েঃটিতে এই প্রথম মুখোমুখি হয়েই হেডকে পরাস্ত করেন শামি। শামির এই জোড়া আঘাতের পর হায়দরাবাদের ইনিংস পুরোপুরি চাপে পড়ে যায়। তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বল হাতে দাপট দেখান লখনউয়ের অন্য বোলাররাও। বিশেষ করে প্রিন্স যাদব এবং আবেশ খান গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে দেন। মাত্র ২৬ রানের মধ্যে ৪

উইকেট হারিয়ে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় হায়দরাবাদের ইনিংস।

তবে সেখান থেকে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেন হেনরিখ ক্লাসেন এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি। পঞ্চম উইকেটে ১১৬ রানের জুটি গ।ে দলকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেন তাঁরা। নীতীশ ৩৩ বলে ৫৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন, আর ক্লাসেন ৪১ বলে করেন ৬২ রান।

কিন্তু এই জুটি ভাঙার পর আবার ধস নামে হায়দরাবাদের ব্যাটিং লাইনে। শেষের দিকে আর কোনও ব্যাটারই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রানেই থেমে যায় তাঁদের ইনিংস। বল হাতে শামি ছিলেন সবচেয়ে কার্যকর। ৪ ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন তিনি। তাঁর এই নিয়ন্ত্রিত ও আক্রমণাত্মক স্পেলই ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। সব মিলিয়ে, শামির এই পারফরম্যান্স শুধু লখনউয়ের জন্যই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও বড় বার্তা- অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এখনও তাঁকে সেরা পেসারদের কাতারে রাখে।

৭-১ হারের স্মৃতির নায়ক অস্কারের অবসর, হৃদরোগেই থামল ব্রাজিলিয়ান তারকার কেরিয়ার

মুম্বই, ৫ এপ্রিল ঃ ২০১৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ২০১৪-এর সেই দু ঃস্বপ্ন এখনও ভুলতে পারেননি ব্রাজিল সমর্থকেরা। সেমিফাইনালে জার্মানি জাতীয় ফুটবল দল-এর বিরুদ্ধে ৭-১ গোলে ভরাডুবির ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন তরুণ অস্কার। সেই প্রতিভাবান মিডফিল্ডারই এবার মাত্র ৩৪ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বর্তমানে সাও পাওলো এফসি-র হয়ে খেলছিলেন অস্কার। ক্লাবের তরফেই তাঁর অবসরের খবর জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, গুরুতর হৃদ্যন্ত্রজনিত সমস্যার কারণেই তাঁকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। গত নভেম্বর মাসে হঠা অসুস্থ হয়ে পাঁচদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল অস্কারকে। একাধিক পরীক্ষার পর তাঁর শরীরে ধরা পা।ে ' সিনকোপ'-এক ধরনের শারীরিক সমস্যা, যেখানে হঠাৎ করে হৃদ্স্পন্দন ও রক্তচাপ কমে গিয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। চিকিৎসকদের পরামর্শেই পেশাদার ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। যদিও ২০২৭ সাল পর্যন্ত সাও পাওলোর সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল, তবুও শারীরিক ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে সেই চুক্তি বাতিল করা হয়। নিজের অবসরের কথা জানিয়ে অস্কার আবেগঘন বার্তায় বলেন, আমি আরও খেলতে চেয়েছিলাম,

ক্লাবের হয়ে আরও অবদান রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। তবে আজীবন সাও পাওলোর সমর্থক হয়ে থাকব। অস্কারের ফুটবল যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে সাও পাওলোর হয়েই। ২০১২ সালে তিনি যোগ দেন চেলসি এফসি-তে, যেখানে পাঁচ বছরে তিনি জেতেন প্রিমিয়ার লিগ, ইউরোপা লিগ এবং লিগ কাপ। একসময় ইউরোপীয় ফুটবলে উজ্জ্বল ভবিষ্য হিসেবে দেখা হলেও, ২৮ বছর বয়সেই তিনি চীনের লিগে যোগ দেন। দীর্ঘ সাত বছর সেখানে খেলার পর ২০২৪ সালে ফেরেন নিজের শৈশবের ক্লাবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তিনি সফল ছিলেন। ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দল-এর হয়ে ২০১৩ সালে জিতেছিলেন ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ। তবে তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত হয়ে থাকবে ২০১৪ বিশ্বকাপের সেই একমাত্র গোল, যা ভরাডুবির মাঝেও তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ এই অবসরের সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। এক সম্ভাবনাময় কেরিয়ার এভাবে থেমে যাওয়ায় আক্ষেপ থাকলেও, নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হল অস্কারকে। ব্রাজিলীয় ফুটবলের ইতিহাসে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপের ৭-১ হারের স্মৃতি চিরকাল বিরাট দাগ রেখে গেছে। সেই ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা অস্কার-ই ছিলেন, যে সময়কে অনেকেই মনে করেন তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা। চেলসি ও সাও পাওলো ক্লাবে তাঁর চমকপ্রদ পারফরম্যান্স বিশ্ব ফুটবলে নতুন ধারা এনেছিল। তবে শুধু প্রতিভা বা কেরিয়ারই নয়, অস্কারের কাহিনী ফুটবলপ্রেমীদের জন্য শিখনও বহন করে-জীবনের অপ্রত্যাশিত বাঁক কখনও কখনও আমাদের পরিকল্পনার বাইরে নিয়ে যেতে

বিশ্বকাপ মিসের পর আগামীর দুই অধিনায়ক বেছে নিল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৫ এ্রিলি ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপ মিস হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় ধাক্কা ছিল। নিজের মাঠে বা দেশের কাছে এই ব্যর্থতা পদ্মাপারের দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। নিরাপত্তা ও অন্যান্য অজুহাত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা এই সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছেন। তবে ক্ষত ক্ষতিয়ে তুলতে এবং আগামী বিশ্বকাপে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিসিবি ইতিমধ্যেই আগাম নেতৃত্ব নিশ্চিত করেছে। বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দুটি পৃথক ফরম্যাটের জন্য দুটি ভিন্ন অধিনায়ক দায়িত্বে থাকবেন। ওয়ানডে দলের নেতৃত্বে থাকবেন মেহেদি হাসান মিরাজ এবং টি-টোয়েন্টি দলে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। মেহেদি হাসান মিরাজের নেতৃত্বে ওয়ানডে দল ইতিমধ্যেই ভালো কিছু সাফল্য পেয়েছে। গত বছরের জুনে তিনি ওয়ানডে দলের অধিনায়ক হয়েছেন। তাঁর অধীনে বাংলাদেশ সিরিজ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং চলতি বছরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এই ধারাবাহিকতা এবং দলের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বোর্ডের কাছে আদর্শ মনে হয়েছে, তাই তাকে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বের দায়িত্বে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়ানডে দলে সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে থাকবেন নাজমুল হোসেন শান্ত। নাজমুলের কৌশলগত দিক এবং মাঠের অভিজ্ঞতা মিরাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। দুইজনের সমন্বয়ে বাংলাদেশের ওয়ানডে দল বিশ্বকাপের জন্য মানসিক ও কৌশলগতভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নেতৃত্বে থাকবেন লিটন দাস। যদিও বাংলাদেশ নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারত আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁ।য়িছে, তবু এই ফরম্যাটে লিটনের নেতৃত্ব বহাল থাকবে। লিটনের সহকারী বা ডেপুটি হিসাবে থাকবেন সাইফ হাসান। লিটনের নেতৃত্বে দল তরুণ, গতিশীল এবং আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে পারবে। বোর্ডের লক্ষ্য হলো, ভবিষ্যতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং দলের মধ্যে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। লিটনের তরুণ বয়স এবং খেলোয়া।দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দলকে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। নেতৃত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিসিবি কোচিং কাঠামোকে শক্তিশালী করছে। প্রাক্তন স্পিনার মহম্মদ রফিককে এক বছরের জন্য স্পিন বোলিং কোচ ও পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রফিক বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসাবে টেস্ট এবং ওয়ানডে উভয় ফরম্যাটে ১০০ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি জাতীয় দল এবং বিভিন্ন স্তরের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করবেন। স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা তরুণ ও সিনিয়র খেলোয়া।দের মধ্যে সমন্বয় ও কৌশলগত দিক শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। স্পিনারদের আরও কার্যকরভাবে মাঠে ব্যবহার করা এবং চাপের মুহূর্তে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে রফিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। বিসিবি মনে করছে, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করার জন্য আগে থেকেই নেতৃত্ব নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয় গ।ে ওঠার ফলে দল কৌশলগতভাবে আরও প্রস্তুত হবে। এতে তরুণ খেলোয়াড়রা নেতৃত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং দলের অভিজ্ঞতা ও খেলোয়া।দের দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, দুই ফরম্যাটের অধিনায়ক নির্বাচনের মাধ্যমে বিসিবি মূলত দুই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে চায়। প্রথমত, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের মধ্যে পৃথক কৌশল প্রয়োগ করা, কারণ দুটি ফরম্যাটের ধরন ও চ্যালেঞ্জ আলাদা। দ্বিতীয়ত, তরুণ নেতৃত্বের বিকল্প তৈরি করা এবং একটানা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এই দুই অধিনায়ক নির্বাচন বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য ভবিষ্য পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মিরাজ এবং লিটন নিজ নিজ ফরম্যাটে দলের জন্য স্থিতিশীল নেতৃত্ব প্রদান করবেন। স্পিন কোচ মহম্মদ রফিকের সঙ্গে কাজ করে তারা মাঠে কৌশলগত সুবিধা পাবেন।

সৌরভের এক সিদ্ধান্তেই বদলে গেল ইতিহাস- বিশাখাপত্তনমে ধোনির প্রথম সেঞ্চুরির অজানা গল্প

৫ এপ্রিল ঃ চলতি আইপিএল-এ এখনও পর্যন্ত ব্যাট হাতে দেখা যায়নি মহেন্দ্র সিং ধোনি-কে। চোটের কারণে টুর্নামেঃটর শুরুতেই মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি, ফলে চেন্নাই সুপার কিংস-এর জার্সিতে তাঁর অনুপস্থিতি ভক্তদের কাছে হতাশার কারণ। তবে ৫ এপ্রিল তারিখটি ধোনি-ভক্তদের কাছে আজও বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। কারণ, আজ থেকে ২১ বছর আগে এই দিনেই আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন মাহি-আর সেই কীর্তির পেছনে ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-এর এক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। ২০০৫ সালের ৫ এপ্রিল, ভারতীয় ক্রিকেট দল-এর হয়ে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল-এর বিরুদ্ধে বিশাখাপত্তনম-এ সেই ঐতিহাসিক ইনিংস খেলেছিলেন ধোনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৪৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেই রাতারাতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেন তিনি। তবে এই সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্ত। দলের তকালীন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন, ধোনির মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে নিচের দিকে ব্যাটিং করালে তাঁর আসল ক্ষমতা প্রকাশ পাবে না। সেই সময় ধোনি সাধারণত সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামতেন। কিন্তু বিশাখাপত্তনমের ম্যাচে সৌরভ ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে তিন নম্বরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে সৌরভ পরে এক সাক্ষাকারে জানান, ধোনি প্রথম দুই ম্যাচে নিচের দিকে ব্যাট করলেও তিনি ভাবছিলেন কীভাবে তাঁকে ব। মাপের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা যায়। ম্যাচের দিন টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর ড্রেসিংরুমে ফেরার সময়েই তিনি চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত নেন-ধোনিকে উপরের দিকে তুলে আনা হবে। মজার বিষয়, ধোনি নিজেও এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন না। তিনি তখন স্বাভাবিক নিয়মে সাত নম্বরে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু সৌরভ সরাসরি গিয়ে তাঁকে জানান, আজ তুমি তিন নম্বরে নামবে, আমি নামব চার নম্বরে। অধিনায়কের সেই ভরসার মর্যাদা দিয়েই ধোনি খেলেন তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস। ১৪৮ রানের সেই ঝকঝকে ইনিংস শুধু ম্যাচের গতিপথই বদলায়নি, বদলে দিয়েছিল ধোনির ক্যারিয়ারও। সেই ইনিংসের পর থেকেই তিনি ভারতীয় দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ব্যাটার হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর নেতৃত্বেই ভারত জেতে টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপ, ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-তাঁকে দেশের অন্যতম সফল অধিনায়কে পরিণত করে। এই ঘটনার কথা ২০১৮ সালে গৌরব কাপুর-এর জনপ্রিয় শো ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন্স-এ শেয়ার করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি সেই পুরোনো সাক্ষাৎকারই আবার নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে, ধোনির প্রথম সেঞ্চুরির গল্প শুধু একটি বড় ইনিংসের কাহিনি নয়, বরং একজন অধিনায়কের দূরদৃষ্টি ও এক তরুণ ক্রিকেটারের আত্মপ্রকাশের অসাধারণ উদাহরণ। সৌরভের সেই ' ভারতীয় ক্রিকেটকে উপহার দিয়েছিল এক ভবিষ্যৎ কিংবদন্তি।

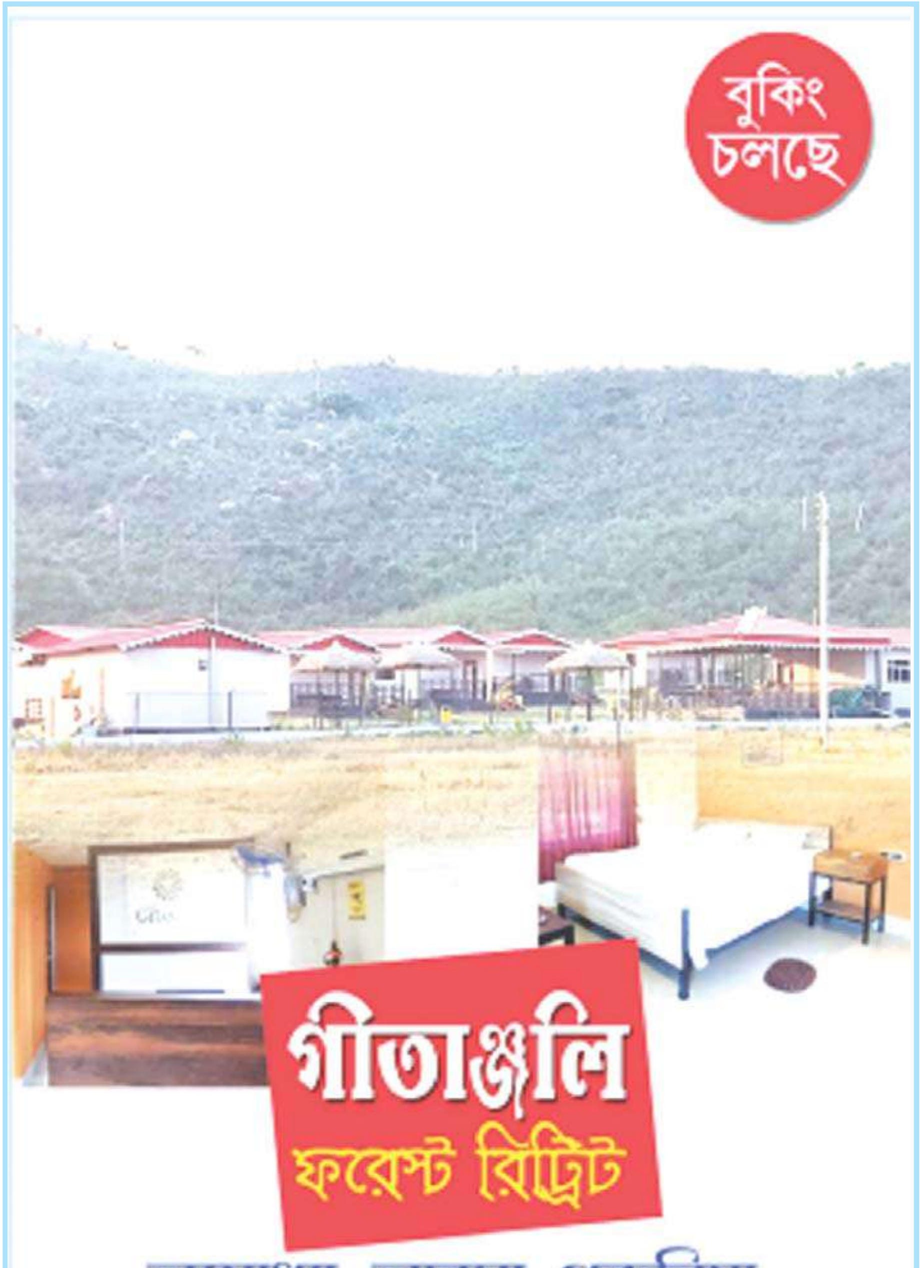

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com